উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৪ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 30 December 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 221 COB

বাঘবন্দি খেলা শেষ বাঁকুড়ায়

পাঁচের পাতায়

টেস্টের চতুর্থ দিনে বুমরাহ স্পেশাল

এগারোর পাতায়

রানওয়েতে পড়ে বিমানের ধ্বংসস্তূপ। রবিবার দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। -এএফপি

অবতরণের সময় রানওয়ে পেরিয়ে একটি কংক্রিটের দেওয়ালে ধাক্কা মারে বিমানটি

মৃতদের মধ্যে ৮৩ জন মহিলা এবং ৮০ জন পুরুষকে চিহ্নিত করা গিয়েছে

পাখির ধাক্কা, যান্ত্রিক ত্রুটি, খারাপ আবহাওয়া বা অপরিসর রানওয়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১৭৯

সিওল, ২৯ ডিসেম্বর : ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী হল দক্ষিণ কোরিয়া। রবিবার দেশের পশ্চিমে দক্ষিণ জিওল্লা প্রদেশের মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জেজু এয়ারলাইন্সের বিমানটি। রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা মারে সেটি। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিতে আগুন লেগে যায়। দমকল ও উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছোনোর আগেই বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানের বড় অংশ পুড়ে গিয়েছিল। সেটিতে ১৭৫ জন যাত্রী ও ৬ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। জেজু এয়ারলাইন্সের তরফে জানানো হয়েছে, বিমানটি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় এসেছিল। মুয়ানের রানওয়েতে অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। বিমানযাত্রীদের মধ্যে দু'জন থাইল্যান্ডের নাগরিক। বাকিরা দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে ৮৩ জন মহিলা এবং ৮০ জন পুরুষকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। বাকিদের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, অবতরণের সময় পাখির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বিমানচালক। তবে যান্ত্রিক ত্রুটি বা খারাপ আবহাওয়ার কারণেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদমাধ্যমের একটি সূত্র আবার বিমানবন্দরের সংকীর্ণ রানওয়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে। মুয়ান বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৭ মিনিটে বিমানটি রানওয়ে স্পর্শ করেছিল। তারপরই সেটি রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে একটি কংক্রিটের দেওয়ালে ধাক্কা মারে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় বিমান দুর্ঘটনা। অবতরণের আগে চালক বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে 'মে-ডে'র (জরুরি পরিস্থিতি) বার্তা পাঠিয়েছিলেন বলে ওই আধিকারিক জানান।

এদিন দুর্ঘটনার পর থেকে বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। মুয়ান ফায়ার স্টেশনের প্রধান লি জওং হাইয়ন বলেন, বিমানটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধু ল্যাজের দিকের কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। সেখান থেকে দুই যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট চই-সুং মোক। তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে এই ট্র্যাজেডির শিকার শোকাহত পরিবারগুলির জন্য কোনও সান্ত্বনা বাক্য যথেষ্ট হবে না।'

এরপর দশের পাতায়

2025 নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৫ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বুধবার পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না। -প্রকাশক

মুক্তিপণের টানে জেলে ৫ মূর্তি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অপহরণ করলেও পরিকল্পনায় কিছু গাফিলতি থাকায় পাঁচ দুষ্কৃতী পুলিশের জালে ধরা পড়ল। রবিবার দুপুরে নিশিগঞ্জের ঘটনা। শনিবার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানার চান্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট ছেদারঝাড় গ্রাম থেকে শুভারণ মণ্ডল নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়। সকাল হতেই পরিবারের কাছে প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে। টাকা দিয়ে ব্যবসায়ীকে ছাড়াতে পরিবারের সদস্যরা নিশিগঞ্জে আসেন। টাকা নেওয়ার জন্য দুষ্কৃতীরা বারবার জায়গা পরিবর্তন করছিল। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ দুষ্কৃতীদের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে গোটা গ্যাংটিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

ধৃতরা হল জাহাঙ্গির হক, শৈবাল দে সরকার, রবি সরকার, শিবু মিত্র ও সৌরভ মিত্র। তাদের মধ্যে জাহাঙ্গির কোচবিহারের বাণেশ্বর এবং শৈবাল ও রবি শিলিগুড়ির ভক্তিনগর একাকার বাসিন্দা। সম্পর্কে দুই ভাই শিবু ও সৌরভ কোচবিহারের মাঘপালা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতরা প্রত্যেকেই শিলিগুড়ি এলাকাতেই থাকত। জাহাঙ্গির আলম গাড়িটি চালাচ্ছিল। পুলিশ গাড়ির মালিকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় অপহরণ বা গাঁজা পাচারের মতো অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের এদিন নিশিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর পরিবার সেখানেই অভিযোগ দায়ের করে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে সকালে পুলিশের কাছে খবর আসে। পুলিশ তদন্তে নেমে মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে পাঁচ দুষ্কৃতীকেই ধরে ফেলে। ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয়েছে।' ঘটনার তদন্ত চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ওই ব্যবসায়ীর একমাত্র জামাই দুবাইয়ে কাজ করেন। সেখানে মোটা টাকা রোজগার করায় শ্বশুরবাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা পালটে গিয়েছে। সেই জামাই কিছুদিন আগে ছাট ছেদারঝাড় গ্রামে এসেছিলেন। তদন্তকারীদের ধারণা, দুষ্কৃতীরা তাই শ্বশুর অথবা জামাইকে অপহরণ করে মোটা টাকা আদায়ের ছক কষেছিল। রাত ২টো নাগাদ ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে শিলিগুড়ি থেকে নিয়ে আসা একটি ছোট গাড়িতে তুলে নিশিগঞ্জের দিকে যেতেই দুষ্কৃতীরা বাড়ির মোবাইল ফোন নম্বর জানতে চায়। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীর তা জানা ছিল না। কার্গিল বাজারে ওই ব্যবসায়ীর এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাড়ির নম্বর সংগ্রহ করে দুষ্কৃতকারীরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেই বিষয়টি জানাজানি হয়। ওই ব্যবসায়ীকে মারধর করা হয় বলে প্রতিবেশী সুদর্শন সরকার জানান।

ওই ব্যবসায়ীর ভাই বলেন, 'ওরা পাঁচ লক্ষ টাকা চায়। কিন্তু নগদে অত টাকা না থাকায় এক লক্ষ টাকা দিয়ে বাকিটা অনলাইনে দেওয়া হবে বলে জানাই।

দুজন দুষ্কৃতী গাড়ি থেকে নেমে টাকার জন্য তাড়া দিতে থাকে। পুলিশ অবশ্য খবর পেয়ে গিয়েছিল।' নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি জিতেশ ঝা'র নেতৃত্বে পুলিশ

গোটা দলটিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তবে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কৌশিক মজুমদার ও দিব্যেন্দু মিত্র নামে দুই পুলিশ অফিসার আহত হন।

অপহরণ কাণ্ডে ধৃতদের নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রবিবার নিশিগঞ্জে।

নিশিগঞ্জে হইচই

- শনিবার গভীর রাতে চান্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট ছেদারঝাড় গ্রাম থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অপহরণ
- টাকা দিয়ে ব্যবসায়ীকে ছাড়াতে পরিবারের সদস্যরা নিশিগঞ্জে আসেন
- ওই ব্যবসায়ী যাতে কোনও চিৎকার না করেন সেজন্য তাঁকে মারধর করা হয়
- নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ দুষ্কৃতীদের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে গ্যাংটিকে হাতেনাতে ধরে

মোজামুজি

নতুন বছরে রাজ্যে কি নতুন দল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

আর দুটো রাত পোহালেই একটা নতুন বছর। নতুন বছরে নতুন কী ঘটবে- এ নিয়ে একটা কৌতূহল সবার মনেই থেকে যায়। আর এই কৌতূহল মেটাতে বিদায় নিতে বসা বছরের শেষ লগ্নে জ্যোতিষীদের হরেক কিসিমের ভবিষ্যদ্বাণী।

নতুন বছরে রাজনীতি কোন খাতে বইবে সে নিয়ে জল্পনার মাঝে আর একটি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তথ্যাভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহল বলছে, এই নতুন বছরে এই রাজ্যে একটি নতুন দলের আবির্ভাব ঘটতে পারে। কার বা কাদের নেতৃত্বে এই নতুন দল গড়ে উঠবে, কোন দল ভেঙে কোন নতুন দলের জন্ম হবে-- সে নিয়ে নানাজনে যেমন নানারকম হিসাবনিকাশ করছেন, তেমনই এই মুহূর্তের কয়েকজন বহুল আলোচিত নেতার নামও আলোচনায় উঠে আসছে।

প্রথমেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথাই ধরুন। তাঁকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই নানাবিধ গুঞ্জন রয়েছে। যেসব গুঞ্জন শুভেন্দুকে কেন্দ্র করে বাজারে ঘুরছে তার সবটাই যে নিছক গুঞ্জন তা নয়। এই গুঞ্জনের পিছনে কিছু সত্যতাও রয়েছে, তথ্যাভিজ্ঞ মহল সেরকমই বলছে।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু বিজেপির দিল্লি নেতৃত্বের মনে অনেক আশা-উদ্দীপনা জাগিয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপি নেতৃত্ব ভেবেছিল, শুভেন্দুকে সামনে রেখেই মমতা এবং তৃণমূলকে পেড়ে ফেলা যাবে। শুভেন্দু নিজেও এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে, তৃণমূলকে ফেলে দেওয়ার পক্ষে তিনি একাই একশো।

তবে রাজ্য বিজেপিতে শুভেন্দুর পথ চলা প্রথম থেকেই যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল এমন নয়। এতাবৎকাল পর্যন্ত বিজেপির সবথেকে সফল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং দলের পুরোনো নেতারা শুভেন্দুর আগমনকে ভালোভাবে নেননি। শুভেন্দুকে নিয়ে দিল্লির নেতাদের মাতামাতিও তাঁরা ভালোভাবে নেননি।

শুভেন্দু বিজেপি নেতৃত্বকে কিন্তু হতাশই করেছেন। যতটা গর্জেছেন তিনি ততটা বর্ষণের ক্ষমতা যে তাঁর নেই, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর তা বুঝতে আর বিলম্ব হয়নি বিজেপি নেতাদের। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর দলের ভিতরেই শুভেন্দুর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। দিলীপ ঘোষ সম্প্রদায় কোমর বেঁধে শুভেন্দু হটাও অভিযানে নেমে পড়েছে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে, খোদ মোদি-শা'ও এখন শুভেন্দুকে আর সেই গুরুত্ব দিতে নারাজ। পুরোনোতেই তাঁরা আস্থা রাখতে চান।

শুভেন্দুর সামনে এখন তৃণমূলকে মোকাবিলা করার থেকেও বেশি জরুরি নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বটি রক্ষা করা। ২০২৬-এর নির্বাচনে বিজেপি যদি আর একবার পর্যুদস্ত হয় মমতার কাছে, তাহলে বিজেপি অপেক্ষা শুভেন্দুর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বেশি সংকটের মুখে পড়বে।

এরপর দশের পাতায়

দিনহাটা পুরসভায় সিআইডি তদন্তের দাবি

দুর্নীতি ইস্যুতে ঘাসফুলে তোলপাড়

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : দিনহাটা পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে। এই ইস্যুতে কাউন্সিলাররা কার্যত দুই ভাগ হয়ে গিয়েছেন। কাউন্সিলারদের একটা দল বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যানকে চাপে রাখতে চাইছে। দলের নির্দেশে তাঁরা এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে না চাইলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাউন্সিলারদের একাংশের মতে দুর্নীতি রুখতে সমস্ত দায় স্বীকার করে চেয়ারম্যানকে সরে যেতে হবে। কাউন্সিলারদের আরেক দল অবশ্য চেয়ারম্যানের অপসারণ চাইছে না। তাঁরা গোটা বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ চাইছেন। আর তারই মধ্যে রবিবার পুরসভার প্রবীণ কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার সিআইডি তদন্তের দাবি করলেন। এদিন তাঁর দাবিকে ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে দলের ভিতরেই।

পার্থনাথের কথায়, 'এই দুর্নীতির শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সঙ্গে অনেকেই জড়িয়ে রয়েছেন। তাই সঠিক তদন্তের জন্য সিআইডি তদন্তের প্রয়োজন। সোমবারের বোর্ড মিটিংয়ে এবিষয়ে প্রস্তাব রাখব। বাকি কাউন্সিলাররা সম্মতি দিলে ভালো, নয়তো আমি একাই কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের দাবি জানাব।' তবে জেলা নেতৃত্ব অবশ্য পুরো বিষয়ে নজরদারি নিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহের ওপরই আস্থা রাখছে। এদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে পুরসভার দুর্নীতি প্রসঙ্গে এবং কাউন্সিলারদের আড়াআড়ি ভাগ হওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'সেখানে মন্ত্রী রয়েছেন, তিনি নিশ্চয় বিষয়টির ওপর নজর রেখেছেন।' এবং এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি জেলা শাসকের পক্ষ থেকে আলাদা করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে অভিজিৎ মনে করছেন।

এদিন পুরসভা বন্ধ থাকায় নতুন কোনও অভিযোগ না এলেও গত কয়েকদিনে পৃথক পৃথক অভিযোগের জেরে ক্রমে দলের অন্দরে কোণঠাসা হতে শুরু করেছেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কাউন্সিলার বলেন, 'শনিবার এক নেতার বাড়িতে কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভা হয়। এবং সেখানে দলেরই এক নেতা গৌরীশংকরকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তবে তা নিয়ে আলোচনা সভাতেই আপত্তি জানান বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার। তাঁদের দাবি ছিল, রাজ্য নেতৃত্ব যেহেতু গৌরীশংকরকে চেয়ারম্যান করেছে তাই অপসারণ যদি করতেই হয় তাহলে রাজ্য নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবে।' আর স্বাভাবিকভাবেই সোমবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে যে এর প্রভাব পড়তে চলেছে তার আশঙ্কা করছেন কাউন্সিলারদের অনেকেই।

তবে, এসব নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি গৌরীশংকর। তাঁর কথায়, 'আমি কখনোই দলের বাইরে নই। দল যদি চায় রাখবে তাহলে থাকব, যদি চায় অপসারণ করবে তাহলে তাই হবে। তবে যে জালিয়াতি কাণ্ডের ঘটনা হয়েছে তা পুরোটাই পুরসভার বাইরের ঘটনা। আমরা অভিযোগ পাওয়ামাত্রই এবিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছি। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আশা করছি আগামী কয়েকদিনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।' যদিও কাউন্সিলার পার্থনাথের বক্তব্য, 'আমরা চাই রাজ্য নেতৃত্ব এবিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাক। পাশাপাশি, আগামীতে পুরসভা যাতে ঠিকমতো চলে তার জন্য সোমবার হতে চলা বোর্ড মিটিং-এ বেশ কিছু বদলের প্রস্তাব আনতে চাইব সকলে মিলে।' সোমবারের বোর্ড মিটিংকে কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতি যে ফের সরগরম হতে চলেছে সেবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহল নিশ্চিত।

আজ সভা

- দিনহাটা পুরসভায় দুর্নীতি ইস্যুতে চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবি
- কাউন্সিলারদের আরেক দল গোটা বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ চাইছে
- পুরসভার কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার সিআইডি তদন্তের দাবি জানান
- সোমবার বোর্ড মিটিংকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি সরগরম হওয়ার সম্ভাবনা

দাবায় মগ্ন হাম্পি। নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপে।

দাবাময় ভারত, বিশ্বসেরা হাম্পি

নিউ ইয়র্ক, ২৯ ডিসেম্বর : চৌষট্টি খোপে ভারতের দাপট অব্যাহত। ডোম্মারাজু গুকেশের বিশ্বজয়ের রেশ এখনও কাটেনি। এরইমধ্যে দাবা থেকে দেশের ঝুলিতে এল আরও একটি শিরোপা। ফিডে'র বিশ্ব র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জিতে নজির গড়লেন কোনেরু হাম্পি। ১১ রাউন্ডের লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়ার আইরিন সুকান্দারকে মাত দিলেন ভারতের মহিলা দাবাড়ু।

গত বছর অল্পের জন্য শিরোপা হাতছাড়া হয়। ব্যক্তিগত কারণে এবার দাবা অলিম্পিয়াডে অংশ নেননি হাম্পি। বিশ্ব র‍্যাপিডে প্রত্যাবর্তন করলেন দুর্দান্তভাবে। এবার আর কোনও ভুল করলেন না। প্রতিযোগিতায় দশম রাউন্ডের পর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ৭ জন। প্রত্যেকের ঝুলিতেই ছিল ৭.৫ পয়েন্ট। শেষ রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেললেও নিরাশ করেননি হাম্পি। বাকি ম্যাচগুলি ড্র হওয়ায় ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জিতে নিলেন ৩৭ বছরের ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নজিরও গড়লেন হাম্পি। বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা দাবাড়ু হিসাবে একাধিকবার বিশ্ব র‍্যাপিডে খেতাব জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ২০১৯ সালে জর্জিয়ায় প্রথমবার যুগ্মভাবে র‍্যাপিডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি।

এতদিন বাইরে থাকার পর ফিরেই এই সাফল্য নিজের কাছেও অপ্রত্যাশিত, শিরোপা জিতে বলছেন হাম্পি। তিনি জানান, 'এটা আমার কাছেও একটা চমক। তবে পরিবারের সমর্থন না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব হত না। ৩৭-এ বিশ্বসেরা হওয়া সহজ কথা নয়। এই সময় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন। সেটা পেরেছি বলেই জিততে পেরেছি। আমি আনন্দিত।' হাম্পিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ফিডে র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়ের শুভেচ্ছা। তোমার দৃঢ়তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। এই সাফল্য ঐতিহাসিক।'

> পরিবারের সমর্থন না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব হত না। ৩৭-এ বিশ্বসেরা হওয়া সহজ কথা নয়। এই সময় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন। সেটা পেরেছি বলেই জিততে পেরেছি।
>
> কোনেরু হাম্পি

গুকেশের পর মিলল নতুন চ্যাম্পিয়ন

সরকারি কাজে ফাঁকি ধরে ফেলবে অ্যাপ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : সরকারি কর্মী-আধিকারিকদের কাজে ফাঁকি রুখতে ও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তা পরিদর্শনে সরকার ফিল্ড ইনস্পেকশন অ্যাপ তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই নতুন অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এতে জিও ট্যাগ লাগানো রয়েছে। ফলে ফিল্ডে না গিয়ে এই অ্যাপ চালু করলে তা সহজেই ধরা পড়ে যাবে। কোচবিহার জেলায় ইতিমধ্যেই এই অ্যাপ চালু হয়েছে। জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকার ফিল্ড ইনস্পেকশন অ্যাপ তৈরি করেছে। এতে জিও ট্যাগ লাগানো রয়েছে। এর ফলে সরকারি প্রকল্পের কাজকর্মগুলি দেখতে সমস্ত আধিকারিককে ফিল্ড ভিজিট করতে হবে।'

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নানা জায়গায় রাস্তাঘাট তৈরি, কালভার্ট তৈরির মতো কাজে নানা ক্ষোভ রয়েছে। এছাড়াও মিড-ডে মিল ব্যবস্থা, আইসিডিএসের ঘর তৈরির কাজ, আইসিডিএস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ, পালটা অভিযোগ লেগেই রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পগুলি তৈরি করা হয়েছে তা যেন মার খেতে বসেছে। সরকারি এক আধিকারিকের কথায়, 'জেলায় সরকারি প্রকল্পের যে কাজগুলি হচ্ছে, সঠিক নজরদারির অভাবে তার অধিকাংশই নিম্নমানের হচ্ছে। কারণ, যে আধিকারিকদের এই কাজগুলি দেখার দায়িত্ব তাঁরা হয়তো সেখানে না গিয়ে বা সেই কাজ না দেখেই সরকারকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অপরদিকে, নীচুতলায় সেটিং হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলির অধিকাংশই কারও নজরে আসছে না বা কোনও অভিযোগ হচ্ছে না। এর ফলে সরকারি কাজকর্ম মার খাচ্ছে। এই সমস্ত দুর্নীতি ও আধিকারিকদের ফাঁকি রুখতে সরকার নতুন অ্যাপ তৈরি করেছে। কোচবিহার জেলায় ইতিমধ্যেই তা চালু হয়ে গিয়েছে।'

খোদ রাজ্যের মুখ্যসচিব এই অ্যাপটি মনিটর করবেন। কোনও আধিকারিক যদি মনে করেন, ফিল্ডে না গিয়ে ঘরে বসে তিনি কাজের রিপোর্ট পাঠাবেন বা কাজে ফাঁকি মারবেন, অ্যাপটিতে জিও-ট্যাগিং থাকায় তিনি তা করতে পারবেন না। নতুন এই অ্যাপে আধিকারিকদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে লোকেশন অন করে তারপর এই অ্যাপের মাধ্যমে যাবতীয় কাজকর্ম করতে হবে। সেই সময় সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি কী করছেন সবকিছুর ওপর প্রশাসনিক আধিকারিকরা লক্ষ্য রাখতে পারবেন। এই অ্যাপ ব্যবহারের ফলে সরকারি কাজকর্মে অনেকটাই গতি বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

কালা পানি গ্রামে চলছে সরকারি প্রকল্পের কাজ। এমন কাজে আর ফাঁকিবাজি বরদাস্ত নয়।

রাজ্যজুড়ে ছাত্র সপ্তাহ জানুয়ারিতে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ ডিসেম্বর : নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সপ্তাহ পালিত হবে। ওই সপ্তাহজুড়ে প্রতিদিন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। ছাত্র সপ্তাহে প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বৃক্ষরোপণ, পোস্টার অঙ্কন, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রকৃতি পাঠ, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'জেলার স্কুলগুলিকে ওই সপ্তাহে কী কী করতে হবে তা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

১ জানুয়ারি থেকে নয়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর হচ্ছে। ১ জানুয়ারি সরকারি প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকায় ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পালিত হবে ছাত্র সপ্তাহ। ওই ছাত্র সপ্তাহে কী কী করতে হবে তার ওপর স্কুলগুলিকে একটি গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। ২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বছরের শুভেচ্ছা কার্ড পড়ুয়াদের হাতে পৌঁছাবে। সেইসঙ্গে ওইদিন পড়ুয়ারা নতুন ক্লাসের বই ও খাতা হাতে পাবে। নতুন শ্রেণিতে পা রাখার সার্টিফিকেট ও মার্কশিটও ওই দিনেই পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা গাইডলাইনে বলা হয়েছে। সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনির আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র সপ্তাহ উদযাপনের জন্য জেলা স্তরে একটি করে কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচিতে নজর রাখবে। ওই সপ্তাহে জেলা স্তরে একটি প্রভাতফেরি হবে। পাশাপাশি, কয়েকটি স্কুলকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজনের কথাও বলা রয়েছে ওই গাইডলাইনে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল শিক্ষা দপ্তর যেসব নতুন প্রকল্প নিয়েছে সেগুলি নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করা হবে। গাইডলাইন মোতাবেক ২ জানুয়ারি শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে একটি আলোচনা সভা (পিটিএম) আয়োজন করতে হবে। ছাত্র সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে গণিত ও গল্প বলার মতো প্রতিযোগিতা, পড়ুয়াদেরে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়াদের সঙ্গে এলাকায় খ্যাতনামা কোনও ব্যক্তির মতবিনিময়ের আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। ওই কর্মসূচির নাম মিট দ্য আইকন। ছাত্র সপ্তাহে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বামী বিবেকানন্দ মেধাবৃত্তি সহ অন্যান্য বৃত্তি, স্বাস্থ্য শিবির ও জীবনশৈলীর ওপর শিবির আয়োজনের নির্দেশ রয়েছে। কন্যাশ্রী পোর্টালে ছাত্রীদের নামের রেজিস্ট্রেশন, আপডেট ও পুনর্নবীকরণের কাজটিও ছাত্র সপ্তাহেই সেরে ফেলার নির্দেশ রয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রাজ্য সরকারের যে সকল প্রকল্প রয়েছে সেগুলি নিয়ে সেমিনার, সচেতনতা শিবির, কেরিয়ার কাউন্সেলিং আয়োজন প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত নির্দেশ রয়েছে।

নানা কর্মসূচি

- ২ জানুয়ারি থেকে ছাত্র সপ্তাহ পালন শুরু
- ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য নানা কর্মসূচি
- করণীয় বিষয়ের ওপর সরকারি গাইডলাইন
- স্কুল স্তরে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পোস্টার অঙ্কন প্রভৃতি হবে
- কলেজ স্তরে থাকছে কেরিয়ার কাউন্সেলিং

মূর্তির সৌন্দর্যকে রংতুলির মাধ্যমে ক্যানভাসে তুলে ধরল খুদেরা। চালসায় মূর্তি নদীর ধারে। রবিবার।

জলদাপাড়ায় হাতি তাড়াতে ভরসা 'দেবতা'

বনকর্মীদের মহাকালপুজো

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৯ ডিসেম্বর : জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া একাধিক গ্রামে ধুমধাম করে মহাকালপুজো হয়। রবিবার জলদাপাড়ার টিইসি বিটে ৭০০ বনকর্মী মহাকাল দেবতার পুজো দেন। হাজারের বেশি মানুষকে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষ হাতিকে 'মহাকাল দেবতা' হিসেবে মানেন। কিন্তু হাতি তাড়ানোর ক্ষেত্রে বনকর্মীদের অনেক সময় 'মহাকাল দেবতার' প্রতি ভরসা রাখতে হয়। চার বছর আগে হাতি তাড়াতে গিয়ে বনকর্মী পুণ্যদেব রায় গুরুতর জখম হন। বুনো হাতির আক্রমণে তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে যায়। সেই যাত্রায় অবশ্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তাই তিনি প্রথম জলদাপাড়ার টিইসি বিটে মহাকালপুজো শুরু করেন। পুণ্যদেব জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের টিইসি (তোর্ষা ইস্ট কর্নার) বিটে কর্মরত। সেই পুজো এখন গোটা জলদাপাড়ার বনকর্মীদের পুজো। টিইসি বিটের বিট অফিসার দেবর্ষি রায়ের কথায়, 'বনকর্মীদের নিয়ে আমার পরিবার। এদিনের পুজোয় আমাদের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে। আশপাশের গ্রামের মানুষও পুজোয় এসেছিলেন।'

এদিন সকাল থেকে টিইসি বিট চত্বরে মহাকালপুজোকে ঘিরে বনকর্মীদের ভিড় বাড়তে থাকে। সাত ফুটের মহাকাল দেবতার প্রতিমা আনা হয়। শালকুমারহাটের পুরোহিত বিষ্ণু চক্রবর্তী পুজো করেন। পুণ্যদেব আবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি ফেডারেশনের অরণ্য শাখার জলদাপাড়া ডিভিশনের সভাপতি। পুণ্যদেব বলেন, 'গ্রামে গ্রামে মহাকালপুজো হয়। তবে এদিনের পুজো বনকর্মীদের সুরক্ষার জন্য। মহাকাল দেবতার দয়ায় দ্বিতীয় জীবন ফিরে পেয়েছি। এর আগে বনকর্মীদের অনেকে হাতির আক্রমণে মারা যান। তাই এই পুজোয় এখন গোটা জলদাপাড়ার ৭০০ বনকর্মী যুক্ত।'

বনকর্মীদের মহাকালপুজো। রবিবার শালকুমারহাটের টিইসি বিটে।

২০২০ সালের ঘটনা। শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়া গ্রামে এক রাতে দাঁতালের তাণ্ডব শুরু হয়। সেই হাতি তাড়াতে বনকর্মীরা যান। হাতির পালটা তাড়ায় বাকি বনকর্মীরা পালাতে সক্ষম হলেও পুণ্যদেব পারেননি। তিনি হাতির সামনে পড়ে যান। তারপর প্রায় এক বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। পুণ্যদেব শুধু একা নন। মাঝেমধ্যে গ্রামে হাতি ঢুকে পড়ে। সেই হাতি তাড়াতে গিয়ে বনকর্মীদের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কারণ হাতি তাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত বন্দুক বা অস্ত্রশস্ত্র নেই। লাঠি হাতে সাধারণ বনকর্মীদের ডিউটি করতে হয়। তাই এভাবে যাতে হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা মেলে এবং গ্রামের মানুষ যাতে সুরক্ষিত থাকেন সেই ভাবনায় ২০২১ সালে টিইসি বিটে পুণ্যদেব মহাকালপুজোর আয়োজন করেন।

আরেক বনকর্মী কার্তিক মোদকের বক্তব্য, 'নিজেদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের জীবন যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেই প্রার্থনা এদিন মহাকাল দেবতার কাছে করেছি।' বনকর্মীদের এই পুজোয় বন দপ্তর সহায়তা করছে। বিট সংলগ্ন এলাকাবাসী হরেন্দ্রনাথ রায় জানান, ঘরবাড়ি, জীবন ও জমির ফসল যাতে সুরক্ষিত থাকে এই প্রার্থনায় আমাদের গ্রামেও মহাকালপুজো হয়। বনকর্মীরা আমাদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। তাই তাঁরা যাতে সুরক্ষিত থাকেন সেই প্রার্থনা জানাতে এদিনের পুজোয় আসি।' একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা অমলেন্দু বর্মনের।

খুদেদের রংতুলিতে মূর্তির সৌন্দর্য

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৯ ডিসেম্বর : শীতের রবিবারে ছুটির দুপুরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছাকাছি বসে রংতুলির ক্যানভাসে মাতল খুদেরা। শীতের ক্ষীণ জলের স্রোতেও মূর্তি নদীর রূপ অপার। সেই মূর্তি নদীর ধারে বসেই ছবি আঁকল বাতাবাড়ি বসুশ্রী আর্ট অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। রংতুলির টানে ফুটে উঠল পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী আর ওপারের গরুমারা। ডুয়ার্সের অন্যতম মনোরম প্রাকৃতিক স্থান মেটেলি ব্লকের পর্যটনকেন্দ্র এই মূর্তি নদী এলাকা। তার পাশেই রয়েছে জঙ্গল। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটকদেরও।

> নিজের চোখে দেখে খুদে শিল্পীরা কীভাবে মূর্তির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে রংতুলির মাধ্যমে তুলে ধরে সেটা দেখার জন্যই এই উদ্যোগ।
>
> **পপি সরকার বোস** কর্ণধার

শীতের রোদ গায়ে মেখে সেই সৌন্দর্যই পড়ুয়াদের হাত ধরে ফুটে উঠল ছবি হয়ে। নদীর পার বরাবর বসে ছবি এঁকেছে তারা। খুদে পড়ুয়াদের ছবিতে মূর্তির সৌন্দর্য যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এদিন তমালী রায়, আনুখী শর্মা, যিশু বিশ্বাস, সূর্য দাসরা মূর্তির সৌন্দর্যের ছবি আঁকতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি। ওই আর্ট অ্যাকাডেমির কর্ণধার পপি সরকার বোস বলেন, 'নিজের চোখে দেখে খুদে শিল্পীরা কীভাবে মূর্তির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে রংতুলির মাধ্যমে তুলে ধরে সেটা দেখার জন্যই এই উদ্যোগ। এত সুন্দর করে তারা যে মূর্তির সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে পারবে তা ভাবিনি।' এদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে মূর্তিতে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশপ্রেমী সাবুল হক। তিনি বলেন, 'এভাবেই রংতুলির ক্যানভাসে ছবির মাধ্যমে মূর্তির সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ুক চারিদিকে।'

কাজের বিবরণের কমিটি

নাগরাকাটা, ২৯ ডিসেম্বর : মেডিকেল টেকনেলজিস্টদের কাজের বিবরণ বা জব ড্রেসক্রিপশন তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। শীর্ষ স্বাস্থ্য প্রশাসক ও বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসদের নিয়ে গঠিত ১৫ সদস্যের ওই কমিটির বৈঠক আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডেপুটি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস (অ্যাডমিন)-কে। বিষয়টিকে স্বাগত জানাচ্ছেন মেডিকেল টেকনলজিস্টরা।

বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত ওই স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি সংগঠন অল বেঙ্গল প্যারামেডিক অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, জব ড্রেসক্রিপশন তৈরি করে দেওয়ার বিষয়টি তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। পাশাপাশি হাসপাতালগুলির প্রতিটি বিভাগের কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি, সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ ও গ্রুপ-ডি পদে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োগ করার দাবিও তাঁদের রয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সমস্ত দিক বজায় রেখে ও কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি খতিয়ে দেখে কাজের বিবরণ ঠিক করা হোক। ডাক্তার ও নার্সদের মতো মেডিকেল টেকনলজিস্টদেরও অবসরের বয়স বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।'

রাজ্য স্কুল হকি দলে উত্তরের সাগ্নিক

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে ৬৮তম ন্যাশনাল হকি স্কুল গেমসের আসর বসতে চলেছে। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে সেই প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতাতেই বাংলা অনূর্ধ্ব-১৪ বালক হকি দলে প্রতিনিধিত্ব করবে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সন্নিক দাস। তার বাবা পেশায় টোটোচালক। ছেলের এই সাফল্যে তিনি বেজায় খুশি।

সন্নিক লতাপাতার কুশিয়ারবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি পর থেকেই ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাসের কাছে রোজ অনুশীলন করতে থাকে। সহদেবের মতে, 'সন্নিকের কঠিন পরিশ্রম ও অনুশীলনই তার কাছে এত বড় সুযোগ এনে দিয়েছে'। তিনি আরও জানালেন, রবিবার বাড়ি থেকে সন্নিক কলকাতায় উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। সোমবার কলকাতা থেকে রাজ্য দলের সঙ্গে পরবর্তী যাত্রা শুরু করবে। সন্নিকের পরিজনরা চাইছেন সন্নিক ভোপালে সফল হোক।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য 20 জন গার্ড চাই। কোনও ডোনেশন লাগবে না। বেতন 11,500/- + (PF, ESI)। M : 8293719888. (C/113994)

●

Walk in interview for A.T. in Bengali (Lien Leave) (UR). Qualification M.A., Bengali, B. Ed., Date and Time of Interview 4-1-25/11-30 A.M. at Falakata High School (H.S.) Bring all original testimonials with one photograph and valid identity proof. (U/D)

●

Required Computer Teachers for Badaitari Uziria High Madrasha, Chhoto Salkumar & Hamiltonganj High School. Graduate candidates with Computer Diploma walk in an Interview on 04/01/2025 (Saturday) 12:00 noon. M : 91263-36407. (C/113995)

অ্যাফিডেভিট

আলিপুরদুয়ার JM কোর্টে 27.12.2024 অ্যাফিডেভিট বলে আমি লক্ষ্মী সাহা ও লক্ষ্মী রায় একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। স্বামী - বাপ্পা সাহা, ওয়ার্ড নং ৯, ফালাকাটা। (S/M)

●

I Rinji Lhamu Bhutia hereby rectify the spelling of name inserted in my Driving Licence as 'Ranji Lhabu Bhutia' which is required to be correction as 'Rinji Lhamu Bhutia' vide Driving Licence No- WB73-20100294385 Dt. of issue 09-11-2010, by ARTO Transport Department Siliguri as per affidavit sworn before the Ld. J.M 1st class 4th Court Siliguri Sl. No. 5331 Dt. 16.12.2024. - Sd/- Rinji Lhamu Bhutia. (C/114270)

●

আমি Minakshi Ghosh, স্বামী Debananda Ghosh, আলিপুরদুয়ার, শান্তিনগর, নিবাসী, আমার ভোটার কার্ডে পদবি অন্য থাকায় গত 27-12-24 তারিখে APD. Notary Public কোর্টে Minakshi Ghosh ও Minakshi Ghosh (Gope) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

আজ টিভিতে

ওয়ান ডে ইন ওয়াইল্ড জাম্বিয়া বিকেল ৪.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মস্তান, দুপুর ১.০০ নাগপঞ্চমী, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.৩০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.৩০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ একাই একশো, দুপুর ২.৪৮ চিতা, বিকেল ৫.১৯ পিতা মাতা সন্তান, রাত ৯.৩৪ মঙ্গলদীপ, ১২.২৮ তরুলতার ভূত

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৪০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.২৫ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৪০ শাপমোচন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অসাধারণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৫ ধমাল, বিকেল ৩.২৫ চেজিং, ৫.২৭ হিরো-দ্য বুলেট, সন্ধে ৭.৫৫ স্যামি-টু, রাত ১০.৪৮ বিজনেসম্যান-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৩ ভোলা, দুপুর ১.৫৮ বাদল, বিকেল ৪.২৩ হ্যাপি নিউ ইয়ার, রাত ৮.০০ দ্য রিয়াল টেভর, ১০.৪৯ রোবট

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৪১ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৩.০২ কালি কিতাব, ৫.২৪ পিচাইকরণ, সন্ধে ৭.৫৮ ভগবন্ত কেশারি, রাত ১০.১০ এসিপি শিবা

মুভিজ নাও : দুপুর ১.৩০ গডস অফ ইজিপ্ট, বিকেল ৩.৩৪ দ্য লাস্ট স্ট্যান্ড, ৫.১৮ অ্যাসাসিন'স ক্রিড, সন্ধে ৭.৫৮ কুং ফু হাসল, রাত ৮.৪৫ লোগান, ১০.৫৭ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর

সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.১৭ ইট, ২.২২ ভেনম-লেট দেয়ার বি কার্নেজ, বিকেল ৩.৫৯ মর্টাল কমব্যাট, ৫.৩৮ 21 ব্রিজেস, সন্ধে ৭.১৯ লন্ডন হ্যাজ ফলেন, রাত ৯.০০ স্যান অ্যানড্রিয়াজ, ১১.০১ দ্য মেকানিক

শাপমোচন রাত ১০.৪০
জলসা মুভিজ

হ্যাপি নিউ ইয়ার
বিকেল ৪.২৩ অ্যান্ড পিকচার্স

এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর
রাত ১০.৫৭ মুভিজ নাও

তরুলতার ভূত
রাত ১২.২৮
জি বাংলা
সিনেমা

ঝালমুড়ি বিক্রেতার শীতবস্ত্র বিলি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৯ ডিসেম্বর : অন্যদিনের মতো রবিবারেও সেখানে থিকথিক করছে মানুষের ভিড়ে। কেউ শিশু কোলে, কেউ হাতে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও সেই ভিড় থেকে হাঁক আসছে না 'গোপালদা আমারটা একটু বেশি ঝাল দিয়ে' কিংবা 'আমারটাতে একটু বেশি মশলা দিও'। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকার 'সেই ঝালমুড়ি' নামে পরিচিত দোকানের মালিক গোপাল গোস্বামী পরিচিত স্যান্ডো গেঞ্জি এবং হাফ প্যান্ট পরে থাকলেও এদিন যেন একটু বেশি ব্যস্ত। আজ তিনিও এখানে মুড়ি বিক্রি করতে আসেননি। বরং এদিন তাঁর হাত ভর্তি কম্বল, মোজা আর মশারিতে। গোপালের কথায়, 'ছোটবেলা থেকেই বুঝেছি দারিদ্র্য ঠিক কী। জানি শীতে কম্বল বা মোজা না থাকলে কতটা কষ্ট হয়। তাই আমার চেষ্টা থাকে, যতটুকু পারি, সেই কষ্ট দূর করার।'

দুঃস্থদের কম্বল দান করছেন গোপাল গোস্বামী। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বছর ৫৬-এর গোপালের পরিচিতি শুধু ঝালমুড়ি বিক্রেতা হিসেবে নয় বরং তাঁর মানবসেবার জন্যও। প্রায় দুই দশক ধরে তিনি শীতকালে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ করে চলেছেন। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে গোপালের পরিবার। ঝালমুড়ি বিক্রি করে যে আয় হয় তা দিয়েই সংসার চলে। তারপরেও তিনি প্রতিবার শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য আলাদা টাকা জমিয়ে রাখেন। এভাবেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর কাজে। এ বছরও চৌপথি এলাকায় তিনি আয়োজন করেছিলেন শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে প্রায় ৯০ জনকে তিনি কম্বল, মোজা এবং মশারি উপহার দিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। অতিথিরা সকলেই গোপালের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর মানবিক প্রচেষ্টাকে সম্মান জানান।

শীতবস্ত্র বিতরণের সময় গোপালের চোখেমুখে দেখা যাচ্ছিল এক অদ্ভুত তৃপ্তি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মুখের হাসি তাঁর ক্লান্তিকে মুছে দিচ্ছিল। যেমন- এক বৃদ্ধা নিজের পরনের শাড়িটি সারা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন লাইনে। গোপালের দেওয়া কম্বলটি হাতে পেয়ে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। গোপাল বললেন, 'এই হাসিগুলোই আমার আসল পুরস্কার।' গোপালের এই প্রচেষ্টার পেছনে তার পরিবারের সমর্থনও উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানরা তাঁকে সবসময় এই কাজে উৎসাহ দেন বলে তিনি জানান।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
কম খরচে ইংরেজি নববর্ষে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন দিতে হলে আজই যোগাযোগ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই হোয়াটসআপ নম্বরে
শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপনে বিশেষ ছাড়
উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র/অনুমোদিত এজেন্সিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন
বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়
৩১ ডিসেম্বর বেলা ২টা পর্যন্ত

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীরের দিকে নজর রাখুন। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। **বৃষ :** বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন আজ বাস্তব হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মিথুন :** কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। কর্মসূত্রে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। ছেলের পরীক্ষায় সাফল্যে পরিবারে আনন্দ। **সিংহ :** পেটের রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে স্বস্তি। **কন্যা :** নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। **তুলা :** মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **ধনু :** ফেলে রাখা কাজ আজ আবার শুরু করুন, সাফল্য আসবে। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। **কুম্ভ :** নতুন অফিসে যোগদানের সুযোগ। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **মীন :** মাথা ঠান্ডা রেখে সব কাজ সারুন। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ পৌষ, ১৪৩০, ভাঃ ৯ পৌষ, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৪ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ বদি, ২৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৮। সোমবার, অমাবস্যা শেষরাত্রি ৪।১০। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১২।৪৬। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৯।৪৫। চতুষ্পাদকরণ দিবা ৩।৫৯ গতে নাগকরণ শেষরাত্রি ৪।১০ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।৪৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-ঈশানে, শেষরাত্রি ৪।১০ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।২ মধ্যে ও ২।১৯ গতে ৩।৩৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।০ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৪ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১২। ৪৬ গতে যাত্রা মধ্যম, শেষরাত্রি ৪।১০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। বকুল অমাবস্যাল (উৎকল)। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। শেষরাত্রি ৪।১০ মধ্যে অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। শেষরাত্রি ৪।১০ গতে মুখ্যচান্দ্র পৌষ শুক্লপক্ষ হিন্দি পৌষ সুদি আরম্ভ। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে মৃত্যু

কাশিয়াবাড়ি হল্ট স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নেই বলে বিপত্তি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : হল্ট স্টেশন আছে। সেখানে ট্রেনও দাঁড়ায়। যাত্রীরা ওঠানামা করেন। কিন্তু নেই প্ল্যাটফর্ম সহ শেড। মাটি থেকে অনেক কসরত করে ট্রেনে চাপতে হয়। অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা বেশি আতঙ্কের। জন্মলগ্ন থেকে এমনই দশা কাশিয়াবাড়ি হল্ট স্টেশনের। আর প্রাণ দিয়ে তারই মাশুল দিতে হল এক প্রৌঢ়াকে।

রবিবার বিকেলে হলদিবাড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে স্টেশনে নামার সময় কোনওভাবে ট্রেনের চাকার নীচে চলে যান ওই প্রৌঢ়া। ট্রেনের চাকায় তাঁর মাথাটি দ্বিখণ্ডিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর সেখানে প্রৌঢ়ার দেহ ঘিরে মানুষ ভিড় জমান। মৃতার নাম সুধারানি রায় (৫৭)। বাড়ি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনবন্দর এলাকায়।

মৃতার পরিবার জানিয়েছে, এদিন বিকেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মণ্ডলঘাটের মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন সুধারানি। ট্রেনটির যাত্রীদের দাবি, কাশিয়াবাড়ি স্টেশন পৌঁছালেও প্রৌঢ়া তা বুঝতে পারেননি। বিষয়টি উপলব্ধি করার পর ট্রেন থেকে নামতে গেলে ততক্ষণে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে। প্রায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে।

কাশিয়াবাড়ি স্টেশন চত্বরে মৃত প্রৌঢ়ার দেহ ঘিরে ভিড়। রবিবার।

কাশিয়াবাড়ি স্টেশন এলাকার বাসিন্দা সুশীলচন্দ্র রায় জানান, ১৯৮৬ সালের ১ নভেম্বর কাশিয়াবাড়ি হল্ট স্টেশন চালু হয়। এক্সপ্রেস ট্রেন ব্যতীত সকল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পরিষেবা পান এলাকার মানুষ। অভিযোগ, রেলস্টেশনটি তৈরির পর থেকে অবহেলায় পড়ে রয়েছে সেটি। আজও যাত্রীদের জন্য প্ল্যাটফর্ম, শৌচাগার গড়ে ওঠেনি। স্টেশনের উন্নতিকল্পে একটিও টাকা খরচ করেনি রেল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দা পবিত্র রায়, বিকাশ রায়, বিধানচন্দ্র রায়দের বক্তব্য, স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থাকলে হয়তো এমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটত না। দুর্ঘটনার পর হলদিবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন কাশিয়াবাড়ি হল্ট স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম, শৌচাগার ও শেড তৈরির পাশাপাশি অন্যান্য পরিষেবার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন এলাকার মানুষ।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রৌঢ়ার মেয়ে। দেহ আগলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

গোবরে পিছলে বাইক পুকুরে

নয়ারহাট, ২৯ ডিসেম্বর : পাকা রাস্তার ওপর রাখা গোবরের স্তূপে বাইক পিছলে পুকুরে পড়ে দুই তরুণ জখম হলেন। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজারের কাছে বড়ভিটা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জখম দেবব্রত দেব সিংহ ও নিক্কু বর্মনের বাড়ি বড়ভিটাতেই। তাঁরা একটি বাইকে করে বাড়ি থেকে নয়ারহাট বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কৃষিকাজের জন্য রাস্তায় শুকোতে দেওয়া গোবরের স্তূপে বাইক পিছলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যান তাঁরা। বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নয়ারহাট বাজারে এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশ। এই ঘটনার পর পাকা রাস্তার ওপর গোবর শুকোনো বন্ধের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

হাইট বার সংস্কার

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে ধরলা নদীর উপেন বর্মন সেতু দুর্বল ঘোষণা হওয়ার পর পূর্ত দপ্তরের তরফে বেশ কয়েক বছর আগে হাইট বার লাগানো হয়। অভিযোগ, একশ্রেণির চালক হাইট বারের উচ্চতা অগ্রাহ্য করে যান চালানোয় বারবার ভেঙে পড়ছে হাইট বার। বর্তমানে সেতুটির দু'পাশের হাইট বারই ভেঙে রয়েছে। রবিবার দক্ষিণদিকের হাইট বারটির সংস্কার শুরু করে পূর্ত দপ্তর। দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ কর্মকার বলেন, সেতুটির দু'পাশের হাইট বার লাগানোর পর কতবার যে নিয়ম না মেনে যান চলাচলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের পক্ষে সেতুতে নজরদারি সম্ভব নয়। সেতুটির দু'পাশে মাথাভাঙ্গা পুলিশ এবং শীতলকুচি পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও এমনটা হচ্ছে।

মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেন হালদার বলেন, যে সমস্ত যানবাহন নিয়ম ভেঙে হাইট বারে ধাক্কা মারছে, তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

টোটো-বাইক সংঘর্ষ

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৯ আলোকঝাড়ি এলাকায় টোটো ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন ৩ জন। স্থানীয় সূত্রে খবর, টোটোচালক চৌরঙ্গির দিক থেকে রানিরহাটের দিকে আসছিলেন। অপরদিকে, বাইকে থাকা দুজন রানিরহাটের দিক থেকে আসার সময় টোটোতে ধাক্কা মারলে বাইক সহ টোটোটি রাস্তায় উলটে যায়। দুর্ঘটনায় টোটোচালক ও বাইকে থাকা দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। তাঁদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘাতক বাইক ও টোটোটি উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ রানিরহাট ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তবে দুর্ঘটনার পর অনেকেই ট্রাফিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সিন্দুক উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে বড়ভাঙ্গা সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হল একটি ভাঙা সিন্দুক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ওই সিন্দুকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সেটি চুরি হওয়া কি না বা কোথা থেকে এল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন বড়ভাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় জমিতে কাজ করতে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের নজরে পড়ে সিন্দুকটি। স্থানীদের জটলা দেখে ঘোকসাডাঙ্গার ট্রাফিক ওসি অজিত রায় সেখানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি শোনেন। তিনিই থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে সিন্দুকটি নিজেদের জিম্মায় নেয়।

মায়াবী।। *তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমে ছবিটি তুলেছেন শীতলকুচির বিধান বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নড়বড়ে সাঁকোয় ঝুঁকি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৯ ডিসেম্বর : বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি বাজার লাগোয়া মরা রায়ডাক নদীর উপর ভগ্নপ্রায় একটি সাঁকো দিয়ে কোনওরকমে নদী পারাপার করছেন স্থানীয়রা। প্রায়ই সেখানে দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেকে জখমও হচ্ছেন। তবুও হুঁশ নেই স্থানীয় প্রশাসনের। এলাকাবাসী সেতুর দাবি দীর্ঘকাল ধরে জানিয়ে আসলেও সে দাবি পূরণ হয়নি।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের কাশিয়াবাড়ি ও বারকোদালি গ্রামের মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে মরা রায়ডাক। বারকোদালি গ্রামে অন্তত ৭০০ পরিবারের বসবাস। শুধু বারকোদালি গ্রাম নয়, পড়শি রাজ্য অসমের পোকালাগি গ্রামের বাসিন্দাদের যোগাযোগের ভরসাও এই সাঁকো। এই নদীর ওপর সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি আজও পূরণ না হওয়ায় হতাশ এলাকাবাসী। সাঁকো পেরিয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরেও যাতায়াতের ভরসা এই সাঁকো।

গ্রামের অসুস্থ কাউকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় স্থানীয়দের। এই নদী এড়াতে হলে পাশের গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াই মোড় হয়ে যাতায়াত করতে হয় তাঁদের। তখন দূরত্ব বেড়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার হয়ে যায়।

রায়ডাক নদী পারাপারের ক্ষেত্রে এলাকাবাসী আগে নিজেরাই সাঁকো তৈরি করতেন। পরবর্তীতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ইজারা দেওয়া হয় সেই ঘাট। এখন সেই সাঁকো পারাপার হতে গুনতে হয় টাকা। বছরের অন্যান্য সময় নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার চললেও বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ে। সে সময় পাশের রেলব্রিজ দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলে যাতায়াত।

স্থানীয় বাসিন্দা ভোলা বর্মন বলেন, 'শুখা মরশুমে ঝুঁকি নিয়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াত চললেও বর্ষায় দুর্গতি বাড়ে। বর্ষায় নদীর জলস্তর বেড়ে গেলে এই পথে যাতায়াত বন্ধ থাকে। বছরের পর বছর এমনটা চলতে থাকলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। এখানে সেতু হলে বিরাট সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন।' রাতবিরেতে এলাকার কেউ অসুস্থ হলে সাঁকো পেরিয়ে

বারকোদালি

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সাঁকো এড়িয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দা মৌসুমি খাতুন।

গ্রামবাসীর সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায়। তিনি বলেন, 'নদীর উপর সাঁকো নির্মাণের জন্য ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়কের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি।' তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস জানান, সেতু তৈরির অনুমোদন চেয়ে উপরমহলে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন এলেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আলোচনা সভা

আলিপুরদুয়ার, ২৯ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ারের দমনপুরের বনময়ূরীতে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন অরণ্য শাখার বক্সা বিভাগীয় কমিটির বিশেষ আলোচনা সভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কাজল চৌবে। সভায় সংগঠনের জেলা সম্পাদক স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ডুয়ার্স আমাদের গর্ব এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে সবার এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ডুয়ার্সকে আরও সুন্দর করতে পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।'

পরিবেশ সুরক্ষা, বনাঞ্চলের উন্নয়ন ও স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া, বনাঞ্চলে বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ এবং স্থানীয় পর্যটনের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখার বিষয়ে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চিকিৎসায় হিমসিম

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : দিব্যি হেসেখেলে দিন কাটছিল বছর বারোর পূজা সরকারের। হঠাৎই বিপত্তি। আকাশ ভেঙে পড়ল তাদের সংসারে। ১০ নভেম্বর বাড়িতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় পূজা। পায়ে চোট লেগেছিল। একাধিক চিকিৎসালয়ে শুশ্রূষা চালিয়েও রোগ সারেনি। গত সপ্তাহে পূজার পায়ে ধরা পড়েছে ক্যানসার। কীভাবে মেয়ের চিকিৎসা করাবেন দিনমজুর বাবা? কার কাছে আঁচল পাতবেন পূজার মা? ঘুম নেই কারও চোখে!

কোচবিহার-২ ব্লকের গোপালপুর গ্রামের ছাগলবেড় এলাকার বাসিন্দা বিশ্বম্ভর সরকার ও বাসন্তী সরকার। একচালা টিনের ঘরে দুই মেয়েকে নিয়ে তাঁদের সংসার। ছোট মেয়ে পূজার পায়ে ক্যানসার ধরা পড়ায় বিপাকে তাঁরা। প্রতিবেশীরা সামর্থ্য মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পূজার চিকিৎসার জন্য যে খরচ লাগবে আরও অনেক। পাড়ি দিতে হবে মুম্বই।

এমন পরিস্থিতিতে কাতর পূজার মা। নিজের আঁচল পেতে অর্থ ভিক্ষে করছেন। ছোট্ট মেয়ের কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না। যে করেই হোক মেয়েকে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিতে চান।

বাসন্তী বললেন, 'আমার স্বামী দিনমজুরি করেন। রোজ যা রোজগার হয় তা দিয়ে কোনওরকমে সংসার চলে। ছোট মেয়ে কঠিন রোগে

মা-বাবার সঙ্গে অসুস্থ পূজা সরকার।

আক্রান্ত। ওর কষ্ট সইতে পারছি না। চিকিৎসা করাতে মুম্বই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সবকিছু বেচে না খেয়ে থাকলেও সেই খরচ জোগাড় করতে পারব না। এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।'

গত মাসে নিজের বাড়িতেই হাঁটার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় পূজা। পায়ে গুরুতর চোট লাগে। পূজার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শুরু হয়। বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা চললেও পূজার অসুখ সারেনি। বাধ্য হয়েই কোচবিহারের এক চিকিৎসকের কাছে যান পূজার পরিবার। সেখানেও পূজা সুস্থ হয়নি। স্থানীয়দের সহায়তায় পূজাকে চিকিৎসার জন্য পাটনায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা

ক্যানসার আক্রান্ত খুদে

শুরু হলে পূজার পায়ে ক্যানসার ধরা পড়ে।

চিকিৎসকের কাছে ক্যানসারের কথা শুনে মাথায় বাজ পড়ে বিশ্বম্ভরের। ওই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মেয়ের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে হাত পেতেছেন অসহায় মা-বাবা। স্থানীয়দের একাংশ যথাসাধ্যভাবে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিবেশী রাজদ্বীপ সরকার, বিশ্বনাথ সরকার, নিমাই সরকাররা ছোট মেয়েকে সুস্থ করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজদ্বীপ বলেন, 'আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি। কিন্তু, আরও অনেক সাহায্য প্রয়োজন। কেউ ওই পরিবারে পাশে দাঁড়াতে চাইলে ৭৮১১০৪৯৮৪১ এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন।'

আঙুলের ছাপ না মেলায় হয়রানি

দিব্যাঙ্গ হয়েও ভাতা পাননি দীপক

নয়ারহাট, ২৯ ডিসেম্বর : বছর পঁচিশের দীপক বর্মন আজন্ম শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। প্রয়োজনীয় শংসাপত্রও তাঁর রয়েছে। কিন্তু ভাতা পাননি দীপক। বিশেষভাবে সক্ষম ছেলের ভাতার জন্য তাঁর বাবা অনেক দৌড়ঝাঁপ করলেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। তবু আশা ছাড়তে নারাজ তিনি। ছেলের জন্য তিনি ভাতার দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টিতে প্রশাসনের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছেন। তবে মাথাভাঙ্গা-১'র বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বিষয়টি জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন। একই আশ্বাস দিয়েছেন বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুনীল ঈশোরও।

দীপকের মা নেই। তবে বিমাতা রয়েছেন। বাবা জয়ন্ত বর্মন প্রান্তিক কৃষক। সামান্য জমি আবাদ করে কোনওরকমে তাঁদের দিন চলে। জয়ন্তর বক্তব্য, বিশেষভাবে সক্ষমদের শংসাপত্র, ভোটার কার্ড, জন্ম শংসাপত্র সহ ছেলের যাবতীয় নথি রয়েছে। শুধু আধার কার্ড নেই। নানা মহলে যোগাযোগ করে তিনি

দীপক বর্মন

জানতে পেরেছেন ভাতা পেতে আধার কার্ড থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অনেক যোগাযোগ করেও ছেলের জন্য আধার কার্ড করাতে পারেননি। আঙুলের ছাপ না মেলায় আধার কার্ড পেতে তাঁর ছেলেকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

পাড়ায় সংলাপ

হলদিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : পাড়ায় সংলাপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল হলদিবাড়িতে। রবিবার তৃণমূল যুবর উদ্যোগে হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী, পারমেখলিগঞ্জ ও বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ওই কর্মসূচি চালানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অঙ্কিতা অধিকারী, তৃণমূল যুবর ব্লক সভাপতি প্রশান্তকুমার রায় সহ অন্য নেতৃত্ব। ওই কর্মসূচি চালানোর সময় তৃণমূল যুবর পারমেখলিগঞ্জ অঞ্চল কমিটির নতুন কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

মেখলিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : বর্ণ কালচারাল সোসাইটির প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান রবিবার মেখলিগঞ্জ কথা ও গান ভবনে অনুষ্ঠিত হল। সোসাইটির সম্পাদক সৌগত দত্ত জানান, সকাল থেকে অঙ্কন, সংগীত, নৃত্য, কুইজ, তর্কবিতর্ক, প্রবন্ধ লেখা ও যেমন খুশি সাজোর মতো প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে বর্ণ অন্য সম্মান এবং বর্ণ খেলরত্ন পুরস্কার ২০২৪ দেওয়া হবে।

রক্তদান শিবির

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার শাখার তরফে সাগরদিঘি ব্রাঞ্চে রক্তদান শিবির হল। শিবিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ স্বামী গিরিশাত্মানন্দ। ৭৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

মর্টার শেল উদ্ধার ডাওয়াগুড়িতে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : জোড়া খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ডাওয়াগুড়ির নাম চর্চায় রয়েছে। এবার ফের সংবাদ শিরোনামে উঠে এল এই জায়গার নাম। রবিবার সেখানে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে খানিকটা দূরে নাওতারা নদীর পাশে একটি মর্টার শেল উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াড ও বিএসএফ-কে। বিএসএফ-এর আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'মর্টার শেলটি দেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনে হচ্ছে। তবে সেটি সেখানে কীভাবে এল তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। সেটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর,

ডাওয়াগুড়িতে উদ্ধার মর্টার।

রবিবার নাওতারা নদীর পাশে স্থানীয় এক বাসিন্দা প্রথমে ৫১ এমএম মর্টার শেলটি দেখতে পান। পুলিশ সেটিকে বালির বস্তা দিয়ে সুরক্ষিতভাবে রেখেছে। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরেই বিএসএফ-এর তল্লিগুড়ি ক্যাম্প রয়েছে। পুলিশের তরফে বিএসএফে খবর দেওয়া হলে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। গোটা এলাকা পুলিশের তরফে ঘিরে রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল ঘোষের কথায়, 'আমরা খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। পুলিশ-প্রশাসনের তরফে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করা হলে নিশ্চিন্ত হই।'

এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহার করা মর্টার শেল উদ্ধার নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কীভাবে সেটি এখানে এল তা নিয়েও জোর চর্চা চলছে। ঘটনাস্থলের পাশেই তল্লিগুড়ি বিএসএফ ক্যাম্প রয়েছে। তবে সেখান থেকেই কি মর্টার শেল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে? সে প্রশ্নও উঠছে। জাতীয় সড়ক থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই শেলটি পাওয়া গিয়েছে। রাস্তায় পরিবহণের সময় কোনও কারণে সেটি পড়ে গিয়েছে কি না তা নিয়েও চর্চা চলছে। মর্টার শেলটিতে মাটি বা কাদা দেখা যায়নি। ফলে সেটি দীর্ঘদিন মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। নদীতে জলও নেই। ফলে নদীতে ভেসে আসার সম্ভাবনা দেখছেন না বাসিন্দারা। এই অবস্থায় সকলের একই প্রশ্ন, 'মর্টার শেলটি কোথা থেকে এল?' যদিও পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জমিজটে থমকে নির্মাণ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : জমিজটে থমকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভবনের শেষ মুহূর্তের কাজ। সুনীতি রোডের পাশে কয়েক বছর ধরেই হাসপাতালের নতুন একটি ভবন তৈরির কাজ হচ্ছে। যার পেছনেই রয়েছে লিচুতলা বস্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বস্তির রাস্তার উপর দিয়েই হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। সেটা রূপায়িত হলে তাঁদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেবে।

যদিও হাসপাতালের দাবি, জায়গাটা সরকারের। এই জটিলতায় ভবনের কাজ প্রায় শেষ হলেও ওই অংশটুকুতে এখনও সীমানা প্রাচীর তৈরি সম্ভব হয়নি। এদিকে, কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় নতুন ভবনে পরিষেবা শুরু করা যাচ্ছে না। রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিকের বক্তব্য, 'বাসিন্দাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে। শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে। তারপর সীমানা প্রাচীর তৈরি করে পরিষেবা শুরু হবে।'

বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে জায়গার ঘাটতি রয়েছে। সেখানে ৫০০টি বেড থাকলেও বেশিরভাগ সময়ই ৬০০-৭০০ রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। ফলে এক বেডে একাধিক রোগী এমনকি বারান্দাতেও রোগীদের রেখে চিকিৎসা করা হয়। ফলে নতুন ভবনে পরিষেবা দেওয়া শুরু হলে জায়গার সংকুলানের সমস্যা মিটবে।'

করোনা আবহে সুনীতি রোডের পাশে হাসপাতালেরই একটি জমিতে নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয়। প্রথমে কথা ছিল, সেখানে অতিমারির চিকিৎসা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে সেই পরিস্থিতি কেটে গেলে ভবনটি সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্যই ব্যবহার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কথায়, 'জানুয়ারির শেষের দিকেই ভবনটির হস্তান্তর হয়ে যাবে। সেখানে পরিষেবা শুরু হয়ে গেলে জায়গার সমস্যা মিটে যাবে।

বর্তমানে ভবনের কাজ প্রায় শেষ। রং ও বৈদ্যুতিকরণের কাজও শেষের দিকে। তিনদিকে সীমানা প্রাচীন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা গিয়েছে ভবনের পিছনে সীমানা প্রাচীর দেওয়া নিয়ে। পাকা প্রাচীর তৈরি না হওয়ায় টিনের বেড়া দেওয়া রয়েছে।

এদিকে, লিচুতলার বাসিন্দা সুজাতা মণ্ডল বলছেন, 'আমরা কয়েক দশক ধরে এখানে বাস করছি। ভবনের প্রাচীরটি আমাদের রাস্তার উপর দিয়েই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাতে আমাদের চলাচলে ভীষণ ভোগান্তি তৈরি হবে।' রাস্তার জায়গাটুকু ছেড়ে তারপর প্রাচীর তৈরি করা হোক, দাবি সুজাতার। এই কথায় সুর মিলিয়েছেন অন্য বাসিন্দারাও। মঞ্জু দাসের কথায়, 'আমরা যেখানে থাকি, সেখানেই যদি হাসপাতালের প্রাচীর তোলা হয় তাহলে আমরা কীভাবে থাকব? জানালেন, তাঁদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ করুক।

কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল

জমিজটের কারণে বন্ধ কাজ। ছবি : জয়দেব দাস

সমস্যায় দু'পক্ষ

- হাসপাতালের নতুন ভবনের পেছনেই লিচুতলা বস্তি
- অভিযোগ, সেখানে সীমানা প্রাচীর তৈরি হলে সমস্যায় পড়বেন বস্তিবাসী
- আটকে শুধু এই অংশের কাজ
- পরিষেবা শুরু না হওয়ায় ভোগান্তি বাড়ছে

যানজটে এভাবেই প্রতিদিন নাকাল হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। রবিবার পঞ্চানন মোড়ে।

যানজটে জেরবার পঞ্চানন মোড়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের তরফে সচেতনতা গড়ে তুলতে ট্রাফিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হয়েছে। তবে এতে যে কাজের কাজ কিছু হয়নি তা প্রতিদিন পঞ্চানন মোড়ের যানজট দেখলে বোঝা যায়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সংলগ্ন পঞ্চানন মোড় মহকুমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। চ্যাংরাবান্ধা থেকে কোচবিহার ১৬ রাজ্য সড়কের এই গুরুত্বপূর্ণ মোড় থেকে সিতাই ভায়া শীতলকুচির রাস্তা শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দৈনন্দিন কাজে এলাকার নাগরিকদের যেমন আনাগোনা আছে, তেমনি মোড় সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক কৃষক বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ও থাকে। অভিযোগ, প্রশাসনিক নজরদারি এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণের অভাবে সেখানে যানজট নিত্যসঙ্গী। যানজট নিয়ে এলাকার নাগরিক, সাধারণ ব্যবসায়ী এবং পথচারীদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সমস্যার কথা পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তী বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি ট্রাফিক পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। মোড়ে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়াররা তাঁদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করায় সমস্যা হচ্ছে।'

প্রতিদিন নিজের কর্মস্থল খলিসামারিতে মাথাভাঙ্গা শহরের বাসিন্দা অভিজিৎ বর্মনকে বাইকে চেপে যেতে হয়। অভিজিৎ বলেন, 'ফুটপাথ দখল করে একশ্রেণির ব্যবসায়ী পণ্যসামগ্রী রাস্তায় রেখে ব্যবসা করছেন। অন্যদিকে, অটো, রিকশা ও টোটোচালকরা যাত্রী তোলার জন্য নিয়ম ভেঙে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছেন। খুব সাবধানে মোড়টি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।' ট্রাফিক পুলিশের মাথাভাঙ্গার ওসি শ্যামল সাহার বক্তব্য, 'যানজট নিয়ে একাধিক অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। গাড়িচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সতর্ক করা হয়েছে।'

বাইশগুড়ি হাইস্কুলের ছাত্রী নন্দিতা বর্মনের মন্তব্য, 'স্কুল থেকে বাড়ি যাতায়াতের সময় যানজট থাকায় প্রায় প্রতিদিন অসুবিধায় পড়তে হয়।' একই বক্তব্য মোড় সংলগ্ন ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীলশর্মা জানান, যানজট সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। তবে প্রশাসনের তরফে সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

ট্রাফিক পুলিশের মাথাভাঙ্গার ওসি শ্যামল সাহা বলেন, 'পঞ্চানন মোড় সহ গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে।'

হিমঘর নেই, আলু চাষে অনীহা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকে হিমঘর নেই। তাই রবি মরশুমে আলু চাষে কৃষকদের অনীহা বাড়ছে। শীতলকুচি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রদীপ্ত ভৌমিক বলেন, 'আলু মজুত রাখার জন্য এই এলাকায় হিমঘর নেই। তাই চাষিদের আলু চাষে আগ্রহ কম। সমস্ত রিপোর্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে।'

কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের পার্শ্ববর্তী সিতাই ব্লকেও হিমঘর নেই। ফলে আলু চাষ করে দুই ব্লকের কয়েক হাজার কৃষক বিপাকে পড়েছেন। শীতলকুচি ব্লকে প্রতিবছর ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়। হিমঘর হলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে বলে ব্লকের কৃষকদের দাবি। ভোট এলে রাজনৈতিক দলগুলি থেকে শীতলকুচিতে হিমঘর তৈরির প্রতিশ্রুতি মেলে। ভোটের পরে তাদের মুখে সেকথা শোনা যায় না বলে অভিযোগ। গোঁসাইরহাটের কৃষক কাঞ্চন বর্মনের কথায়, 'আলু

শীতলকুচি

চাষের উপযুক্ত জমি আছে। কিন্তু আলু চাষ করে কয়েকমাস সংরক্ষণ করার জায়গা নেই। তাই দিন-দিন আলু চাষে অনীহা বাড়ছে। কৃষকরা বাধ্য হয়ে শীতের সময় এই ব্লকে অর্থকরী ফসল হিসাবে তামাক চাষ করছেন।' বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন জানান, শীতলকুচির কৃষকদের কথা রাজ্যের শাসকদল ভাবেনি। হিমঘরের দাবির বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে আনা হয়েছে। তারা কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।

ভোগডাবরি গ্রামের জয়ন্ত বর্মন নামে আরেক আলুচাষির বক্তব্য, 'হিমঘর না থাকায় প্রায় ৫০ কিমি দূরে মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের নিশিগঞ্জ এবং মাথাভাঙ্গার ১ নম্বর ব্লকের বৈরাগীরহাটে আলু রাখতে যেতে হয়। দূরের কৃষক বলে সেখানে আলু রাখার বন্ড পেতে সমস্যা হয়। সেজন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শীতলকুচি ব্লকে হিমঘরের দাবি জানাই।' শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'শীতলকুচি কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকায় সরকারিভাবে হিমঘর তৈরির জন্য জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবসায়ী এগিয়ে না আসায় হিমঘর তৈরি হয়নি। ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হলে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে।'

মাদ্রাসায় অনুষ্ঠান

তুফানগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাউকুঠি এএম হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হল। মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ শেখ আবুতাহের কামরুদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পতাকা উত্তোলন ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি কৃষিমেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে।

সিপিএমের সম্মেলন

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের শিলডাঙ্গা এমএসকে স্কুল প্রাঙ্গণে সিপিএমের ঘোকসাডাঙ্গা এরিয়া কমিটির বার্ষিক সম্মেলন হয়। উক্ত তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন অনন্ত রায়, সফিস আহম্মেদ, অমিত দত্ত সহ সিপিএম নেতৃত্ব। সম্মেলনে সফিয়ার রহমান পুনরায় এই এরিয়া কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বার্ষিক সভা

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার ক্ষুদ্র কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির ১২তম বার্ষিক সম্মেলন হয়। জামালদহ পাঠাগার ক্লাব ময়দানে এই সম্মেলনে চ্যাংরাবান্ধা, রানিরহাট, উছলপুকুরি, জামালদহ, বড়গোপালপুর, কেদারহাট ও বৈরাগীরহাট অঞ্চলের প্রায় শতাধিক কাঠ ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় সহ নিজেদের সমস্যার কথাগুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

মিলনমেলা

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউতিরহাটে রবিবার হিন্দু মহাধর্ম সম্মেলন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী গীতা পাঠ, শান্তিযজ্ঞ সহ নানা ধর্মীয় আলোচনায় অন্তত দু'হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকদের মধ্যে রাজীব চক্রবর্তী জানান, প্রতি বছর তাঁরা এই মিলনমেলার আয়োজন করেন। শেষে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাইটিংগেল শিশু বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে। উদ্বোধন করেন চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান। স্কুলের শিক্ষক সুবিমল গুহ জানান, মোট ৩৪টি ইভেন্টে ২০০ জনের মতো প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। যার মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইভেন্টও ছিল।

স্বাস্থ্য শিবির

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধার পূর্বপাড়ায় যৌনপল্লি এলাকায় রবিবার স্বাস্থ্য শিবির হয়। দার্জিলিংয়ের মার্গ এনজিও ওই এলাকায় একটি স্কুল চালায়। তাদের উদ্যোগেই শিবিরটি হয়েছে। চর্মরোগ, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞদের নেন শতাধিক মানুষ। বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হয়।

জেলার খেলা

অনিকেতের ১৪৮

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে অনিকেত বিশ্বাস।

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ১৯৫২-'৯৯ ব্যাচকে হারিয়েছে ২০০৬-'১০ মাধ্যমিক ব্যাচ। প্রথমে ১৯৫২-'৯৯ ব্যাচ ৯ উইকেটে ৭৭ রান তোলে। জবাবে ২০০৬-'১০ ব্যাচ ৪.১ ওভারে ৭৮ রান তুলে নেয়। ২০১১-'১৩ ব্যাচ ১৫১ রানে ২০০০-'০৫ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০১১-'১৩ ব্যাচ ১ উইকেটে ২২৫ রান তোলে। অনিকেত বিশ্বাস ১৪৮ রান করেন। জবাবে ২০০০-'০৫ ব্যাচ ৬ উইকেটে ৭৪ রানে আটকে যায়। ২০১৭-'১৯ মাধ্যমিক ব্যাচ ৯৮ রানে হারিয়েছে ২০১৪-'১৬ ব্যাচকে। প্রথমে ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ১৫৭ রান তোলে। জবাবে ২০১৪-'১৬ ব্যাচ ৫৯ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা কল্লোল রায় ডাকুয়া ১৩ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

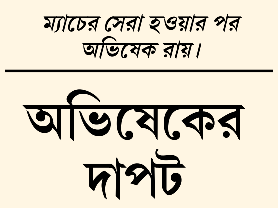

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর অভিষেক রায়।

অভিষেকের দাপট

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে দিশা ক্লাব ১২৮ রানে আননোন ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে দিশা ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অভিষেক রায় ৭৯ রান করেন। শুভজিৎ সাহা ১০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আননোন ৩৩.৫ ওভারে ১১০ রানে গুটিয়ে যায়। সৌরভ দত্ত ৪৪ রান করেন। অভিষেক ৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। সোমবার খেলবে এমজেএন ক্লাব ও আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্প।

ঋত্বিকের ৮৫

দেওয়ানহাট, ২৯ ডিসেম্বর : দেওয়ানহাট হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ২০১৪ ব্যাচ ৪৭ রানে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৪ ব্যাচ ১০ ওভারে ১৯৭ রান তোলে। ঋত্বিক বৈশ্য ৮৫ রান করেন। জবাবে ২০২৪ ব্যাচ ১৫০ রানে গুটিয়ে যায়। ২০১১ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২০০৪ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০০৪ ব্যাচ ১১৫ রান তোলে। জবাবে ২০১১ ব্যাচ ৭.১ ওভারে ২ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর রাউত ৫৭ রান করেন। ২০১০ ব্যাচ ২৬ রানে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১০ ব্যাচ ১৪১ রান তোলে। মিলন বর্মন ৪২ রান করেন। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ১১৫ রানে গুটিয়ে যায়। ২০০৮ ব্যাচ ৫৯ রানে ২০০৬ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০০৮ ব্যাচ প্রথমে ১৬০ রান তোলে। জবাবে ২০০৬ ব্যাচ ১০১ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা পাপন হোসেন ৫৯ রানে নেন ২ উইকেট।

জয়ী আলিপুরদুয়ার

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে রবিবার আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স ইলেভেন ৮ উইকেটে বিহার হোয়াইট ইলেভেনকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে হোয়াইট ১৬ ওভারে ৬৭ রানে অল আউট হয়। সৌরভ তিওয়ারি ৩১ রান করেন। আনন্দ দাস ২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ৪.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৭৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিষেক কুমার ২৪ রান করেন। সোমবার খেলবে বিহার সিতামারি ক্লাব ও ওয়ান্ডার স্পোর্টস।

সেমিতে গোঁসাইরহাট

শীতলকুচি, ২৯ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল গোঁসাইরহাট বিএস স্পোর্টিং। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে আক্রারহাট ত্রয়ী সংঘকে হারিয়েছে। প্রথমে আক্রারহাট ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তোলে। বুম্বা দাস ৬৯ রান করেন। অপু সরকার ১০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে গোঁসাইরহাট ১৪.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সরতাজ আলি ৩৮ রান করেন। রাহুল কুমার ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে নামবে শীতলকুচি জুনিয়ার একাদশ ও বারোমাসিয়া নজরুল সংঘ।

চ্যাম্পিয়ন ২০১৪

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ২০১৪ ব্যাচ। ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে ২০০৩ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০০৩ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫২ রান তোলে। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মিরাজ আহমেদ ৮৯ রান করেন।

সেরা মেখলিগঞ্জ

মেখলিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : ডাক্তার হীরকজ্যোতি অধিকারী ট্রফি ক্রিকেটে সেরা হল মেখলিগঞ্জ থানা। ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে ৩ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়েছে।

প্রথমে ৩ নম্বর ওয়ার্ড ৩ উইকেটে ১০০ রান তোলে। জবাবে মেখলিগঞ্জ ১ উইকেটে ১০১ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা মণিভূষণ সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা দিব্যায়ন সরকার।

হাঁসখাওয়াতে চড়ুইভাতি

পুণ্ডিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : পাতলাখাওয়া জ্ঞানদীপ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার মধুপুরের হাঁসখাওয়াতে বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে চড়ুইভাতি হয়। বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির জেলা সম্পাদক লুৎফর হোসেন জানান, প্রতি বছর তিনি পিকনিকের মরশুমে বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে এই আয়োজন করে থাকেন। এদিনের পিকনিকে তাঁদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রের আবাসিকরা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার বিশেষভাবে সক্ষমরা অংশ নিয়েছেন। খাবারে ভাত, ডাল, তরকারি, মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি পরিবেশন করা হয়েছে।

মেলা শুরু

শীতলকুচি, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানায় মেলা শুরু হল। ভাঐরথানায় দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে আনন্দমেলার উদ্বোধন করেন পাল্পউড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিতেন বর্মন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য তপনকুমার গুহ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন প্রমুখ। মেলা কমিটির সভাপতি চন্দন প্রামাণিক জানান, এবছর পঞ্চম বর্ষ মেলা বসেছে। ১২ দিন ধরে এই মেলা চলবে।

সম্মেলন

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার প্রমিলাবাহিনীর ১৪তম কোচবিহার জেলা সম্মেলন হয়। দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোয়াতুরকুঠি ভবনে আয়োজিত এই সম্মেলনে কোচবিহার জেলা মহিলা সুরক্ষা আধিকারিক অর্পিতা মল্লিক, বামনহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক দিলীপ কর্মকার, পোয়াতুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মহির শেখ, প্রমিলাবাহিনীর কোচবিহার জেলা আহ্বায়ক সাজিদা পারভিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৪৯টি মোষ উদ্ধার, ধৃত দুই

বক্সিরহাট, ২৯ ডিসেম্বর : পাচারের আগেই দুটি কনটেনার ভর্তি মোষ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। দুই কনটেনার মিলিয়ে মোট ৪৯টি মোষ উদ্ধার করা হয়েছে। গাড়ির দুজন চালককেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার ভোরে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া ভাঙ্গাপাকরি নাকা চেকিং পয়েন্টে এই ঘটনাটি ঘটে। ধৃতদের রবিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তিনদিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ জানিয়েছে, অসমে প্রবেশের আগে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় পথে একটি কনটেনারকে দাঁড় করান পুলিশকর্মীরা। তা থেকে উদ্ধার হয় ২৫টি মোষ। এরপর একইভাবে আরও একটি কনটেনারে তল্লাশি চালিয়ে ২৪টি মোষ উদ্ধার করে পুলিশ। মোষ পরিবহণের কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি চালকরা। মোহম্মদ জুবায়ের এবং সালাম নামে ওই দুই চালক উত্তরপ্রদেশের। উদ্ধার হওয়া মোষগুলিকে স্থানীয় একটি খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে।

এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, 'মোষগুলি বিহার থেকে অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।'

পড়ুয়া কমছে, অস্তিত্ব সংকটে গার্লস স্কুল

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় রয়েছে ঘোকসাডাঙ্গা বৃষকেতু ধর্মেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়। এটি ব্লকের একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়। গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা কমেই চলছে। জানুয়ারি থেকে শুরু হবে নতুন শিক্ষাবর্ষ। কিন্তু সেভাবে পড়ুয়া ভর্তি হচ্ছে না বলে জানায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষিকারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ুয়া ভর্তির ব্যাপারে অভিভাবকদের বোঝাচ্ছেন। ঘোকসাডাঙ্গায় গার্লস স্কুল থাকা সত্ত্বেও পাশে ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তি করাচ্ছেন অভিভাবকরা। ফলে গার্লস স্কুলটিতে পড়ুয়া সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। তাই স্কুলে পড়ুয়া বৃদ্ধির জন্য প্রচার অভিযান চালাচ্ছেব শিক্ষিকারা। একমাত্র এই স্কুলেই বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কোর্সের সুবিধা রয়েছে।

প্রধান শিক্ষিকা সীমা তালুকদার বলেন, 'ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে এটি একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়। বেশ কয়েক বছর ধরে স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে। কারণ জানতে আমরা এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বোঝানোর পাশাপাশি তাঁদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তির আর্জি জানাচ্ছি। সমস্যার বিষয়টি ওপরমহলে জানানো হয়েছে।' পড়ুয়া সম্পা বর্মন, কৃষ্ণা বর্মন, মুন্নি পারভিনদের অভিভাবকরা জানান, গার্লস স্কুলে সেভাবে পড়াশোনা না হওয়ার কারণে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছেন। স্কুলটিতে যেভাবে পড়ুয়া কমছে তাতে আগামীদিনে সেটি উঠে গেলে ব্লকের একটি ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষিকারা। রবিবার ঘোকসাডাঙ্গায়।

টুকরো খবর

পারস উৎসব

বক্সিরহাট, ২৯ ডিসেম্বর : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ধলডাবরিতে মহানামযজ্ঞ উপলক্ষ্যে রবিবার পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পারস উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন এলাকার ১৫০ জন পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পারস ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হয়। মহানামযজ্ঞ কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অমল সাহা জানান, এদিন কুঞ্জভঙ্গের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় তাঁদের মহানামযজ্ঞ অনুষ্ঠান।

খড়ে আগুন

তুফানগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর ঘোনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা ইব্রাহিম শেখের বাড়ির সামনে খড়ের গাদায় আগুন লাগে। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে হাত লাগান। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ দমকলের গাড়ি ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ইব্রাহিম বলেন, 'বাড়ির সামনে বিদ্যুতের তারের নীচে খড় রাখা ছিল। দুটি তারের ঘর্ষণে আগুনের ফুলকি নীচে পড়ে তাতে আগুন লেগে যায়। বেশিরভাগ খড়ই পুড়ে গিয়েছে।'

অনুষ্ঠান শুরু

ফুলবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির ময়ূখ মঞ্চের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দু'দিনের অনুষ্ঠান রবিবার শুরু হয়েছে ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন।

অন্যদিকে, রবিবার বক্সিরহাট এলাকায় দু'দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল। এদিন সন্ধ্যায় বক্সিরহাট বাজারের মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরঞ্জন দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যরা।

রক্তদান শিবির

ফুলবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির প্যারাডাইস ক্লাব পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে রবিবার রক্তদান, চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্য গুরুপ্রসাদ বর্মন। শিবিরে মোট ৩৫ জন রক্ত দেন। রক্ত সংগ্রহ করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

নিখোঁজ

ফেশ্যাবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : তিনদিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি বছর পঁয়ত্রিশের তরুণ এয়াদ আলি। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফেশ্যাবাড়ি সংলগ্ন আঠারোকোটা কালপানির। রবিবার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছে পরিবার। ভাই রফিক আলি জানান, এয়াদ বেশ কিছুদিন যাবৎ মানসিক ভারসাম্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি।

কর্মীসভা

দিনহাটা ও শীতলকুচি, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/১৩০ নম্বর বুথে তৃণমূলের কর্মীসভা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বামনহাট-১ অঞ্চল কমিটির সভাপতি তাপস বসু, বর্ষীয়ান নেতা সুধীরচন্দ্র বর্মন সহ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, শীতলকুচির ভাঐরথানা অঞ্চল কমিটির ডাকেও তৃণমূলের কর্মীসভা হয়।

তৃণমূলে যোগ

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুক নন্দীগ্রামে প্রায় ৫০ জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁরা একথা জানান।

পারদ পতন

বর্ষবরণে দক্ষিণবঙ্গে পারদ পতন হতে পারে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতার তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি ও পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রিতে নামতে পারে।

মারধর

মদ কেনার টাকা না মেলায় প্রাক্তন কাউন্সিলারের অনুগামীদের হাতে দুই তরুণকে মার খেতে হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি দমদমের মধুপুরের।

আজ মমতার সভা

সোমবার সন্দেশখালিতে সভা করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ হাজার পরিবারকে তিনি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প তুলে দেবেন।

বাঘবন্দি খেলা শেষ বাঁকুড়ায়

কার্তিক ঘোষ

বাঁকুড়া, ২৯ ডিসেম্বর : বাঘবন্দির খেলা শেষ। অবশেষে খাঁচাবন্দি বাঘিনী জিনাত। রবিবার সাড়ে চারটা নাগাদ ঘুমপাড়ানি গুলি করে তাকে বাগে আনেন বনকর্মীরা।

শনিবার ভোরে বাঁকুড়ার রানিবাঁধের গোসাইডিহির জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছিল বাঘিনী। পুরো জঙ্গল নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। ওইদিন রাতে একাধিকবার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হলেও কাজ হয়নি। অবশেষে এদিন বিকেলে বাগে আনা গেল বাঘিনীকে। এখন বাঘিনী জিনাতের থাকার জায়গা হতে চলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা বলে জানিয়েছেন মুখ্য বনপাল কুণাল দেইভাল। তিনি আরও জানান, বাঘিনীকে ধরতে প্রায় ২০০ বনকর্মী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। বাঘিনী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এদিনই রাতে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

৫ ডিসেম্বর ওড়িশার সিমলিপাল অভয়ারণ্য থেকে বাঘিনী চলে আসে ঝাড়খণ্ডে। সেখান থেকে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ঘুরে বাঁকুড়ার রানিবাঁধের জঙ্গলে এসে পৌঁছায় শনিবার ভোরে। শনিবার বাঘিনীকে ঘুমপাড়ানি গুলি করা হলেও তার লোম ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যায়। এদিন বিকেলে প্রশিক্ষিত বনকর্মীর ঘুমপাড়ানি গুলিতে জিনাত ঘুমিয়ে পড়ে। বাঘিনীকে বাগে আনতে আটদিনে কীরকম খরচ হয়েছে জানতে চাইলে মুখ্য বনপাল বলেন, 'সকলেই তো সরকারি কর্মচারী। কাজেই বাড়তি কোনও টাকা খরচ হয়নি। ওঁদের খাওয়াদাওয়া, টিফিন বাবদ খুব বেশি হলে ৩০-৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।'

ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু জিনাত। রবিবার।

রাজ্যে দামি বিদেশি গাড়ির বকেয়া কর ২৫০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : দামি বিদেশি গাড়ি চড়লেও অনেকেই পথ-কর সময়ে মেটাচ্ছেন না। এর ফলে রাজ্যজুড়ে এই দামি বিদেশি গাড়ির পথ-কর বাবদ সরকারের পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। তার মধ্যে কলকাতাতেই এর পরিমাণ প্রায় ৮০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার যখন রাজস্ব আদায়ে গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন দামি গাড়ির এই বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি অর্থ দপ্তরকে রীতিমতো চিন্তায় ফেলেছে। অর্থ দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, কম দামি দেশি গাড়ির ক্ষেত্রে পথ-কর দেওয়ার প্রবণতা যথেষ্ট ভালো থাকলেও দামি বিদেশি গাড়ির মালিকরা সময়ে তাঁদের বকেয়া পথ-কর মেটাচ্ছেন না। এই নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। এরপরই বকেয়া পথ-কর আদায় করতে একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে পরিবহণ দপ্তর।

পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, মোটরযান আইন সংশোধনের ফলে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকরা তাঁদের গাড়ির দামের ৭.৫ শতাংশ দিলেই গাড়ির আজীবন কর মেটানো অর্থাৎ ১৫ বছরের কর মেটানো হয়ে যাবে। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে ৩, ৫ বা ১০ বছরের মেয়াদে কর মেটালে যথাক্রমে ১৫, ৩০ এবং ৪০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। পরিবহণ আইন বলছে, রাস্তায় গাড়ি বের করতে গেলে পথ-কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সময়ে কর না মেটানোয় পথ-কর ও জরিমানা বাবদ অঙ্ক ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছে যাচ্ছে। শুধুমাত্র কলকাতায় এরকম দামি গাড়ির বকেয়া করের পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা। তবে পরিবহণ দপ্তরের দাবি, ২০২১ সালের আগে বকেয়া করের প্রবণতা ৪০ শতাংশ ছিল। এখন তা কমে ৩০ শতাংশ হয়েছে।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের দামি গাড়ি যাঁরা শোরুমে কিনতে যান, তখন সেখান থেকে বলা হয় না ১৫ বছরের অর্থাৎ লাইফটাইম রোড ট্যাক্স দিয়ে দিলে বিরাট পরিমাণ ছাড় পাওয়া যায়। তাই অনেকেই প্রথমে গাড়ি কেনার সময় ৫ বছরের ট্যাক্স দেওয়ার পর আর ট্যাক্স দেওয়ার চেষ্টা করেন না। তাই আমরা চেষ্টা করছি, গাড়ির মালিকদের সচেতন করতে মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়ে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে।' মন্ত্রী বলেন, 'এখন যে এই ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তাও প্রচার চালানো হচ্ছে।' তবে এরপরও বকেয়া কর না মেটালে প্রশাসন যে মোটা টাকা স্পট ফাইন করবে, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী।

জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনার প্রেক্ষিতে আশ্বাস ডিজি'র

'মানুষ নিরাপদে রয়েছেন'

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : ওপার বাংলার অস্থির পরিবেশ এবং রাজ্য থেকে একের পর এক জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনার প্রেক্ষিতে আশ্বাস দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ জঙ্গি দমনে সক্রিয় এবং নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে বলে জানালেন তিনি। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ এপার বাংলায় কাজে লাগালে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলেও বার্তা দিলেন তিনি। বাংলাকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে জঙ্গিঘাঁটি ও অনুপ্রবেশ হওয়ার অভিযোগে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন সাধারণ মানুষ।

এই পরিস্থিতিতে রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের ডিজি জানালেন, মানুষ নিরাপদে রয়েছেন। ওই সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ও এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। ভুয়ো পাসপোর্টচক্র নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন জাভেদ শামিম। তিনি বলেন, 'পাসপোর্টের ক্ষেত্রে নতুন সিস্টেম গড়ে তোলা হবে। কেউ যাতে ভুলভাবে পরিচালিত করতে না করতে পারে, সেদিকে নজর রাখা হবে।'

সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাংলায় জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ এবং ভুয়ো পাসপোর্টচক্রের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে। এদিন রাজীব বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফের তথ্য থেকেই ক্যানিংয়ে কাশ্মীরের বাসিন্দার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। জঙ্গি দমনের বিষয়ে আমাদের রেকর্ড অতীতেও ভালো, এখনও ভালো। সেই রেকর্ড ধরে রাখার চেষ্টা করব। জঙ্গিদের তদন্ত বিষয়ে বাইরে বেশি কথা বলা যাবে না। তার মানে এই নয়, পুলিশ কাজ করছে না।' বিএসএফের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করে এদিন তাঁর বক্তব্য, 'এরাজ্যের সঙ্গে তিনটি দেশের সীমান্ত জুড়ে রয়েছে। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের। সেখানেই গাফিলতি রয়েছে। এই সীমান্ত পেরিয়ে অনেকে এই রাজ্যে ঢুকেছেন। আমরা তৎপর রয়েছি। আমরা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর।'

> পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফের তথ্য থেকেই ক্যানিংয়ে কাশ্মীরের বাসিন্দার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। জঙ্গি দমনের বিষয়ে আমাদের রেকর্ড অতীতেও ভালো, এখনও ভালো। সেই রেকর্ড ধরে রাখার চেষ্টা করব।
>
> **-রাজীব কুমার**

রাজ্যে ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ড সক্রিয় রয়েছে। এই কাণ্ডের মূল চক্রী মনোজ গুপ্তাকে গাইঘাটায় ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, ১০ বছর ধরে এই চক্র চালিয়ে আসছে মনোজ। ট্রাভেল এজেন্সির আড়ালেই ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির ব্যবসা চালাতেন। ইউরোপের দেশগুলিতে যাওয়ার জন্যও ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করতেন তিনি। বাংলাদেশিদের থেকে টাকার বিনিময়ে আধার ও প্যান কার্ড তৈরি করতেন। তারপর ভোটার লিস্টেও নাম তোলা হত। তাঁর বেহালার বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর মোবাইল ফোনে লোকেশন ট্র্যাক করে চাঁদপাড়া স্টেশন চত্বরে এক মহিলা ভাড়াটিয়ার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেহালায় তাঁর একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। সেদিকেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। বিষয়টি তাঁর পরিবারের গোচরে এলেও বাড়ির লোকেদের কথায় ভ্রূক্ষেপও করতেন না মনোজ। অভিযুক্তকেই এই ঘটনার কিং পিন উল্লেখ করা হলেও এর নেপথ্যে প্রভাবশালীদের হাত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মনোজকে এদিন আদালতে তোলা হলে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন এই ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার জানান, এরপর থেকে বিভিন্ন থানার পুলিশ সুপাররা ব্যক্তিগতভাবে পাসপোর্ট যাচাইয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ করবেন।

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মবার্ষিকীতে নগরকীর্তন। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বহু জেলায় নতুন মুখ সিপিএম সম্পাদক পদে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : মালদা-সহ বহু জেলায় সম্পাদকের পদে নতুন মুখ আনতে চলেছে সিপিএম। একসঙ্গে এতগুলি জেলায় সম্পাদকের পদে নতুন মুখ আনার সম্ভাবনা আগে কখনও দেখা যায়নি। ডিসেম্বর থেকে সিপিএমের জেলা সম্মেলন শুরু হয়েছে। একাধিক জেলায় সম্মেলন ইতিমধ্যেই শেষ। সূত্রের খবর, মালদা, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া-সহ একাধিক জেলায় মুখ বদলের সম্ভাবনা প্রবল।

সিপিএমের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, একই পদে তিনবারের বেশি কেউ থাকতে পারেন না। এক্ষেত্রে একাধিক জেলায় সম্পাদকের পদে থাকা নেতারা তিনবারের মেয়াদ শেষ করেছেন। সেক্ষেত্রে রদবদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জেলা সম্পাদককে একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। ফলে পরিবর্তনের পথে হাঁটা হচ্ছে। আবার, দীর্ঘদিন একই পদে থেকে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হওয়ার ফলে নতুনদের সামনে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বয়সবিধিকেও কার্যকর করতে চাইছে আলিমুদ্দিন। রাজনৈতিক মহলের মতে, একসঙ্গে এতগুলি জেলায় নতুন মুখ আনার বিষয়টি নেহাত দলীয় কার্যবিধি নয়। বরং '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলা স্তরেও সাংগঠনিক রদবদল করতে চাইছে সিপিএম।

মালদায় ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি জেলা সম্মেলন রয়েছে। তখনই দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সম্মেলনে ভোটাভুটি চলবে। তারপরই জেলা সম্পাদক পদে নতুন মুখ ঘোষণা হবে।

কলকাতায় জেলা সম্মেলন ৪, ৫, ৬ জানুয়ারি। বর্তমান জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদারকে একসঙ্গে একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। ফলে কলকাতাতেও সম্পাদক পদে বদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় বর্তমান জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই তন্ময় ভট্টাচার্যের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর ওই জেলায় সিপিএমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। ফলে উত্তর ২৪ পরগনাতেও নতুন মুখ আনা হতে পারে। পশ্চিম মেদিনীপুরে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন বিজয় পাল। কারণ, মহিলাঘটিত ঘটনার জেরে সুশান্ত ঘোষকে সরানো হয়েছিল। তাই জেলাতেও বদল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। হাওড়া, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া সহ একাধিক জেলায় সম্পাদক পদে পরিবর্তন করা হবে বলে সূত্রের খবর।

প্রয়াত অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পুরুলিয়া জেলা সিপিএমের সদস্য তথা অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ বসু। বৃহস্পতিবার দিল্লির বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। আজীবন সিপিএমের সদস্য হিসেবে দলের নানা গণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। মার্কসীয় দর্শনের ছাত্র হিসেবে অধ্যাপক বসু তাঁর লেখনী এবং ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। ২০০৭ সালে বাংলা, ইতিহাস প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল। এর জন্য তাঁকে বাংলা আকাদেমির সুপ্রভা স্মারক পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। আকবর-বাবরের বন্ধুত্ব বা মুর্শিদকুলি খান সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিষয়ক বই ও বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রবন্ধ সমসাময়িক ইতিহাস এবং রাজনৈতিক পরিমিতি বোধের ছাপ স্পষ্ট করে।

মমতার দিকে তাকিয়ে সন্দেশখালির বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : সরকারের উন্নয়নের রাজনীতির বিরোধিতা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে এই বার্তাই দিতে চাইছে সন্দেশখালি বিজেপি। সোমবার সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠক করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সভার পরের দিনেই সন্দেশখালিতে পালটা জবাবি সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের রাজনীতির মোকাবিলা কোন পথে হবে, সেটাই এখন ভাবাচ্ছে বিজেপিকে।

'২৪-এর লোকসভা ভোটে বসিরহাট জয়ের পর সন্দেশখালি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু শাহজাহান ইস্যুতে সন্দেশখালিতে দলের আড়াআড়ি বিভাজনের জেরে সেই কর্মসূচিতে এতদিন সবুজসংকেত দেননি মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে বছরের শেষে প্রায় ৭ মাস বাদে সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক সভা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে সন্দেশখালির মানুষের মনে।

অনেকেই মনে করছেন, শেখ শাহজাহানদের স্মৃতি ভুলিয়ে সন্দেশখালিকে কাছে পেতে সোমবারের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এলাকার মানুষের জন্য একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। জল্পনা উসকে কেউ ভাবছেন, জলপথে যাতায়াতের সমস্যা কাটাতে ভেসেল পরিবহণ চালু থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের আবাসের ঘরের মতো বিষয়ে সন্দেশখালির জন্য বিশেষ ঘোষণা করতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যেই সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সভায় বিশেষত মহিলাদের বড় মাপের জমায়েত করতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল।

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভার পরের দিনেই সেখানে পালটা সভা করতে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভাতেও অন্তত হাজার তিনেক জমায়েত করার লক্ষ্য বিজেপির। বিজেপির মতে, মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার জন্য এবার কৌশল বদলেছে তৃণমূল। ধমক-চমক না দিয়ে আবাসের ঘর, ফ্রিতে বিদ্যুতের মতো রাজ্য সরকারি নানা প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসে সভায় যেতে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। তবে দলেরই এক নেতা স্বীকার করেছেন, এই মুহূর্তে বিরোধিতা করতে মানুষকে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। সেই কারণে আমরা চাই মানুষ সভায় গিয়ে তাঁদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীকেই জানাক। এই প্রসঙ্গে সন্দেশখালি ও বসিরহাট জেলা বিজেপি নেতা বিকাশ সিং বলেন, 'আমরাও চাই মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালির জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করুন। কিন্তু সন্দেশখালির মানুষ তাকিয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রী শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের বিষয়ে কী বার্তা দেন, সেই দিকে।

ক্ষোভ অভিষেকের

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানালেও নীরব ছিলেন দেশের 'রোল মডেল'-দের একটা বড় অংশ। তাঁদের এই নীরবতা নিয়ে এবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, কৃষক আন্দোলন, সিএএ-এনআরসি নিয়ে প্রতিবাদ বা মণিপুরের বর্তমান সংকটেও এই রোল মডেলরা তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেননি।

অভিষেক তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'ভারত তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ডঃ মনমোহন সিংকে হারাল। যাঁর অসীম জ্ঞান ও দূরদর্শিতা জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করেছে।' এরপরই তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলমতনির্বিশেষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। তবে খেলা ও সিনেমা জগতের রোল মডেলরা যেভাবে এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করলেন তা দুঃখজনক। বর্তমানে জাতীয় স্তরে নানা ইস্যুতে এই আইকনদের চুপ থাকা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সরকারের ভয়েই যে নীরবতা, তা বোঝা যাচ্ছে।

তবে জাতীয় স্তরের অন্যান্য ইস্যুতেও তাঁদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক লেখেন, 'আমরা নতুন বছরে পা রাখতে চলেছি। কাদের রোল মডেল করব, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।' এই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'মনমোহন সিং অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপকার। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ অবশ্যই কাম্য। তবে এই নিয়ে কিছু বলব না।' বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই বিষয়ে আমরা এখনই কোনও প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি না।'

তথাগতকে ফের সক্রিয় সদস্য পদ্মের

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : অবশেষে প্রায় ৯ বছর বাদে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়কে সক্রিয় সদস্য করল বঙ্গ বিজেপি। শনিবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সক্রিয় সদস্যকরণ অভিযানের অন্যতম সহকারী সুভাষ সরকারের হাত থেকে দলের সক্রিয় সদস্যের শংসাপত্র নেন তথাগত। দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়দের জমানায় সফল না হলেও, শেষপর্যন্ত শিকে ছিঁড়ল সুকান্ত জমানায়। তবে সক্রিয় সদস্য হওয়ার পরেও, পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীকেই চাইলেন তথাগত।

তথাগতর সক্রিয় সদস্যতা প্রাপ্তিতে শুভেন্দুর উদ্যোগই দেখছে বিজেপির একাংশ। আর দলের সেই জল্পনাকে উসকে দিয়ে সক্রিয় সদস্য হওয়ার পরেই আবার পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর হয়েই জোর সওয়াল করলেন তথাগত।

তথাগত বলেন, 'আমি এখনও মনে করি রাজ্যে দলের হাল ধরতে পারেন শুভেন্দুই। তাই '২৬-এর নির্বাচনের আগে তাঁকেই রাজ্য সভাপতি হিসাবে দেখতে চাই।' বঙ্গ বিজেপির সভাপতি নির্বাচনের মুখে তথাগতর এই সওয়াল শেষপর্যন্ত দিনের আলোর মুখ দেখবে কি না তা বলবে সময়।

শীতের সকালে শরীরচর্চা। কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

দীর্ঘ আড়াই বছর পর জেলা কমিটির বৈঠক

বোলপুর, ২৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘ আড়াই বছর পর বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা কমিটির বৈঠক হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্ত ঘোষ, জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত বলেন, 'দলের মন্ত্রী থেকে জেলা সভাধিপতি এবং অন্য সকলের কাছে একটাই বার্তা, আগামী বছরের ১ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সব দলীয় কর্মসূচি পালন করতে হবে। এছাড়া যেসব ব্লকের বুথে দল খারাপ ফল করেছে সেখানে দশজন করে বুথ সদস্য, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিধায়ক নিয়ে বৈঠক করে ফলাফল নিয়ে আলোচনা হবে। দলের কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তারও সমাধান করা হবে। পাশাপাশি রামপুরহাট, বোলপুর ও সিউড়ি শহরে দলের খারাপ ফল নিয়েও পর্যালোচনা করা হবে।'

র‍্যাশনের চাল কম দামে বিক্রি খোলাবাজারে

ইবি-কে বলেও লাভ হয়নি, আক্ষেপ মন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : বেশ কয়েক বছর ধরে প্রায় ৯ কোটি রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে র‍্যাশনে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক লক্ষ টন বিনামূল্যের এই চাল খোলাবাজারে বিকোচ্ছে নেহাতই কম দামে।

একশ্রেণির গ্রাহক 'অনৈতিকভাবে' র‍্যাশন দোকান থেকে বিনামূল্যের চাল সংগ্রহ করে বাজারে কম দামে সেই চাল বিক্রি করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এর ফায়দা তুলছেন অসাধু মহাজন ও ঠিকাদারেরা। খাদ্য দপ্তরের খবর, বিনামূল্যের এই চালে সরকারের খরচ হয় কেজি প্রতি ৩৮ থেকে ৩৯ টাকা। বাজারে সেই চালই বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কেজি প্রতি ২২ থেকে ২৪ টাকায়। অনৈতিক এই লেনদেনের অভিযোগ সরকারের কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

রাজ্যের খাদ্য দপ্তর চেষ্টা করেও এখনও এই অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে পারেনি। বিনামূল্যে র‍্যাশনের এই চাল বাবদ সরকারের খরচ প্রায় ১৪ কোটি টাকা, যাতে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রেরও একটি অংশ আছে।

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'এই অভিযোগের খবর মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায়, অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা এই অনৈতিক লেনদেন বন্ধ করার চেষ্টাও করেছি। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি)-কে বারবার জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তাদের পরিকাঠামোর অভাব আছে বলে তারা জানিয়েছে। খাদ্য দপ্তরের তরফে এব্যাপারে নজরদারিও রয়েছে। তা আরও জোরালো করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সমানে।'

> আমরা এই অনৈতিক লেনদেন বন্ধ করার চেষ্টা করেছি। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে বারবার জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। খাদ্য দপ্তরের তরফে এব্যাপারে নজরদারি রয়েছে।
>
> **-রথীন ঘোষ,** *খাদ্যমন্ত্রী*

মন্ত্রীর প্রশ্ন, '৮ কোটি ৮২ লক্ষ মানুষ এখন বিনামূল্যে র‍্যাশন পান। তাঁদের মধ্যে একটা অংশ এই অনৈতিক পথে চলেছে। নীতি-নৈতিকতার কথা ভেবেও এটা তাঁরা নিজেরা যদি বন্ধ না করেন, সরকারের পক্ষে সবটা কি বন্ধ করা সম্ভব? যাঁদের বিনামূল্যে র‍্যাশনের প্রয়োজন নেই, তাঁরা এই সুবিধা নিচ্ছেন কেন? তাঁরা ছেড়ে দিলে তো আরও কিছু সাধারণ মানুষ এই সুবিধা পেতে পারেন। বেশ কয়েক বছর আগে বিনামূল্যে র‍্যাশন চালু না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাশনে দু'রকম চালের জন্য ২ ও ৩ টাকা কেজি দরে গ্রাহকদের চাল দেওয়া হত। ওই প্রথা বাতিল করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর জন্য বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়া চালু করেন। যার জন্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। যার মধ্যে রাজ্য সরকারের খরচ ৬ কোটি টাকার বেশি। বাকি প্রায় ৮ কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়ে থাকে রাজ্যের ধান কেনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাজ্য সরকারের ধান কেনার টাকা 'খাদ্য নিরাপত্তা আইন' অনুযায়ী কেন্দ্র দিয়ে থাকে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানান। তবে তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন আমাদের ধান কেনার টাকাও কেন্দ্র বকেয়া রেখেছে। বারবার জানিয়েও কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।'

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শুধু বিনামূল্যে র‍্যাশন নয়, রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকভাতা, ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে মোবাইল দেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তা যদি চিহ্নিতকরণ করা যায়, তাহলে হয়তো সরকারের কিছু অর্থ সাশ্রয়ের পথ খুলতে পারে।

সেজেছে সৈকতনগরী, ভিড় পর্যটকদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : বড়দিন হোক বা বর্ষবরণ, সবেতেই বাঙালির ডেস্টিনেশন দিঘা, মন্দারমণি। আর হাতে গোনা কয়েকদিন পরেই নতুন বছর। তার আগে ভিড় জমতে শুরু করেছে সমুদ্রসৈকতে। বুক হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ হোটেল। তাই ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি রেকর্ড মাত্রায় ভিড়ের অপেক্ষাতেই রয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ২৫ ডিসেম্বর সমুদ্রসৈকতে ভিড় থাকলেও হোটেলগুলি ছিল কার্যত ফাঁকা। তাই চিন্তায় পড়েন হোটেল মালিকরা। তবে সপ্তাহান্তে পরিস্থিতি বদলেছে। একদিনের ট্যুর নয়, বরং দিঘা, মন্দারমণি, শংকরপুর সহ সমুদ্র উপকূল ঘুরে দেখতে এখন থেকেই হোটেলগুলিতে ভিড় বেড়েছে। নতুন বছরে এই ভিড় আরও বাড়বে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

বর্ষবরণের আগে সেজে উঠেছে দিঘা। বড়দিন ও বর্ষবরণকে সামনে রেখে সেখানে বসেছে বাতিস্তম্ভ। রঙিন আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে সৈকতনগরী। একদিকে শীতের আমেজ, তার মধ্যে সপ্তাহ শেষে ছুটির মেজাজ। তাই বছরের শেষ রবিবার চুটিয়ে ছুটি উপভোগ করতে মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুর, নিউ দিঘা, ওল্ড দিঘায় মানুষের ভিড় জমেছে। নতুন বছরের আগে হোটেলগুলি বুকিং শুরু হয়েছে। পর্যটক টানতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সরকারি, বেসরকারি হোটেলগুলি। নয়া সেলফিজোন ও রাইডের টানেও আসছেন মানুষ।

বর্ষশেষে রেকর্ড ভিড়ের আশা

এবছর বড়দিন সপ্তাহের মধ্যে থাকায় হোটেলমুখী হননি পর্যটকরা। কিন্তু বছরের শেষ রবিবারে এসে চিন্তার ভাঁজ কমেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, '২৪, ২৫ ডিসেম্বর তেমন ভিড় হয়নি। রিজার্ভ বাস প্রচুর আসে। একদিনের ট্যুর যেমন হয়, তেমনি এসেছিলেন মানুষ। যেহেতু মঙ্গল, বুধবার ছিল তাই মানুষ হোটেলমুখী হননি। তবে শুক্রবার থেকে ভিড় বেড়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি আরও ভিড় থাকবে বলে আশা করছি। আমাদের ৭০০ হোটেলের মধ্যে ৯০ শতাংশ হোটেলের সব রুম রিজার্ভ।'

সোমবার, ১৪ পৌষ ১৪৩১, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২২১ সংখ্যা

চিঠিতে চিন্তা

ঢাকার চিঠিতে ঘুম ছুটেছে দিল্লির। সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। ২০১৪ সালে প্রথম দিল্লিতে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সরকারের কাছে কূটনীতির ক্ষেত্রে এটাই প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ। অশান্তির পারদ চড়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মুজিবুর রহমান এবং ভারত বিরোধিতা। ওই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে এ রাজ্যে ঢুকে পড়েছে এবিটি সহ বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা। ধরাও পড়েছে দু'চারজন। দিল্লিতে গ্রেপ্তার হয়েছে বহু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। দেশে কড়া নজরদারি চললেও অনুপ্রবেশ পুরোপুরি আটকানো যাচ্ছে না।

হাসিনা ভারতে চলে আসার পর থেকে সংসদ নির্বাচনের দাবি জোরালো হচ্ছে বাংলাদেশে। বিশেষ করে খালেদা জিয়ার বিএনপি সরব নির্বাচনের দাবিতে। সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পুরোনো বিধান বাতিল করে দিয়েছিলেন হাসিনা। কিন্তু ঢাকা হাইকোর্ট সম্প্রতি তদারকি সরকারের অধীনে ভোটকে ফের বৈধ ঘোষণা করেছে। ভোটদানের বয়স আঠারো থেকে কমিয়ে সতেরো এবং সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বয়স ২৫ থেকে কমিয়ে ২১ করার কথাও হচ্ছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বয়ান বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, নির্বাচনি সংস্কারের ধুয়ো তুলে আরও বেশ কিছুদিন ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন তিনি। ফলে খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের সম্ভাবনা খুব কম।

ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রিকে সম্প্রতি ঢাকায় পাঠিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কিছুটা হয়তো স্বাভাবিক হবে বলে আশা করেছিল ঢাকা। কারণ, ওই সফরের পর সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বিদেশসচিবের বক্তব্যকে ঢাকা মান্যতা দিয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। প্রথম দু'চারদিন ইউনূসের কথাবার্তা নেতিবাচক মনে হয়নি। কিন্তু অচিরেই ঘোর কাটে একের পর এক মন্দিরে হামলা, নাটোরে মন্দিরের মধ্যে সেবাইতকে হত্যা, কুমিল্লায় মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতোর মালা পরানো, খুলনায় হিন্দু মহিলাকে গণধর্ষণের পর খুন ইত্যাদিতে। কোনও ক্ষেত্রেই মনে হয়নি দেশটার কোথাও আইনের শাসন বলবৎ রয়েছে। আবার বড়দিন ও ইংরেজি বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে কক্সবাজার, টেকনাফ সহ বিভিন্ন জায়গায় নানা বিধিনিষেধ জারি করেছে ইউনূসের পুলিশ। আতশবাজি-পটকা ফাটানো নিষিদ্ধ হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের এক এবং একমাত্র কর্মসূচি এখন হাসিনা ও আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দেওয়া। যেভাবেই হোক, ভারত থেকে হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে বিচার শুরু করাতে তাই মরিয়া চেষ্টা চলছে। আওয়ামি লিগের জমানায় তিন হাজার গুম খুন, একের পর এক গণহত্যা, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি, সরকারি কোষাগার লুট ইত্যাদি অভিযোগের দীর্ঘ তালিকা থাকায় বিচার করানোর সুযোগ অনেক। সেজন্য হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরাতে ভারত সরকারকে এই চিঠি। আপাতত প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনের খুঁটিনাটি পড়ে দেখার অছিলায় সময় নিচ্ছে দিল্লি।

এমনিতে আইনানুযায়ী যাঁর প্রত্যর্পণ চাওয়া হয়, তাঁর প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা থাকলে ফেরত পাঠাতে বাধ্য নয় আশ্রয়দাতা দেশ। সঙ্গে আরেকটি বিষয় রয়েছে। এই উপমহাদেশে ভারত সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। ঢাকার চাপের কাছে দিল্লি নতিস্বীকার করলে ভুল বার্তা যাবে এই অঞ্চলের অন্য ছোট দেশগুলির কাছে। ভারত তাই 'ধীরে চলো' নীতি নিয়ে চলার পক্ষপাতী। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২১ জানুয়ারি শপথগ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন। ভোট-প্রচার এবং পরবর্তী সময়ে ট্রাম্প বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প গদিতে বসলে ঢাকার মনোভাব কি পালটাবে? ইউনূসদের চরম বাড়াবাড়ি কি কিছুটা কমবে? সেই সময়ের প্রতীক্ষায় সম্ভবত মোদি সরকার।

অমৃতধারা

ডাক্তার যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমার চশমার পাওয়ার ঠিক করে, ঠিক আমরাও একই কাজ করি। জাগতিক লোক সব অন্ধ হয়ে গেছে, আমরা দেখাতে সাহায্য করি। দান করার সময় দুহাতে দান করে দেবে। কিন্তু নেবার সময় ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। সন্ন্যাসীরা সব ত্যাগ করেছে গৃহস্থ মানুষকে শান্তি দেবার জন্য। তারা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে। গৃহস্থদেরও উচিত তাদের জন্য কিছু করা, অন্তত ছোট ছোটো ত্যাগ করা। ধনীরা যদি এক হাজার টাকা দেয় তাতে ওদের যায় আসে না। অনেক অর্থের মধ্যে কিছুটা দেয়। আমার একটা লোক এক হাজার টাকা দিক তা আমি চাই, এক টাকা করে যদি এক হাজার মানুষ দেয়, সেটা আমি চাই। সেটা ভীষণ শক্তিশালী।

- ভগবান

এন্ডি চাদর আর অহিংস সিল্কের কথা

সামান্য কাঁটাওয়ালা এন্ডিফল থেকে ভোজ্যতেল হয়। শরৎচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরের বাংলায় একে রেড়ির তেল বলা হয়েছে।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

পৌষ-মাঘ এখন বড়ই দুর্বল। সামান্য পশমেই শীত কাটিয়ে দেওয়া যায়। সে কারণে শীত থাকতে থাকতেই উত্তরবঙ্গের হেরিটেজ সিল্ক, এন্ডি চাদরের কথা বলে ফেলা ভালো। কারণ দেখুন, সিল্ক বা রেশমের বিশ্ববাজারে সম্প্রতি এন্ডির মতো 'অহিংস সিল্ক'-এর চাহিদাও বেড়েছে। এই 'অহিংস সিল্ক'-এর ধারণাটি উদ্ভাবন করে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশিষ্ট রেশম বিশেষজ্ঞ, কুসুমা রাজাইয়া আধুনিক বিশ্ববাসীর মধ্যে সিল্কের ধ্যানধারণাই পালটে দিয়েছেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা তো এখন এন্ডির দিকেই তাকিয়ে থাকেন। অহিংস সিল্ক মানে যে রেশম উৎপাদনে রেশমকীটকে হত্যা করা হয় না, অর্থাৎ যে সিল্কে হিংসা নেই। মালবেরি, মুগা, তসর সিল্কের পরম্পরাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই প্রাণীহত্যা হয়, হিংসা হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম এন্ডি সিল্কের ক্ষেত্রে। এই সিল্কের সুতো তৈরি করতে তার গুটিপোকাকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারা হয় না। এই রেশমকীটের এমনই জাদুক্ষমতা যে, গুটি বা বাসা বাঁধার সময় সেই গুটিতে সে নিজেই একটি ছিদ্রপথ রাখে এবং সেই ফুটো দিয়ে জীবনসায়াহ্নে এসে সে নিজেই জীবন্ত মথ হয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে এন্ডি গুটিকে ঈষদুষ্ণ জলে সেদ্ধ করে যখন সুতো বের করা হচ্ছে তখন তাতে কোনও প্রাণ নেই। এন্ডিতে তাই হিংসা নেই, এই রেশম নন-ভায়োলেন্ট, অহিংস তন্তু। ভাবলে অবাক হতে হয়, একটি সাউথ ইন্ডিয়ান বা মাইসুরু সিল্ক, একটি বেনারসি বা কাঞ্জিভরম বা বালুচরি শাড়ি নির্মাণের জন্য যত সিল্ক-সুতোর প্রয়োজন হয়, তা তৈরি করতে ১০ থেকে ৫০ হাজার রেশমকীটকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করতে হয়। এক পাউন্ড সিল্ক সুতোর জন্য ৩ থেকে ৫ হাজার রেশমকীটকে প্রাণ দিতে হয়। এন্ডির ক্ষেত্রে এই হিংসাশ্রয়ী প্রাণীহত্যা নেই। হ্যাঁ, নেই। আর ঘটনাচক্রে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাইও এই এন্ডির আঁতুড়। এ অঞ্চলের প্রাচীন জনজাতি বোড়ো-কছারি-মেচরা এই অহিংস রেশমের উৎপাদক সম্প্রদায়। আশ্চর্যের কথা, এই এন্ডি সিল্কের উৎসমূলে আছে আমাদের অত্যন্ত নিকটতম উদ্ভিদ-প্রতিবেশী, আমাদের ব্যাপক অনাদর ও অবহেলার ভ্যারেন্ডা গাছ। এন্ডি হল উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেরও, বিশেষ করে তরাই ও ডুয়ার্সের নিজস্ব সিল্ক, বোড়োভাষী মেচদের এক ঘরোয়া রেশম। বোড়োরা এন্ডি গুটিপোকাকে আদর করে ডাকে, 'এম্ফোউ'। এন্ডির চাদর একসময় বোড়োভাষী মেচদের ঘরে ঘরে তাদের নিজস্ব গর্ততাঁত, চাঙ্গালি-তে তৈরি হত। ডুয়ার্সের কামাখ্যাগুড়িতে ১৯৫৭ সাল থেকে প্রায় ৫০ বছর একটি সরকারি এন্ডিশিল্প শিক্ষণকেন্দ্রও ছিল। নানা কারণেই বলা হয় সব সিল্ক বারবার, এন্ডিসিল্ক একবার! এর কারণ এন্ডিসিল্ক গরিবের সিল্ক, এন্ডিসিল্ক অহিংস সিল্ক, এ রেশম শান্তিকামী।

শিলিগুড়ি-তরাইয়ের মেচি উপত্যকা থেকে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক পেরিয়ে যতই সংকোশপাড়ের দিকে যাওয়া যায়, এই বিস্তৃত পাহাড়তলিজুড়ে ডুয়ার্সের একটা নিজস্ব আগুন তাপানো শীত ছিল, একটা টিপিকাল পান-তাম্বুলের শরীর কাঁপানো শীতকাল ছিল। সেই শীতের কত বিচিত্র ডাইলেক্টিক্স! শিলিগুড়ির শীতের সঙ্গে জলপাইগুড়ির শীত মিলবে না। মালবাজারের ডামডিমের শীতের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের বঞ্চুকামারির বা খোয়ারডাঙ্গার শীত মিলবে না। ময়নাগুড়ির ভোটপট্টির সঙ্গে কুমারগ্রামের পাগলারহাট বা মাদারিহাটের ছেকামারির শীতের বিস্তর ফারাক! শীতের ফারাক ছিল গরুবাথান পাহাড়ের সঙ্গে কামাখ্যাগুড়ি বা রসিকবিল-আটিয়ামোচরের। যেন নদী আলাদা, গ্রাম-পোস্ট অফিস আলাদা তো শীতও আলাদা! প্রায় সেরকমই! এইসব ফারাক ঘুচিয়ে দিয়ে উত্তরবঙ্গের এক নিজস্ব জাদুচাদর হয়ে উঠেছিল, এন্ডি চাদর। সেই শীতও নেই, শীতের সেই শীতকাহনগুলোও আর নেই। ফলে বাংলায় এখন এন্ডির সেই ক্রেজও নেই। বাংলায়, উত্তর বাংলায়, তরাইয়ে, ডুয়ার্সে এন্ডি এখন প্রায় বিলুপ্তি ও বিস্মৃতির পথে। কিন্তু আলো না থাকলেও এন্ডির ছায়া আছে, উপছায়া আছে, তরাই-ডুয়ার্সের মানব-ইতিহাসে, ঘাসে ও কুয়াশায়! খোয়ারডাঙ্গা-দুবাশ্রী, ছেকামারি-সাতালি, হেমাগুড়ি-ঘাকসাপাড়ার মতো গ্রামগুলিতে উঁকি দিলে হয়তো এখনও দেখা যাবে কিছু বাড়িতে বড়ই সংগোপনে, অনাড়ম্বরে, সমাজের মূলস্রোতের অগোচরে একান্তে বেড়ে উঠছে এন্ডি গুটিপোকা। রেশমকীটদের সস্নেহে খাওয়ানো হচ্ছে এন্ডি গাছের কচি পাতা। এন্ডি পাতা খেয়ে এন্ডি লার্ভা বড় হচ্ছে, বাসা বাঁধছে। নির্মিত হচ্ছে লাল-সাদা ঘিয়া রঙের এন্ডি রেশমের আঁতুড়। সেই এন্ডি রেশমগুটি থেকে বোড়ো রমণীরা নলিতে, তকলিতে করে এন্ডি সুতো বের করছেন। প্রায় সপরিবার, সেই সুতো দিয়ে নিজেদের গর্ততাঁত, চাঙ্গালিতে বুনছেন, ডখনা, আরুনাই, এন্ডি চাদর। যার কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যই নেই। আছে স্রেফ লোকচর্যা বা লোকাচারের ম্যাজিক। জাদুরেশম এন্ডি বিলুপ্তপ্রায় হতে পারে, কিন্তু তার দীর্ঘ গড়াপেটার গল্প-কাহিনী-স্মৃতি তো থাকবেই। তরাই-ডুয়ার্সে গত প্রজন্মের কে না পরেছেন এন্ডি চাদর!

একটু প্রবীণরা জানেন অন্য অনেককিছুর মতো এন্ডি রেশম বা এড়ি সিল্কও হয়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের নিজস্ব রেশম, অহংকার ও ঐতিহ্যের প্রতীক। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার ডুয়ার্সে তো বটেই, তারপরেও এন্ডির ব্যবহার ছিল। সেই দিন পালটেছে। বাংলায় এন্ডির কোনও যোজনা নেই। তবুও, শুধু সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও জাতিগত ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে বোড়োদের এন্ডিচর্চা টিকে আছে। বোড়োদের লোকপুরাণে এন্ডির দেবী, গডেস এন্ডিবুড়ো। বাড়িতে এন্ডি গুটিপোকা পালন ও এন্ডি কালচারে অনীহা এলে বা এই পরম্পরা থেকে বিচ্যুতি হলেই এই এন্ডিবুড়ো বোড়ো গৃহকর্ত্রীকে স্বপ্ন দেখান। উত্তর-পূর্ব ভারতের সুরমা, ধানসিঁড়ি, লোহিত থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের তিস্তা উপত্যকা এই এন্ডিবুড়েয়ের লীলাভূমি, এরকম ভাবা হয়। তিস্তাবুড়ির মতো সেও এক অশরীরী-অলৌকিক দেবী। ফলে এন্ডির নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, লোককলা ও কৌতূহলোদ্দীপক শিল্প ও সাহিত্যভাষের সঙ্গে এর একটা দার্শনিক দিকও আছে।

একটু প্রবীণরা জানেন অন্য অনেককিছুর মতো এন্ডি রেশম বা এড়ি সিল্কও হয়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের নিজস্ব রেশম, অহংকার ও ঐতিহ্যের প্রতীক। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার ডুয়ার্সে তো বটেই, তারপরেও এন্ডির ব্যবহার ছিল। সেই দিন পালটেছে। বাংলায় এন্ডির কোনও যোজনা নেই। তবুও, শুধু সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও জাতিগত ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে বোড়োদের এন্ডিচর্চা টিকে আছে।

এন্ডির মহিমা কী? না, এই সিল্ক নরম এবং সত্যিকারের রেশমি এবং টেকসই। বলা হয়, দই যখন জমে এন্ডি তখন উষ্ণতা দেয়।

যে রেশম বা সিল্কের সুতো থেকে এন্ডি চাদর, ডখনা, আরুনাই ইত্যাদি তৈরি হয়, এন্ডি নামক সেই প্রাণীটির জীবনচক্রও খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ডিম থেকে শুরু করা যাক। গ্রীষ্ম ৪৪-৪৮ দিন ও শীতে ৮৫-৮৭ দিনের আয়ুসম্পন্ন প্রজাপতি নয় অথচ প্রজাপতিসদৃশ এন্ডি স্ত্রী-মথ পুরুষ-মথের সঙ্গে মিলিত হবার পরে ৩০০-৫০০টি করে ডিম পাড়ে। ৭ থেকে ১০ দিন সেই ডিম সমূহে তা দিয়ে তারা মরে যায়। এই ডিম ফুটে সাদা-সবজে রঙের যে লার্ভা জন্মে তারা পলু বা শুয়োপোকাতে রূপান্তরিত হয়। এদের বৈজ্ঞানিক নামটিও খুব মজার, 'ফিলোসামিয়া রিসাইনি'! আগেই বলা হয়েছে, এদের খাদ্য হল, ভ্যারেন্ডা বা এন্ডি গাছের পাতা। সংস্কৃতে এই গাছের নাম, 'এরন্ড', ইংরেজিতে castor bean বা castor oil plant। বোড়োরা বলে 'এন্ডি বিফাং'। সম্ভবত অসমিয়া শব্দ, ইড়া থেকে গাছটির নাম এড়ি হয়েছে। বর্ষায় এন্ডির চারা হয়, হেমন্ত ও শীতে ফল-ফুল হয়। সামান্য কাঁটাওয়ালা এই এন্ডিফল থেকে ভোজ্যতেল তৈরি হয়। শরৎচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরের বাংলায় একেই রেড়ির তেল বলা হয়েছে।

হ্যাঁ, এন্ডি গুটিপোকারা 'মরিয়াই প্রমাণ করে তাহারা মরে নাই'। পোকা বা কীটের জীবনচক্র শেষ হলেও মানুষের শীতবস্ত্র, রেশম হয়ে, এন্ডি চাদর ইত্যাদি হয়ে তারা বেঁচে থাকে। ডিম থেকে লার্ভা (শুঁয়োপোকা), তারপর পিউপা বা এন্ডিপলু, তারপর সামান্য জীবনকালে এন্ডিগাছের পাতা খেয়ে গুটি বা বাসা বেঁধে সেই গুটি বা বাসাটি মানুষকে উৎসর্গ করে প্রজাপতিসদৃশ মথ হয়ে পরের প্রজন্মের জন্য ডিম পেড়ে রেখে তারা মরে যায়। সেই ডিম থেকে নতুন লার্ভারা আসে। এভাবে এন্ডির জীবনচক্রও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, এন্ডির মতোই, ভ্যারেন্ডার মতোই!

চিনা পুরাণে সম্রাজ্ঞী, সাই লিং শি বা লিজু-কে যেমন রেশমের দেবী বলা হয়, সেরকমই বোড়োপুরাণের এন্ডির দেবী, এন্ডিবুড়েয়ের কথা শুনলেন তো? এন্ডি চাদরের কথা না এলে এই এন্ডিবুড়ে, অহিংস রেশমের কথা আসত কি?

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০১৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি পরিচালক মৃণাল সেন।

১৯৭৫

কিংবদন্তি গলফার টাইগার উডসের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমার কাছে এই বিশ্ব খেতাব খুব বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। এবার সব টুর্নামেন্টে খারাপ খেলেছি। লাস্টও হয়েছি। তারপর এই বিশ্ব খেতাব! বাবা-মা আমার মেয়েকে রাখতেন বলে এটা সম্ভব হল।

- কোনেরু হাম্পি

ভাইরাল/১

জামা-প্যান্ট ইস্ত্রি করতে হবে। এদিকে কারেন্ট নেই। কী করবেন? চা তৈরির সসপ্যান থাকলেই হবে। এবার সসপ্যান দিয়ে জামা-কাপড় ইস্ত্রির ভিডিও ভাইরাল। একজন গরম সসপ্যান জামার ওপর দিয়ে টানছেন আর জামার ভাঁজগুলি গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

ভাইরাল/২

রসুন কিনতে আমজনতার পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এদিকে, মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে বৃষ্টির জলে ভাসছে টন টন রসুন। কেউ জাল নিয়ে, কেউ আবার শাড়ির আঁচল দিয়ে জল থেকে ছেঁকে তুলছেন সেই 'মূল্যবান' পণ্য।

জনমন জনমত

ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের এক শেডের তলায় আনা হোক

আমি শিলিগুড়ির একজন বরিষ্ঠ নাগরিক হিসেবে মহানাগরিক গৌতম দেবের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখতে চাই।

সম্প্রতি কলকাতার নিউটাউনে যাই এবং সেখানে গিয়ে ওখানকার সাজানো গোছানো পরিবেশ দেখে খুবই ভালো লাগে। বিশেষ করে ফুটপাথের বিভিন্ন ছোট ছোট দোকান, যেমন, খাবারের স্টল, ফলের দোকান, ফুলের দোকান - এই সবকিছু এক শেডের তলায় এনে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। যেমনটা ইউরোপ-আমেরিকার শহরে দেখা যায়।

কিন্তু শিলিগুড়িতে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, যে যার খুশিমতো রাস্তার ধারে বিশেষ করে ফুটপাথের ওপর রাস্তা দখল করে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে পথচারীদের সমস্যা হচ্ছে এবং প্রায়শই অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। পুরনিগম ও পুলিশ প্রশাসন এই ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোনও লাভ হচ্ছে না। প্রতিদিনই কোনও না কোনও নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে ফুটপাথ দখলকারী হিসেবে। এইসব ব্যবসায়ীর থেকে কর্পোরেশনের কোনও আর্থিক লাভও হচ্ছে না। কারণ এঁরা কেউই পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্সের ধার ধারেন না, বলা ভালো বেশিরভাগেরই কোনও ব্যবসায়িক বৈধতা নেই।

তাই মহানাগরিকের কাছে অনুরোধ, এই রকম ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের যদি কোনও এক জায়গায় বড় আকারের শেড বানিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে উভয় দিকই রক্ষা হয়। এতে এক ছাতার তলায় যেমন সবকিছু পাওয়া সম্ভব, তেমনই পথচারীদের সুবিধা হবে, সেইসঙ্গে নিগমেরও আয়ের পথ প্রশস্ত হবে।

কর্পোরেশনের তরফে স্টেশন ফিডার রোডে যেটা করা হয়েছে সেটা দৃষ্টিনন্দন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা যদি বড়ও কোনও শেডের তলায় করা হত তাহলে সম্পূর্ণ ফুটপাথটাই পথচারীরা ব্যবহার করতে পারতেন।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

মহতের সাধারণ জীবন

ডঃ মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিচারণায় তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী বলেছেন, তিনি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ গাড়ি নয়, বরং তাঁর নিজস্ব মারুতি ৮০০ গাড়িটিই ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। শোনা যায়, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিও ভারতে থাকাকালীন সারাজীবন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির কামরায় ভ্রমণ করেছেন। অসাধারণ উচ্চতায় থেকেও তাঁদের এই ধরনের নৈতিক আদর্শ ও সরল জীবনযাত্রা জনসাধারণের মধ্যে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

মায়া ও জঞ্জাল হরণের ব্যবস্থাপনা ডাস্টবিন

প্রভুপ্রেমী ডগির অকালপ্রয়াণ থেকে নিথর ময়না, বর্ষশেষের ক্যালেন্ডার-- সকলের জন্য পড়ে থাকে ভাগ্যহীন ভাগাড়।

সন্দীপন নন্দী

যে কোনও আয়োজন শেষে তার মোচ্ছবের তুমুল ঘ্রাণ লেগে থাকে নিকটবর্তী মলিন ডাস্টবিনে। ভাতের পাহাড় হতে জুঁই ফুলের স্তূপ, সদ্যমৃত মায়ের বালিশতোষক থেকে হানিমুন ফেরত নিউকাপলের শুকিয়ে আসা আনাজসম্ভার। কী নেই হেথায়? সে এক মানবজমিনের আশ্চর্য লাস্টস্টেশন যেন।

সুতরাং জীর্ণ, পুরাতন সরিয়ে নব আনন্দে জেগে ওঠার এক অন্যতম অনিবার্য প্রস্তুতির নাম এই জঞ্জালনিক্ষেপ। ফলে যা কিছু প্রাক্তন, যেটুকু বিবর্ণ, যাহাতে আর মোহ নেই মানবের, সেইসব সামগ্রীতেই সেজে ওঠে অলিগলির এই অস্পৃশ্য মুলুক। দিকে দিকে গৃহশোভার পরিপন্থীরা এভাবেই নেমে আসে নিজের সর্বনাশের আশায়। তবু ওরা যুগে যুগে সকল নিয়ে বসে থাকে।

একদা যা ছিল দৈনন্দিন তাহাই কালের যাত্রাপথে হয়ে ওঠে অপাংক্তেয়। অপার্থিব পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেম জালে। সে প্রভুপ্রেমী ডগির অকালপ্রয়াণ থেকে ডাকনাম ধরে শিস দেওয়া নিথর ময়না কিংবা ক্ষণজন্মা খরগোশ থেকে বর্ষশেষের ক্যালেন্ডার, সকলের তরে পড়ে থাকে ওই একাকী ভাগ্যহীন ভাগাড়।

নিখিলবিশ্বে মায়াজঞ্জাল ধারণের এক বিপুল ব্যবস্থাপনা। ডাস্টবিন। কতরকমভাবে আমাদের সচেতন করে যায়। বিবাহবাসর হতে শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ হতে ব্রিগেড, সর্বত্র মাথানত করে চরণধুলার পরে পড়ে থাকা বিচিত্র অবয়বখানি।

ফলে কোনও মহানগরের যাবতীয় অসুন্দরের আড়াল আত্মগোপন করে থাকে এ প্রস্তাবিত প্রকল্পেই। তাই যে শহরে ডাস্টবিন যত সমৃদ্ধ সে শহরে সুন্দর তত সুন্দর। তাই অবিমৃশ্যকারী ছন্নছাড়া নাগরিকের ভুল, সোহাগ, আভিজাত্য অনাদর, পাপকে এই ডাস্টবিন দিয়ে অচিরেই ডিফাইন করা সম্ভব।

তাই তো প্রবল মন্বন্তরেও নবান্ন নাটকের সূচনা হয় এক বিয়েবাড়ির ডাস্টবিন সম্মুখে। যেখানে খাবার নিয়ে কুকুর আর মানুষের যুদ্ধেও অবিশ্বাস্য আশাবরি ধুন বেজে ওঠে। যে দৃশ্যে ডাস্টবিনের সঙ্গে বিয়েবাড়ি কলকাকলির কন্ট্রাডিকশনকেই মান্যতা দিয়েছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য।

কী নেই তার গর্ভে? অনাহূত কন্যাসন্তান, স্বরহারানো হারমোনিয়াম, জীর্ণ জামা থেকে ভাঙা নূপুর, শৈশবের চুল ওঠা খেলনা বার্বি হতে শবদাহ করে আসা পিতার শেষ সরবিট্রেটের শূন্য খোল। আরও কত কী! এমনকি সংসারে পরম ক্রোধে ভেঙে ফেলা মূল্যবান আইফোনেরও শেষতম ডেস্টিনেশন হতে দেখেছি এই ডাস্টবিনকে।

সুতরাং বলাই যায়, গৃহস্থালির চলমান জীবনের গ্লানি, অহংকার, বৈভবের মহামিলনস্থল এই আস্তাকুঁড়। যার জন্যই নির্মল এ বাংলা। যার জন্য দেশজুড়ে সাড়ম্বরে থেকে যায় এক স্বচ্ছ ভারত মিশন। হতশ্রী গ্রাম যার নগণ্য হাত ধরে হয়ে ওঠে অলৌকিক মডেল ভিলেজ। সমাজের সাফাইকর্মীদের সমব্যথী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় যে নির্মাণ। নগরের ময়লাসমগ্র যে চত্বরে এনেই শেষমেশ স্বস্তিতে প্রত্যহ বাড়ি ফেরেন আমার সুইপারবন্ধুরা।

তাই একবেলা হকের মজুরির দাবিতে ওরা ঝাড়ু ফেলে ব্যানার ধরলে ভয় করে শহরের। উথলে ওঠা ময়লার ইতস্তত বিন্যাস আর পথেঘাটে ছড়িয়ে পড়া বদগন্ধে অসহ্য হয় জীবন। তখন বছরভর নীরবে কর্মরত একশ্রেণিকে ঈশ্বর মনে হয়। আর শীতের সকাল হতে গ্রীষ্মদুপুরেও যে মানুষদের জন্য শহরবাসীর অপেক্ষা বলে কিছু থাকে না, তাদের তরেই সেদিন মধুপর্ক লয়ে মিষ্টভাষণে ফোনের এপারে ভদ্র হয়ে ওঠেন রাশভারী গৃহকর্তারা। এটাই রূঢ় রিয়েলিটি। জঞ্জাল, দলিত জীবনের আশ্চর্য চালচিত্র।

তবু অসহনীয় দৈন্য আশাহারা ব্যাকুলতার পরেও সেই মুখ কিংবা হাতযশকে মান্যতা দেয়নি সমাজ। অথচ সেই চরবাসী, বস্তিবাসীদের নাগাল পেতেই কোন এক দুঃসহ রবিবাসরীয় সকালে ছাদ হতে দৃশ্যমান ললিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও কুশ্রী লাগে। মনে হয়, জঞ্জালের মেঘ ভেসে যায় ওই আকাশজুড়ে। একুশতলার রুফটপ থেকে যে ময়লাবিশ্বকে বিপন্ন লাগে বড়। একেই বলে অনুপস্থিতির শিল্প।

(লেখক প্রবন্ধকার। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। নলযুক্ত জলের পাত্র ৪। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা ৫। পেতল বা স্টিলের প

মনমোহনের অপমানের পালটা শিখবিরোধী দাঙ্গা

কংগ্রেসকে কটাক্ষ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন। কিন্তু থামল না প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কেন্দ্র করে চলা শাসক-বিরোধী টানাপোড়েন। শনিবার পর্যন্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মানের অভিযোগে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে দোষারোপ চলছিল। রবিবার সেই তর্জায় জড়িয়ে পড়ল কেন্দ্র। কংগ্রেসকে নিশানা করলেন দুই মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি এবং অশ্বিনী বৈষ্ণো। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নোংরা রাজনীতির অভিযোগের সঙ্গেই ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তাঁরা। নরসীমা রাওয়ের শেষকৃত্যের সময় কংগ্রেস নেতাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মোদি-মন্ত্রীরা।

রাজঘাটের পরিবর্তে নিগমবোধ ঘাটে মনমোহনের অন্ত্যেষ্টি নিয়ে শুরু থেকে আপত্তি জানাচ্ছিল কংগ্রেস। শনিবার নিগমবোধেই হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য। সেখানে একাধিক অব্যবস্থার কথা জানিয়ে কেন্দ্র-বিজেপিকে নিশানা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এরপর একে একে সরব হন ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। এরপরেই আসরে নামেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

১৯৮৪-র দাঙ্গার দিকে ইঙ্গিত করে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের ৩ হাজার মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল। সেই সময় ওঁরা শিখদের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন?' তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। অহেতুক জটিলতা তৈরি করে নোংরা রাজনীতি করছে কংগ্রেস। নিগমবোধ ঘাটে মনমোহনের শেষকৃত্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'দিল্লিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। রাজঘাটে জল জমার সমস্যা রয়েছে। সেই কারণে সেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজনের ঝুঁকি নেওয়া হয়নি।' প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাওয়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। পুরির অভিযোগ, তাঁর অনুগামীরা রাওয়ের দেহ কংগ্রেস সদর দপ্তরে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেহ দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি হায়দরাবাদে সম্পন্ন হয়।

অশ্বিনী বৈষ্ণোর কটাক্ষ, 'মনমোহন সিংয়ের অন্ত্যেষ্টি নিয়ে রাজনীতি করছে কংগ্রেস। অথচ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ওই দলের নেতারাই তাঁকে ক্রমাগত কোণঠাসা করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।' এর আগে কংগ্রেসকে নিশানা করে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, 'গান্ধি পরিবার দেশের কোনও নেতাকে সম্মান বা ন্যায়বিচার প্রদান করেনি। এমনকি তাঁরা কংগ্রেসের নেতা হলেও একই আচরণ করা হয়েছে। দেশ কোনওদিন নীতিহীন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক পাপ ভুলে যাবে না।'

এদিকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠার পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে পিভি নরসীমা রাওয়ের পরিবার। নরসীমা রাওয়ের ভাই মনোহর রাও বলেন, 'সোনিয়া গান্ধি নরসীমা রাওয়ের মৃতদেহ কংগ্রেস দপ্তরে আনতে দেননি। দু'গজ জায়গাও দেননি প্রয়াত নেতার সমাধির জন্য। একটা মূর্তিও বানাননি, ভারতরত্নও দেননি। সেটা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।'

যমুনায় অস্থি বিসর্জন মনমোহনের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের অস্থি বিসর্জন করা হল যমুনা নদীতে। রবিবার যমুনা তীরের গুরদোয়ারা মজনু কা টিলায় যান মনমোহনের পরিবারের সদস্যরা। সেখানে নামগানের আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর হয় অস্থি বিসর্জন। সেখানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী গুরশরণ কৌর। এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ বিক্রমজিৎ সিং সাহনি। শনিবার দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। প্রয়াত নেতার শেষযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক সহ অনেকে। মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি সহ কংগ্রেসের প্রায় সব বড় নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের সম্প্রদায়ের ৩ হাজার মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল। সেই সময় ওঁরা শিখদের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন?

হরদীপ সিং পুরি

মনমোহন সিংয়ের অন্ত্যেষ্টি নিয়ে রাজনীতি করছে কংগ্রেস। অথচ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দলের নেতারাই তাঁকে ক্রমাগত কোণঠাসা করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

অশ্বিনী বৈষ্ণো

পানিপত হিল স্টেশনে বরফ নিয়ে কেরামতি পর্যটকদের। নীচে নতুন করে তুষারপাতে বরফময় লাহুল-স্পিতি।

সপ্ত শৃঙ্গ জয় ভারতীয় কন্যার

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : সাত মহাদেশের সাত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের বিরল নজির ভারতীয় কন্যার। মুম্বইয়ের ১৭ বছর বয়সি কিশোরী কাম্য কার্তিকেয়ন বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

গত ২৪ ডিসেম্বর অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট ভিনসেনের চূড়ায় পা রাখে কাম্য। সঙ্গে ছিলেন তার বাবা ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার এস কার্তিকেয়ন। এই শৃঙ্গ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাত মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের নজির গড়ল সে।

কাম্যর যাত্রা শুরু হয় আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো দিয়ে। এরপর ইউরোপের মাউন্ট এলব্রাস, ওশিয়ানিয়া মহাদেশের মাউন্ট কসিয়াস্কো, দক্ষিণ আমেরিকার মাউন্ট আকনকাগুয়া, উত্তর আমেরিকার মাউন্ট ডেনালি জয় করে দ্বাদশ শ্রেণির এই ছাত্রীটি। চলতি বছরের মে মাসে এশিয়া তথা বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখে কাম্য। সেইসঙ্গে মুম্বইয়ের এই কিশোরী কন্যা সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ মহিলা হিসেবে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের নজির গড়ে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে কাম্য ও তার বাবা এস কার্তিকেয়নকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। মাউন্ট ভিনসেন জয়ের পর এই ভারতীয় কিশোরী বলেছে, 'প্রতিটি পর্বতশৃঙ্গ আমাকে সাহস, সহনশীলতা ও পৃথিবীর সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছে। আশা করি, আমার এই যাত্রা অন্যদের অণুপ্রাণিত করবে।'

শৃঙ্গ জয় করে জাতীয় পতাকা হাতে মুম্বইয়ের কাম্য কার্তিকেয়ন।

মহাকুম্ভের আগে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর সংযোগস্থলে ভিড় পুণ্যার্থী পর্যটকদের। রবিবার প্রয়াগরাজে।

এবছর কাশ্মীরে খতম ৭৫ জঙ্গি

জম্মু, ২৯ ডিসেম্বর : চলতি বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ৭৫ জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। নিহতদের ষাট শতাংশ পাকিস্তানি। জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন ২৬ জওয়ান। সাত তীর্থযাত্রী সহ সাধারণ নাগরিক মারা গিয়েছেন ৩২জন। এক সেনা আধিকারিক এই তথ্য দিয়েছেন।

নিরাপত্তাবাহিনী ভূস্বর্গের ৯টি জেলায় জঙ্গিদমনে বিশেষ কৃতিত্ব রেখেছে। সর্বাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বারামুলা জেলায়। সেনা সূত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৭ জন জঙ্গি মারা পড়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করার সময়। সরাসরি সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২৬ জন জঙ্গি। জম্মু, উধমপুর, কাঠুয়া, ডোডা এবং রাজৌরিতে মৃত ৪২ জন জঙ্গির মধ্যে কেউই স্থানীয় নয়। সেনার দাবি, স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি উপত্যকা থেকে প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা যেমন ছিল, ভোট হয়ে যাওয়ার পরেও তাতে ছেদ পড়েনি। জঙ্গিরা ইদানীং নাশকতার ছক বদলেছে। উপত্যকার যে সমস্ত অঞ্চলে জঙ্গি তৎপরতা দেখা যেত না, এখন সেই সমস্ত অঞ্চলেও নাশকতা ঘটছে।

মুজিববাদী সংবিধানের কবর ৩১-এ, দাবি

ছাত্র নেতাদের ঘোষণাপত্রের দায় নিতে নারাজ সরকার

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পেশি প্রদর্শনের কোনও সুযোগ ছাড়তে নারাজ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। রবিবার ঢাকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের নতুন দাবি, চলতি বছরেই নাকি বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে আওয়ামি লিগ। সেই বদল নিশ্চিত করতে ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার শহিদ মিনারে 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' প্রকাশ করা হবে। একথা জানিয়েছেন দুই ছাত্রনেতা সারজিস আলম এবং হাসনত আবদুল্লা। ছাত্রনেতা হওয়ার পাশাপাশি সারজিস জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠকও। তাঁদের এহেন ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নানা মহলে।

ইউনূস সরকার যে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে বাংলাদেশের জনমানস থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর, সারজিস, হাসনতের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। পরিস্থিতির জটিলতা আঁচ করে এদিনই বিবৃতি দিয়েছে সরকারপক্ষ। প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব মহম্মদ শফিকুল আলম বলেন, 'এটি একটি প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ। আমরা এটিকে প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ হিসেবেই দেখছি। সরকারের সঙ্গে এর কোনও সম্পৃক্ততা নেই। যাঁরা এটিকে সাপোর্ট করছেন, প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভকে সাপোর্ট করছেন।' ঢাকার সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের কিছু নমুনা পরীক্ষার জন্য বিদেশের গবেষণাগারে পাঠানোর কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

সরকার যদি ছাত্রদের ঘোষণার সঙ্গে যুক্ত হতে রাজি হয়, তাহলে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের কার্যকারিতা কী? বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতা বা শাসকগোষ্ঠী, কোনও তরফে এই নিয়ে মন্তব্য করা হয়নি। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হাসনত আবদুল্লা বলেন, 'মুজিববাদী সংবিধানকে কবরস্থ ঘোষণা করা হবে। যেখান থেকে একদফার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গা থেকে মুজিববাদী বাহাত্তরের সংবিধানের কবর রচিত হবে। আমরা প্রত্যাশা রাখছি, জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে নাৎসিবাদী আওয়ামি লিগকে বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করা হবে।'

সারজিস আলম বলেন, 'আমরা বিপ্লবের একটি ধাপ অতিক্রম করেছি। জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র আরও আগে ঘোষণা করা প্রয়োজন ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই বিপ্লব যেমন ফ্যাসিস্টবিরোধী সবাইকে ধারণ করতে পেরেছিল, এই ঘোষণাপত্রও সবার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারবে।' বাংলাদেশের গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন, রাজনীতি সহ সমস্ত ক্ষেত্রে 'ফ্যাসিবাদী শক্তি' এখনও সক্রিয় রয়েছে বলে দাবি করেন ছাত্রনেতারা। ফ্যাসিস্টদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতেই এই নয়া ঘোষণাপত্র বলে তাঁরা জানিয়েছেন। যদিও সেখানে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

অস্থির বাংলাদেশ

কারখানার গ্যাস লিকে মৃত ৪

আহমেদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর : চল্লিশ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ইউনিয়ন কারবাইড ইন্ডিয়া লিমিটেডের কীটনাশক কারখানা থেকে ৪০ টন মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। তেমনই আতঙ্ক শনিবার রাতে ফিরল গুজরাটের ভারুচ জেলার দাহেজে।

গুজরাট ফ্লুরো কেমিক্যালস লিমিটেডের একটি উৎপাদন ইউনিটের পাইপ ফুটো হয়ে গিয়ে গ্যাস বেরোতে শুরু করলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১০টা নাগাদ বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যায় দাহেজের প্লান্ট সংলগ্ন অঞ্চল। সেই সময় কারখানায় উপস্থিত ছিলেন চার শ্রমিককর্মী। বিষাক্ত গ্যাসের ছোবলে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে যান।

দাহেজ থানার ইন্সপেকটর বিএম পরিদার জানিয়েছেন, চারজনকেই তৎক্ষণাৎ ভারুচের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার ভোর তিনটে নাগাদ তিনজন মারা যান। সকালে মৃত্যু হয় আরও একজনের। এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, চারটি দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

নভেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশে একটি ওষুধের কারখানায় গ্যাস লিক থেকে অসুস্থ হয়েছিলেন ২০ জন। তাঁদের একজন পরে মারা যান। বছর তিনেক আগে সুরাটে গ্যাস লিকের ঘটনায় মৃত্যু হয় ছ'জনের।

বারবার কারখানা থেকে গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তবুও হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের।

শিক্ষকের কুকীর্তি ফাঁসে ছাত্রকে প্রহার

ঝাঁসি, ২৯ ডিসেম্বর : ক্লাসে বসেই পর্নো ভিডিয়ো দেখছিলেন শিক্ষক! খুদে এক ছাত্র উঁকি মেরে সেই ভিডিয়ো দেখে ফেলে। আট বছরের খুদে শিক্ষকের কীর্তির কথা বললে হাসাহাসি শুরু হয়। এতেই চটে যান শিক্ষক। রাগের মাথায় ওই ছাত্রকে মারধর করে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেন। বাড়ি এসে বাবাকে জানালে পুলিশের কাছে যায় পরিবার। ছাত্রের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির ঘটনা। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম কুলদীপ যাদব। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করেছেন, এখনও জানা যায়নি।

সন্তান বিক্রির অভিযোগ

বালেশ্বর, ২৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিনের ইচ্ছে, বাইক কেনার। কিন্তু টাকার অভাবে তা হয়ে ওঠেনি। শেষমেশ ইচ্ছেপূরণ করতে নিজের মাত্র ৯ দিনের সন্তানকে ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক দম্পতির বিরুদ্ধে। সেই টাকায় বাইকও কিনেছেন তাঁরা। ওড়িশার বালেশ্বরের ময়ূরভঞ্জ এলাকার ঘটনা সামনে আসতে রাজ্য শিশুকল্যাণ কমিটি

এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে দম্পতি জানিয়েছেন, বিক্রি নয়, সন্তান দান করা হয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে সন্তানকে মানুষ করার সামর্থ্য ছিল না। তাই এক নিঃসন্তান দম্পতিকে তাঁদের সন্তান দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তারা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখছে।

মোদির মন কি বাতে এবার মহাকুম্ভ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : আর কদিন পরেই নতুন ইংরেজি বছর। ২০২৫-এ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে হবে মহাকুম্ভ। সেজন্য অত্যাধুনিক নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র প্রয়াগরাজ। বছরের শেষ 'মন কি বাত'-এ প্রয়াগরাজে হতে চলা মহাকুম্ভের কথাই উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে রবিবার ১১৭তম পর্বে দেশবাসীকে ঘৃণা ভেদাভেদ ভুলে মহাকুম্ভের মহা সমাবেশে সামিল হওয়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি বলেছেন, 'মহাকুম্ভের বার্তা এটাই, সমগ্র দেশবাসী এক হোক। এর বিশেষত্ব শুধু বিশালতায় নয়, এর বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে।' তিনি এও বলেন, 'আমরা যখন কুম্ভে অংশ গ্রহণ করব, তখন সমাজে বিভেদ, ঘৃণা দূর করার সংকল্পও নেব। এখানে কেউ বড় বা ছোট নন।' সূত্রের খবর, এই প্রথম প্রয়াগরাজের সংগম এলাকায় সর্বক্ষণের নজরদারির জন্য আন্ডার ওয়াটার ড্রোন মোতায়েন করা হবে। ড্রোনগুলি ১০০ মিটার পর্যন্ত ডাইভিং করতে পারবে।

প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা শুরু হচ্ছে ১৩ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তিতে। চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কুম্ভমেলা প্রতি ১০ বছর অন্তর হলেও মহাকুম্ভের পুণ্যস্নানের তিথি প্রতি ১২ বছর অন্তর হয়।

মহাকুম্ভের বার্তা এটাই, সমগ্র দেশবাসী এক হোক। আমরা যখন কুম্ভে অংশগ্রহণ করব, তখন সমাজে বিভেদ, ঘৃণা দূর করার সংকল্পও নেব। এখানে কেউ বড় বা ছোট নন।

নরেন্দ্র মোদি

খাদে বাস, মৃত ৪ পুণ্যার্থী

কোরাপুট, ২৯ ডিসেম্বর : ওড়িশার কোরাপুট জেলায় পুণ্যার্থী বোঝাই বাস খাদে পড়ে গেলে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৪০ জন যাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসটিতে মোট ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় গুপ্তেশ্বর মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথে দাপারিঘাটির পাহাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে বোইপাড়িগুডা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। মৃতদের পরিবার প্রতি ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

উদ্ধার বালকের দেহ

ভোপাল, ২৯ ডিসেম্বর : খেলতে খেলতে কিংবা অসাবধানতাবশত কুয়োয় পড়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে হামেশাই হচ্ছে। গত সোমবার রাজস্থানের কোটপুতলি জেলার শিশুকন্যা চেতনা কুয়োয় পড়ে যাওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেলেও তাকে উদ্ধার করা যায়নি। তাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার নিয়ে সংশয় রয়েছে। এই আবহে মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার পিপলিয়া গ্রামে ১০ বছরের সুমিত মিনা শনিবার বিকেলে পা পিছলে কুয়োয় পড়ে যায়। প্রায় ১৬ ঘণ্টার নিরলস চেষ্টায় রবিবার তাকে উদ্ধার করা গিয়েছে বটে কিন্তু বাঁচানো যায়নি। গুনার পুলিশ সুপার সঞ্জীব সিনহা জানিয়েছেন, এদিন কুয়ো থেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতকে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাঘোগড়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, সুমিত বেঁচে নেই।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অফিসার

সংশয় রাজস্থানের চেতনাকে ঘিরে

রাজকুমার ঋষিশ্বর জানিয়েছেন, কুয়োটি অপ্রশস্ত। শীতের রাতে ভয়ংকর ঠান্ডার মধ্যে ছেলেটি সেখানে ছিল। তার হাত-পা ফুলে ঢোল হয়ে যায়। মুখ কাদা লেপা।

তিনি এও জানান, ছেলেটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল ভয়ংকর ঠান্ডা। হাইপোথার্মিয়ার কারণে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠান্ডা হয়েছে কিনা চিকিৎসকরা তা পরীক্ষা করছেন। হাইপোথার্মিয়া শরীরের এমন এক অবস্থা, যখন দেহের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নীচে নেমে যায়। জেলাশাসক সত্যেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, কুয়োটি ১৪০ ফুট গভীর। ছেলেটি ছিল ৩৯ ফুট গভীরে।

সুমিত মিনার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মরু রাজ্যের চেতনা কুয়োর মধ্যেই পড়ে রয়েছে। চারদিন আগে তার নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার খবর মিলেছে। বাড়ছে শুধু শঙ্কা।

ভিসা বিতর্কে মাস্কের পক্ষে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৯ ডিসেম্বর : আমেরিকাকে অর্থনীতি ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষমেধার ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করতে হবে। সেজন্য অভিবাসন নীতিকে এমনভাবে বদলাতে হবে যাতে দক্ষ ব্যক্তিরা সহজে আমেরিকায় আসার ভিসা পেতে পারেন। বলেছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'ডান হাত' বলে পরিচিত এলন মাস্ক।

যোগ্যতা ভিত্তিক অভিবাসন নীতির সংস্কারের পক্ষে মাস্ক, বিবেক রামস্বামী ও তাঁদের সিলিকন ভ্যালির সহযোগীরা। মেধা ভিত্তিক অভিবাসন সংস্কারের পক্ষে সরব হয়েছেন তাঁরা। বিষয়টির বিরোধিতা করেছেন ট্রাম্পপন্থীরা। তাঁর মার্কিন প্রতিভায় অগ্রাধিকারের পক্ষে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প জানিয়েছেন, এইচ ১ বি ভিসা বিতর্কে তিনি এলন মাস্ক, বিবেক রামস্বামীর পক্ষে।

মাস্ক দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এইচ-১ভিসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। ভিন দেশ থেকে এলেও তিনি বর্তমানে ট্রাম্পের বিরাট সহায়। নির্বাচনে ট্রাম্পকে জেতাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন এলন। শনিবার ভিসা বিতর্কে প্রথম মুখ খুলে ট্রাম্প বলেছেন, দক্ষ তথা মেধাবীরা যাতে আমেরিকায় সহজে আসতে পারেন সেজন্য এক বিশেষ ভিসা প্রোগামের পক্ষে তিনি। ভিসা নিয়ে মাস্কের মনোভাবের সঙ্গে কোনও মিল নেই ট্রাম্পপন্থী সাবেক মার্কিনদের। মাস্ক ও সিলিকন ভ্যালির সহযোগীদের সঙ্গে অভিবাসন বিরোধী ট্রাম্প সমর্থকদের লড়াই প্রায় রাস্তায় নামার মতো অবস্থায় এসেছিল এই আবহে ট্রাম্প কিন্তু তাঁর বক্তব্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন এলন মাস্ককে তিনি ছাড়ছেন না।

স্ত্রীর দৌরাত্ম্যে পথে 'পীড়িত' পুরুষরা

সুরাট, ২৯ ডিসেম্বর : নারী সুরক্ষা বা স্ত্রী'র অধিকার নিশ্চিত করতে তৈরি হওয়া আইনের অপব্যবহার হচ্ছে কি না, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে অতুল সুভাষের আত্মহত্যা। আইনকে কাজে লাগিয়ে স্ত্রীরা তাঁদের হেনস্তা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক স্বামী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের পোস্ট ভাইরাল হচ্ছে। এবার একধাপ এগিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন স্ত্রীদের হাতে 'পীড়িত' পুরুষরা। লিঙ্গবৈষম্যহীন আইন তৈরির পাশাপাশি মহিলা কমিশনের অনুকরণে পুরুষ কমিশন তৈরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি গুজরাটের সুরাটে বেশ কয়েকজন পুরুষকে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইসব দাবি জানাতে দেখা গিয়েছে। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ছেলেরা এটিএম নয়, চাই পুরুষ কমিশন, মিথ্যা মামলা জঘন্য অপরাধ, পুরুষ বাঁচাও দেশ বাঁচাও, আইন সকলের জন্য সমান, মহিলাদের উচিত ভরণপোষণ না নিয়ে চাকরি খোঁজার মতো স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা সবাই স্ত্রীদের হেনস্তার শিকার। আইনকে কাজে লাগিয়ে স্ত্রীরা তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। অন্যায়ভাবে অর্থ দাবি করছেন। স্ত্রীদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে অথচ আইনি সাহায্য মিলছে না।

২০১৪ থেকে '২২-এর মধ্যে ভারতে কতজন পুরুষ স্ত্রী বা মহিলাদের অত্যাচারে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন, সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন বিক্ষোভকারীরা। দাবি, পুরুষদের বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে আদালতে প্রমাণিত হয় না। দেখা যায়, ধর্ষণের অভিযোগটি ভুয়ো। দু-জনের সম্মতিতে হওয়া সহবাসকে পরে ধর্ষণ বলে উল্লেখ করার ঘটনাও ঘটেছে। এর জেরে হেনস্তার শিকার হতে হয় পুরুষদের। সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হয় তাঁদের পরিবার। সমস্যা সমাধানে আইন সংশোধন এবং পুরুষ কমিশন গঠন জরুরি বলে মনে করেন পীড়িত পুরুষরা।

ছেলেরা এটিএম নয়... *সুরাটে প্রতিবাদে পুরুষরা। রবিবার।*

উত্তাল দেশ

আরজি কর হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল হয় দেশ। 'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগান ওঠে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও। তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ মূল অভিযুক্ত হিসেবে সঞ্জয় রায় নামে সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। পরে সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করে পুলিশের হাতে ধৃত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধেই চার্জশিট পেশ করে। বর্তমানে শিয়ালদা আদালতে সেই মামলা চলছে। খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও অন্যতম তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে জামিনে মুক্ত হন। এমন একটা নৃশংস ঘটনায় দেশের শীর্ষ আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করে। এদিকে সহকর্মীর সুবিচারের দাবিতে জুনিয়ার চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ প্রায় এক মাস কর্মবিরতি পালন করে। চলে অনশনও। রাত জেগে প্রতিবাদ চলে। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাজে ফেরেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। তবে আন্দোলন পুরোপুরি নিভে যায়নি। বছর শেষেও বিচারের আশায় দিন গুনছেন নির্যাতিতার বাবা-মা।

ট্রেন দুর্ঘটনা

ফাঁসিদেওয়া নিজবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন ছোট নির্মলজোতে শিয়ালদাগামী ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পেছনে তীব্রগতিতে ধাক্কা মারে একটি মালবাহী ট্রেন। ঘটনায় মৃত্যু হয় ১১ জনের। সংঘর্ষের জেরে মালবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন সহ সাতটি কনটেনার লাইনচ্যুত হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ডের কামরা, দুটো পার্সেল ভ্যান ও একটি জেনারেল কামরা লাইনচ্যুত হয়েছিল। প্রচণ্ড ধাক্কায় একটি পার্সেল ভ্যান মাল ট্রেনের ওপরে উঠে যায়। জেনারেল কামরাটি দুমড়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। প্রশ্নের মুখে পড়ে রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থা।

জ্বলছে মণিপুর

জাতি সংঘর্ষ ঘিরে গত বছর থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বের ছবির মতো সুন্দর রাজ্য মণিপুরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা পুরোপুরি নিভল না ২০২৪ সালেও। নানা ছোটখাটো অশান্তি, হানাহানির মাঝে বছরের শেষদিকে জিরিবাম প্রদেশের এক দৃশ্য কার্যত স্তব্ধ করে দিয়েছিল গোটা দেশকে। কুকি সম্প্রদায়ের এক মহিলাকে ধর্ষণের পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে সশস্ত্র একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। তার বদলা নিতে এক মেইতেই পরিবারের মহিলা, শিশু সহ ৬ সদস্যকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা ঘটে। আর তা ফের কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে ঘি ঢালে। যার পরিণামে পুলিশের গুলিতে আরও ১০ জনের প্রাণহানি ঘটে। তারা সকলে সশস্ত্র জঙ্গি বলে দাবি করে পুলিশ। এলাকা ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায়ের স্বার্থে নতুন করে কার্ফিউ জারি হয়। সবমিলিয়ে, উত্তর-পূর্বে অশান্তির আগুন ২০২৪-এও জ্বলছে ধিকিধিকি করে।

যুগলকে মারধর

এক যুগলকে বাঁশের কঞ্চির আঁটি দিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের ভাইরাল ভিডিও নিয়ে সরগরম হয় রাজ্য রাজনীতি। ওই ভিডিও'র ভিত্তিতে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার তৃণমূল নেতা তাজিমুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। তরুণী ও তরুণ, দুজনেই বিবাহিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল। যুগলের 'অপরাধ'-এর বিচার করতে গ্রামে সালিশি সভা বসে। সেখানেই প্রকাশ্যে তাঁদের বেধড়ক মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রথমে ভিডিওটি আপলোড করে অভিযুক্তকে তাজিমুল বলে শনাক্ত করেন।

মিলল ধড় ও মুণ্ডু

মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের ২৪ ঘণ্টা আগে ইংরেজবাজারের উত্তর বালুচর এলাকা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সৃষ্টি কেশরী (১০)। পরে তার ধড় ও মুণ্ডু দুই পৃথক জায়গা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। বছর ঘুরতে চললেও আজও ঘটনার সুরাহা হয়নি।

পুলিশকে প্রহার

চারটি গাড়িবোঝাই করে এসে পুলিশকে মারধর। এরপর একেবারে ফিল্মি কায়দায় পুলিশ হেপাজতে থাকা তরুণীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে।

রাজায় রাজায়

লোকসভা ভোটের ঠিক আগেই রাতে দিনহাটার পাঁচ মাথার মোড়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাতাহাতি হয়। বিজেপি-তৃণমূল দুই দলের কর্মীরাও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। গণ্ডগোলের মাঝে মাথা ফাটে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের।

ট্যাব জালিয়াতি

ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল হয় বাংলা। প্রতারিত পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা জমা পড়ে গিয়েছে অন্য কারও অ্যাকাউন্টে। পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছিলেন, কলকাতার পড়ুয়াদের যে বরাদ্দ টাকা পাচার হয়েছে, তার ৮০ শতাংশ তোলা হয় উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়। তদন্তে দেখা গিয়েছে, যে কম্পিউটারের সাহায্যে জালিয়াতি করা হয়েছে, তার আইপি অ্যাড্রেস উত্তর দিনাজপুরের। শুধুমাত্র ওই জেলা থেকে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২৪।

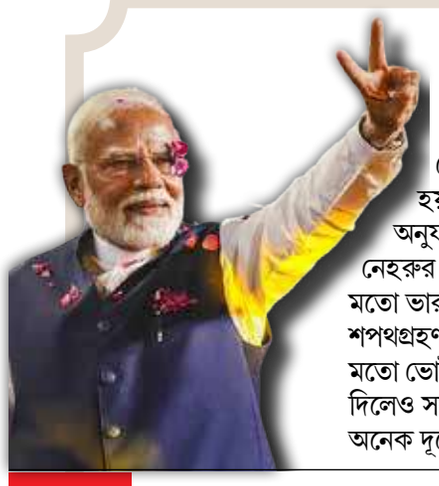

এবার হ্যাটট্রিক

লক্ষ্য ছিল ৪০০ আসন পার করার। সেইজন্য প্রচারে কোনও খামতি রাখা হয়নি পদ্ম শিবিরের তরফে। প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল না হলেও জওহরলাল নেহরুর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবছর শপথগ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদি। প্রথমবারের মতো ভোটযুদ্ধে হাত মিলিয়ে যথেষ্ট লড়াই দিলেও সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগার থেকে অনেক দূরেই থামতে হল 'ইন্ডিয়া' জোটকে।

আসা ও যাওয়া

হারলেন সুনক

৫ জুলাই ব্রিটেনের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়। নজির গড়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন কিয়ের স্টার্মার। তাঁর দল লেবার পার্টির কাছে ভরাডুবি হয় কনজারভেটিভ পার্টির। প্রধানমন্ত্রীর গদি হারান ঋষি সুনক। ১৪ বছর পর টোরি শাসনের অবসান ঘটে রাজার দেশে।

পলাতক হাসিনা

নির্বাচন জেতার আট মাসের মধ্যে গদিচ্যুত হন শেখ হাসিনা। ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়েন মুজিব-কন্যা। ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। হাসিনা এখনও ভারতেই রয়েছেন।

ফিরলেন ট্রাম্প

৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় আমেরিকায়। শুরুতে ৮২ বছরের জো বাইডেনকে প্রার্থী হিসেব বেছে নিয়েছিল ডেমোক্র্যাট। কিন্তু পরে ভোটের লড়াই থেকে সরে যান বাইডেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে শামিল হন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ হতে দেখা যায় কমলাকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচন জিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটান তিনি।

প্রথম আলো

স্বাধীনতার পর প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বলল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চর বালাভূত গ্রামে। আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে এলাকার প্রায় ৭০০ পরিবার। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পাঁচটি নদীর মোহনা গোটা গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটিই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কোচবিহারের ডাওয়াগুড়ির বাসিন্দা প্রণবকুমার বৈশ্যের বিরুদ্ধে তার বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য ও দাদা গোপাল রায়কে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘরের শোকেসের ভেতরে কম্বল দিয়ে প্যাঁচানো অবস্থায় রক্তাক্ত বিজয় ও বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে গোপালের দেহ উদ্ধার হয়।

ইউক্রেন যুদ্ধের দু'বছর

ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২২। ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরু করে রাশিয়া। সীমান্ত পেরিয়ে বাঁধভাঙা জলের মতো ঢুকে পড়ে রুশ ফৌজ। দুই প্রাক্তন সোভিয়েত সদস্যভুক্ত দেশের মধ্যে শুরু হয় প্রবল যুদ্ধ। কিন্তু এখনও কিভ দখল করতে পারেননি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। লড়াইয়ে কয়েক হাজার সেনা ও বিপুল অস্ত্র খুইয়েছে মস্কো। দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করে ভাঁড়ারে টান পড়েছে ইউক্রেনেরও। কিন্তু থামেনি সংঘাত। এভাবেই যুদ্ধের দু'বছর পূর্ণ করেছে যুযুধান দু'পক্ষ। একের পর এক বিপুল অঙ্কের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করে বন্ধু কিভের পাশে রয়েছে আমেরিকা।

ভূতনিতে ভয়

গভীর রাতে গঙ্গার জলে প্লাবিত ভূতনি। কেশরপুর, কালুটোনটোলার বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে সংরক্ষিত বিস্তীর্ণ এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করে গোপালপুরে। কামালতিপুরে বাঁধের একটা অংশ ধসে যায়।

সংকলন : প্রদীপ দে তপাদার, সৌভিক সেন, তমোঘ্ন ব্রহ্ম ও সুরজিত সেন

হটকেক স্থানীয় লেখকরা

অন্য বছর কিছুটা মুখভার থাকলেও এ বছরের বইমেলায় বেশ হাসিমুখ কোচবিহারের স্থানীয় লেখকদের। এবার বইমেলার ট্রেন্ডটা একটু অন্যরকম। প্রথিতযশা লেখকদের তুলনায় স্থানীয় লেখকদের বইয়ের কাটতি বেশি। শেষদিনে এমনটাই দেখা গেল বইমেলা ঘুরে। লেখক স্থানীয় হওয়ায় উপরিপাওনা হিসেবে পাঠক/ ক্রেতারা লেখকদের সই সংগ্রহের অবকাশও পাচ্ছেন বইমেলায়। আলোকপাত করলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

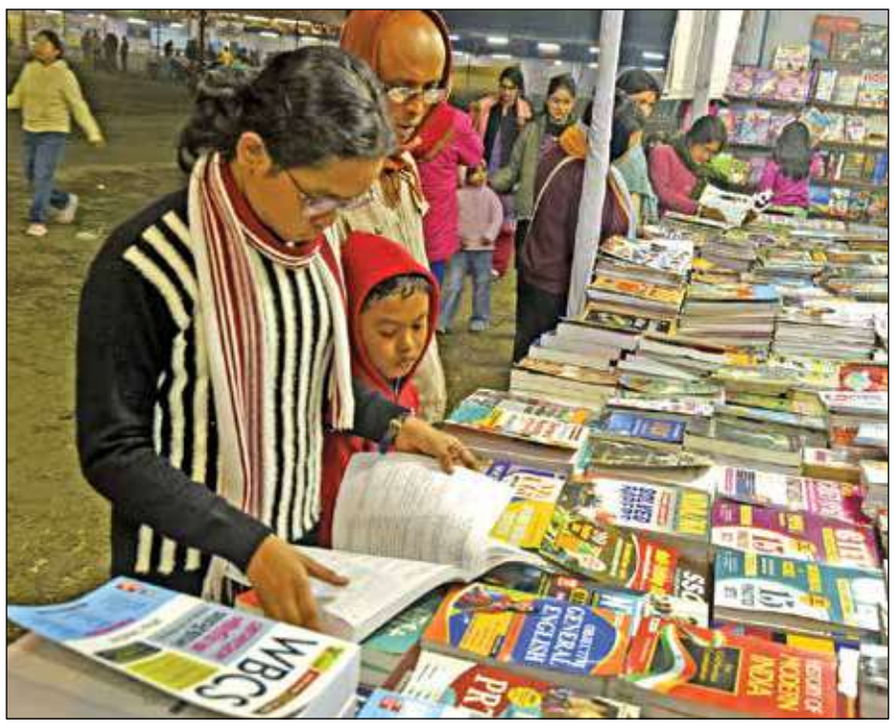

শেষ দিনের মেলায়।। *পছন্দের বইয়ের খোঁজে। (নীচে) রাসমেলার মাঠে জেলা বইমেলায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা। রবিবার কোচবিহার শহরে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ ও জয়দেব দাস*

বইমেলা

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : সারা বছর ধরেই বই প্রকাশ করে কোচবিহারের একটি স্থানীয় পাবলিকেশন হাউস। বেশিরভাগ বই তারা প্রকাশ করে রাজবংশী ভাষায়। এ বছর বইমেলায় শশীভূষণ মিত্র, ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায়, ডঃ মাধবচন্দ্র অধিকারী সহ স্থানীয় লেখকের ১৪টি নতুন বই বের হয়েছে। কোচবিহারের প্রাণের গান ভাওয়াইয়ার ওপরে বাংলা ভাষায় লেখা অভিজিৎ দাসের বইটি ৫০ কপির ওপর বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের উপরে বই বের হয়েছে কুমার মৃদুলনারায়ণের। তারও ১০ কপি বই বিক্রি হয়েছে এবার বইমেলায়। সুবলেন্দু বসুনিয়ার রাজবংশী ভাষায় লেখা নাটকের উপর বই বিক্রি হয়েছে দশটার বেশি।

এছাড়া অন্য আরও কয়েকটি প্রকাশনা থেকে বেশ ক'টি রাজবংশী ভাষার বই প্রকাশিত হয়েছে এ বছর বইমেলায়। রাজবংশী ভাষায় লেখা ছোটগল্পের বইপ্রকাশ করেছেন ডঃ উপেন্দ্রনাথ বর্মন। ইতিমধ্যে আটটা বই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তাঁর। আগে প্রকাশিত হয়েছিল রাজবংশী ভাষায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। লিখেছিলেন জগদীশ আসোয়ার। জানালেন, ৫ কপি মতো বিক্রি হয়েছে বইয়ের। কবি যতীন বর্মা, সন্তোষ সিংহের বই বের হলেও তেমন বিক্রি হয়নি বলে এবার জানা গেল। তবুও স্টলটা মাঝখানে পড়ে যাওয়ায় লোকে কম আসছে এমনটাই আক্ষেপ লেখকদের।

কয়েকজন প্রকাশক এবারই প্রথম এসেছিলেন কোচবিহার বইমেলায়। এর আগে বিভিন্ন পত্রিকায় অণুগল্প বের হলেও এই প্রথম দুই মলাটে এল পার্থসারথি চক্রবর্তীর কুড়িটি অণুগল্পের সংকলন। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৫০ কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এর আগেও লিখেছিলেন দুটো কবিতার বই। এবছর সেই বইও বিক্রি হয়েছে অন্য স্টল থেকে। যে প্রকাশনা সংস্থা থেকে সুবীর সরকারের আগে দুটো বই বেরিয়েছিল সেখান থেকেই বেরিয়েছে এ বছর আরও একটি কবিতার বই। ইতিমধ্যেই ১০৮টা বই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তাঁর। আগের প্রকাশিত বইগুলিও ৩০-৪০টার মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন তিনি।

ঐতিহাসিক রহস্য গল্প নিয়ে বই বের করেছেন অরিন্দম পাল। সব বই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তাঁর। দেবলীনা বিশ্বাস লিখেছেন নাটকের উপর বই। দেড়শো কপি শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি নিজেই অবাক। বললেন, 'নাটকের বইয়ের এবং স্থানীয় লেখকের বইয়ের ডিমান্ড সত্যিই অভাবনীয়।' এবছরই প্রথম উপন্যাস লিখলেন কল্যাণময় দাস। তাঁর ১১৩টা বই ইতিমধ্যেই হটকেকের মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

মৃত্যুর পরে বই বের হল কবি দেবজ্যোতি রায়ের। ৪৮টি বই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তাঁর, জানালেন আরেক কবি পাপড়ি গুহনিয়োগী। তাঁর নিজের কবিতার বইও পঞ্চাশ কপি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত। একটি সংস্থা থেকেই আটটি বই বের হয়েছে স্থানীয় লেখকদের। প্রথমবার এমন প্রকল্প হাতে নিয়ে খুবই ভালো অভিজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সামনের বছর ২০/৩০টা বই বের করার ইচ্ছা আছে বলে জানালেন।

অন্য একটি প্রকাশক সংস্থা থেকে আরও দুটি বই বেরিয়েছে অভিজিৎ দাসের। এছাড়াও ডাঃ বাসককান্তি দিন্দা, ডঃ দেবায়ন চৌধুরী, সৌভিক রায়ের বইও বিক্রি হয়েছে বলে জানালেন তাঁরা। এবছর রেকর্ড সংখ্যক প্রকাশক এসেছিলেন কোচবিহার বইমেলায়। তাঁদের হিসেব, অন্যবারের তুলনায় এ বছরের বিক্রি অনেকটা কম।

এবছর বইমেলায় বই ভালো বিক্রি হয়েছে সাংবাদিক তথা লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের। কবি ও অধ্যাপক রঞ্জন রায়ের এককথায় প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, জলের ডায়রি এই চারটি বইও এবছর বইমেলায় নজর কেড়েছে।

একনজরে

- এবার বইমেলায় বেশ কয়েকটি প্রকাশনা রাজবংশী ভাষার বই বের করেছে
- ভাওয়াইয়া গান, কোচবিহারের ইতিহাসের উপর বই ভালোই কেটেছে
- অনুগল্প, ঐতিহাসিক রহস্য গল্প, কবিতার বই ভালোই বিক্রি হয়েছে
- অনেক লেখক ও কবির সমস্ত বই মেলায় বিক্রি হয়ে গিয়েছে

ফেসবুকে ১০০
প্রিয়জনকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাবেন না?
উত্তরবঙ্গ সংবাদ পৌঁছে দেবে সেই বার্তা
সর্বাধিক ১০০ অক্ষর মাত্র ১০০ টাকায়!
ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে আপনার বার্তা থাকবে এক সপ্তাহ।
যোগাযোগ ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

ভাড়াটেদের খোঁজ রাখতে পুলিশি উদ্যোগ

'প্রতিবেশীকে চেনো'

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : জীবিকার টানে হোক বা পড়াশোনা, কিংবা আরও বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রচুর মানুষ রোজ গ্রাম থেকে শহরে আসেন। অপরিচিত শহরে সেইসব মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে ভরসা একমাত্র ভাড়াবাড়ি। কোচবিহার জেলার একটি প্রান্তিক শহর দিনহাটা। অফিস-কাছারির নানা কাজে প্রচুর মানুষ এই শহরের মুখাপেক্ষী। তাই শহরের অজস্র বাড়িগুলিতে ভাড়া থাকেন দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু মানুষ। অপরিচিত সেইসব ভাড়াটেদের পরিচয় জানতে এবং তাঁদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে দিনহাটা পুলিশের তরফে নেওয়া হল এক নতুন উদ্যোগ 'নো ইওর নেইবার'। অজানা মানুষের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা এড়াতেই পুলিশের এই উদ্যোগ।

এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে রবিবার দিনহাটা শহরজুড়ে মাইক নিয়ে প্রচার চালায় পুলিশ। শহরের ১৬টি ওয়ার্ডের প্রতি অলিগলিতে প্রচুর ভাড়াবাড়ি রয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ির মালিককে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে হয়। ভাড়াটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে এবং আইনি চুক্তি করে ভাড়া দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু বাস্তবে বাড়ির মালিকরা সেসব নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বাড়ি ভাড়া দেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই চুরি ডাকাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে থাকা মানুষ অবাধে শহরের বাড়িগুলিতে ভাড়া থাকছে। সঠিক পরিচয় বা নথিপত্রের অভাবে অপরাধের পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না।

শহরে এবার বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে প্রশাসনের দেওয়া নিয়মাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এই মর্মে দিনহাটা থানার পক্ষ থেকে এদিন প্রচার চালানো হয়। থানার আইসি জয়দীপ মোদক বলেন, 'প্রতিটি নাগরিককে তাঁর প্রতিবেশী সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। নতুন কোনও অপরিচিত মুখ দেখলে প্রশাসনকে জানাতে হবে।' অনুযায়ী নির্দিষ্ট ট্যাক্সও নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারপরে আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবিষয়ে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা জানান, তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকটি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। কিন্তু কোনও ভাড়াটের কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেওয়া হয়নি বা চুক্তি করা হয়নি। কিছুদিন আগেই শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত কয়েকজন। পরে জানা যায় নকল সোনা বিক্রির দায়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে তারা। তাদের আসল পরিচয় না জেনেই ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন বাড়ির মালিক। ওই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছিল প্রশাসন।

তবে অপরিচিত মুখ দেখলে প্রশাসনকে জানানোর বিষয়ে নারাজ সাধারণ মানুষ। শহরের এক বাসিন্দা বিমল রায় বলেন, 'পুলিশকে জানালে চোরের থেকেও বেশি আমাদের জেরা করবে। তাই চুপ থাকাই ভালো।' এবিষয়ে পুলিশকে আরও বেশি মানবিক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন দিনহাটা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী। তাঁর মতে, শুধুমাত্র মাইকে প্রচার করলেই হবে না। পুলিশের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ নিবিড় করতে হবে।

এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা থাকেন এমন বাড়িগুলিতে নিরাপত্তার জন্য কিছু নতুন নিয়মের চিন্তাভাবনা রয়েছে বলেও জানান তিনি। পিজিগুলিতে সিসিটিভি লাগাতে হবে। এই নিয়ম শুধুমাত্র শহরে নয় গ্রামের দিকেও চালু করা হবে।

পুরসভা থেকে প্রায় তিন বছর আগে শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে ঘর ভাড়া দেওয়ার সংখ্যা

> প্রতিটি নাগরিককে তাঁর প্রতিবেশী সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। নতুন কোনও অপরিচিত মুখ দেখলে প্রশাসনকে জানাতে হবে।
>
> **-জয়দীপ মোদক**
> *আইসি, দিনহাটা থানা*

শহরজুড়ে মাইকে প্রচার পুলিশের। রবিবার দিনহাটায়। -সংবাদচিত্র

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জেলা বইমেলা প্রাঙ্গণে। জেলা বইমেলা কমিটির উদ্যোগে এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত 'ক' বিভাগ। তাদের আঁকার বিষয় ছিল যেমন খুশি আঁকো। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছিল 'খ' বিভাগ। তাদের আঁকার বিষয় ছিল বইমেলা। নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত ছিল 'গ' বিভাগ। তাদের আঁকার বিষয় ছিল উত্তরের সংস্কৃতি। প্রতিযোগিতায় রবিবার সবমিলিয়ে প্রায় ৩০০ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের যারা প্রথম হয়েছে তাদের রুপোর কয়েন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের বই দেওয়া হয়েছে বলে পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন।

মেধা অন্বেষণ

তুফানগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : গৌরীমাল্য সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও কেকে এডুকেশনের পরিচালনায় রবিবার তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে 'নলেজ হান্ট' পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। এদিনের মেধা অন্বেষণের পরীক্ষাটিতে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৫৩ জন পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।

পিকনিকে ভাটা, হতাশ ব্যবসায়ীরা

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : প্রতি বছরই বড়দিন থেকে পিকনিকের মরশুম শুরু হয়ে যায়। বাইরে যাওয়ার পাশাপাশি অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে জয়ী সেতু এলাকায় পিকনিকে আসেন। কিন্তু এবছর সেই ছবি চোখে পড়ল না। পিকনিক করতে আসা লোকজনের দেখা মেলেনি। এমনকি আজ বছরের শেষ রবিবারেও সকাল থেকে মেখলিগঞ্জ বাজারের মাছ ও মাংস বিক্রেতারা আশায় ছিলেন পিকনিকের জন্য মাছ ও মাংসের বরাত পাবেন। কিন্তু এদিনও পিকনিকের তেমন কোনও বরাত পেলেন না তাঁরা। জোগান বেশি রেখে বরাত না পাওয়ায় কিছুটা হতাশ তাঁরা।

শহরের মুরগির মাংস বিক্রেতা মাধু মানির কথায়, 'রবিবার বিশেষ কাজে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। বছরের শেষ রবিবার পিকনিকের মাংসের বরাত মিলতে পারে এই আশায় সকাল থেকে দোকানে ছিলাম। মুরগির মাংসের পাশাপাশি হাঁসের মাংসও আজ মজুত রেখে ছিলাম। কিন্তু বড়দিন থেকে বছরের শেষ রবিবার পিকনিক পার্টির দেখা নেই।' তাঁর আরও সংযোজন, তবে এখনও ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি বাকি। ওই দু'দিন পিকনিক পার্টি আসার হিড়িক পড়তে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

একই কথা শোনা গেল বাজারের মাছ বিক্রেতা কমল দাসের গলাতেও। তিনি বললেন, 'অন্য বছর এই সময়ে জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় পিকনিক পার্টির ধুম পড়ে যায়। কিন্তু আবার সেভাবে পিকনিক পার্টির দেখা মেলেনি।'

শুনসান জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকা। -সংবাদচিত্র

ঠান্ডা না পরার কারণেই পিকনিক নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ কম এমনটা মনে করছেন অনেকে। কারণ ডিসেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহে কয়েকদিন জাঁকিয়ে শীত পড়লেও তারপর থেকে শীত উধাও। এমনকি দুপুরে চড়া রোদ। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস নতুন বছরের শুরু থেকেই ঠান্ডা বাড়বে। আর ঠান্ডা পড়লেই পিকনিক শুরু হয়ে যাবে সেই আশাতেই রয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

শহরের মাইক ব্যবসায়ী তন্ময় রায় জানালেন, অন্য বছর বড়দিন থেকে পিকনিকের জন্য মাইক ভাড়া শুরু হয়ে যায়। এবছর পিকনিকের জন্য মাইক ভাড়া সেভাবে হয়নি। জয়ী সেতু এলাকার চা বিক্রেতা অহিমা বিবিও হতাশ পিকনিক শুরু না হওয়ায়।

কুকুরদের টিকা

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার জ্বলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে পথকুকুরদের টিকা দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার কোচবিহার শহরের বিভিন্ন জায়গায় শিবির করে তারা পথকুকুরদের টিকা দেয়। সংগঠনের তরফে আগামী ১২ জানুয়ারি কুকুরের নির্বীজকরণ করাও হবে বলে জানানো হয়। তাদের এই কর্মকাণ্ডে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকেও দেখা যায়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সব্যসাচী রায়, জেলা সম্পাদক স্বপনকুমার দাস, প্রসূন বিশ্বাস, রাজীবকান্তি সাহা, সৌম্য সামন্ত প্রমুখ।

জন্মদিবস পালন

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : বিশিষ্ট কবি ও লেখক অরুণেশ ঘোষের ৮৩তম জন্মদিবস শ্রদ্ধা সহকারে পালিত হল কোচবিহারে। রবিবার কোচবিহারের বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে অরুণেশের সহজসরল জীবনী ও তাঁর অনবদ্য লেখনী নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁর দুই পুত্র সুমিতেশ ঘোষ ও নমিতেশ ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শৌভিক দে সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষক পার্থপ্রতিম রায়, সব্যসাচী ঘোষ প্রমুখ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	৩

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

চরিত্র নিয়ে গল্পে মশগুল নাট্যপ্রেমীরা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার সকালে এক চায়ের দোকানে ঢুকতেই কানে এল নাটকের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'গতকাল রাতে নাটকের মোহনের চরিত্রটা খুব ভালো লেগেছে।' সেই ব্যক্তির কথা আটকে অন্য এক ব্যক্তি বললেন, 'একদমই না। ওই নাটকের ছোট মালকিনের চরিত্রে যিনি ছিলেন তাঁর অভিনয়টা দারুণ ছিল। মালকিনের চরিত্রের অভিনেত্রীকেও হেব্বি মানিয়েছে।' আসলে শীত পড়লেই দিনহাটার নাট্যচর্চা চায়ের দোকান ছাড়িয়ে কখনো-কখনো বাড়ির ড্রয়িং রুম বা হেঁশেলে ঢুকে পড়ে।

দিনহাটার নাট্যচর্চার ইতিহাস বহু পুরোনো। প্রগতি নাট্য সংস্থার হাত ধরে দিনহাটার নাট্যচর্চা এক ভিন্নমাত্রা লাভ করেছিল বহুদিন আগে। এখন শীত পড়লেই দুটি নাট্যগোষ্ঠী নাটকের চর্চা করে। এখানে দুটি উৎসব হয়, একটা অসম-বাংলা নাট্য উৎসব এবং অপরটি হল দ্য থার্ড আই প্রযোজিত সীমান্ত নাট্যোৎসব। গত ২৭ তারিখ থেকে সীমান্ত নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে। ২৮ তারিখ ছিল উৎসবের দ্বিতীয় দিন। শনিবার কলকাতার বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'রম্বস' নাটক পরিবেশন করেছে। শনিবার রম্বস নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় রবি ঠাকুরের মূর্তি ও আততায়ী এই দুটি নাটক পরিবেশিত হয়েছিল। এই দুটি নাটকের চরিত্রগুলি দর্শকদের মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। যার ফলে রবিবারে সকালেও সেই চরিত্রগুলি নিয়ে চলছিল আলোচনা।

নাটক দেখতে দিনহাটার নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতিসদনের হলঘরে নাট্যপ্রেমীদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। দিনহাটার নাট্যব্যক্তিত্ব তপন সাহা বলেন, 'মানুষের মন থেকে নাটক এখনও দূরে সরে যায়নি। দিনহাটা বরাবরই নাট্যপ্রিয় জায়গা। এবারের মানুষের ভিড় সেটা আবারও প্রমাণ করল।' দ্বিতীয় দিনের নাট্যোৎসবের দুটি নাটকই দর্শকের নজর কেড়েছে। 'আততায়ী' নাটকটির রচয়িতা নিরূপ মিত্র এবং সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন অঞ্জন বিশ্বাস। নাটকের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কীভাবে ভয়কে জয় করে এগিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় নাটক 'রবি ঠাকুরের মূর্তি' সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। রূপান্তর, সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন অঞ্জন বিশ্বাস। নাটকটির মধ্য দিয়ে নিজেকে কীভাবে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারা যায় সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে।

মঞ্চে নাটক চলছে। দিনহাটায়। -সংবাদচিত্র

রম্বস নাট্যগোষ্ঠীর তরফে অঞ্জন বলেন, 'দিনহাটা বরাবর নাট্যপ্রিয় জায়গা। থার্ড আইয়ের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার দিনহাটায় আসার সুযোগ পেয়ে আমরা খুব খুশি।' যতটা দর্শকের আশা করেছিল আয়োজক সংস্থা তার থেকে অনেক বেশি দর্শক হওয়ায় খুশি আয়োজক সংস্থা দ্য থার্ড আইয়ের অন্যতম সদস্য জয়ন্ত চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'নাটক সমাজের দর্পণ। নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের ছবি তুলে ধরতে পারি। পাশাপাশি নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক বার্তা দেওয়া যায় অনেক বেশি।' সবমিলিয়ে দ্য থার্ড আইয়ের দ্বারা আয়োজিত তৃতীয় বর্ষের সীমান্ত নাট্যোৎসব সাড়া ফেলে দিয়েছে নাট্যপ্রেমী মানুষের মধ্যে। এই তিনদিনের নাটকের চর্চা চলছে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন গল্পের আসরে।

সাহিত্য পুরস্কার

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার হর-গৌরী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার পেলেন শুক্লধ্বজ উপন্যাসের লেখক অখিলেশ ঘোষ। গবেষণাধর্মী জার্নাল খোলা চোখের তরফে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে খোলা চোখের সম্পাদক বিদ্যুৎ সরকার তাঁর প্রয়াত পিতা-মাতার নামাঙ্কিত হর-গৌরী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার অখিলেশকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাণেশ্বর সারথিবালা কলেজের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায় ও বিশিষ্ট কবি সুবীর সরকার অখিলেশের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বিকাশ চক্রবর্তী, শম্পা ভৌমিক সরকার, অভিজিৎ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

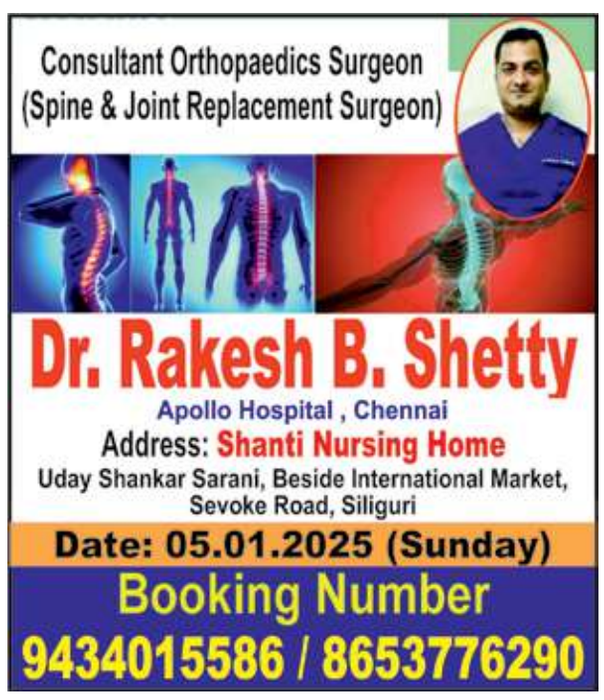

খেলার ছলে।। কোচবিহারের হোগলাবাড়িতে। রবিবার ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

জোড়া খুনে অভিযুক্ত অধরাই

এটিএমে টাকা তোলার সূত্র ধরে তদন্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : দেখতে দেখতে ছয়দিন পার। তবে এখনও খোঁজ মেলেনি জোড়া খুনে অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্যের। ডাওয়াগুড়ি থেকে ভিনরাজ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে বলে একপ্রকার নিশ্চিত পুলিশ।

তার মোবাইলও বন্ধ। ফলে পুলিশ ও তদন্তকারীরা কোনওভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। তবে সম্প্রতি ভিনরাজ্য থেকে ওই ব্যক্তি এটিএমের মাধ্যমে টাকা তুলেছে বলে খবর আছে পুলিশের কাছে।

সেই সূত্র ধরে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রণবকে ধরার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। শীঘ্রই তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে। গ্রামের আর্থিকভাবে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ছেলে প্রণবের বিরুদ্ধে তার বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য ও পিসতুতো দাদা গোপাল রায়কে খুনের অভিযোগ ওঠে।

সোমবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই পলাতক অভিযুক্ত।

পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, প্রণব তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প থেকে মোটরবাইকে পেট্রোল ভরে পালিয়ে যায়। কিন্তু সে কোথায় গিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। এদিকে, প্রায় এক সপ্তাহ হলেও এখনও খুনের কারণ স্পষ্ট হয়নি। দুটি মৃতদেহ মর্গেই রয়েছে।

শুক্রবার ফরেন্সিক টিম এসে প্রণবদের বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সেই ঘরে কিছু খোঁজা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কী খোঁজা হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। প্রণবের পরিবারে আর কেউ নেই। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত ধরা না পড়ছে ততক্ষণ তদন্ত খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এর জন্য প্রণবকে হন্যে হয়ে খুঁজছেব পুলিশের আধিকারিকরা। প্রণব কবে ধরা পড়বে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তদন্তকারীরা।

ডাওয়াগুড়ির বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে প্রণবকে খুঁজে বের করুক। স্থানীয় বাসিন্দা ভাস্কর বৈশ্যের কথায়, 'প্রণবকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তো রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে না। আমরা চাই পুলিশ দ্রুত ওকে খুঁজে বের করে আসলে কী হয়েছিল তা সবার সামনে আনুক।'

গত একসপ্তাহ আগে ওই এলাকায় প্রণবের বাড়িতে কম্বল জড়ানো অবস্থায় তার বাবার দেহ উদ্ধার হয়। তারপর বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে দেহ মেলে তার পিসতুতো দাদার। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই উধাও প্রণব। ওই দুই খুনে প্রণব জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে।

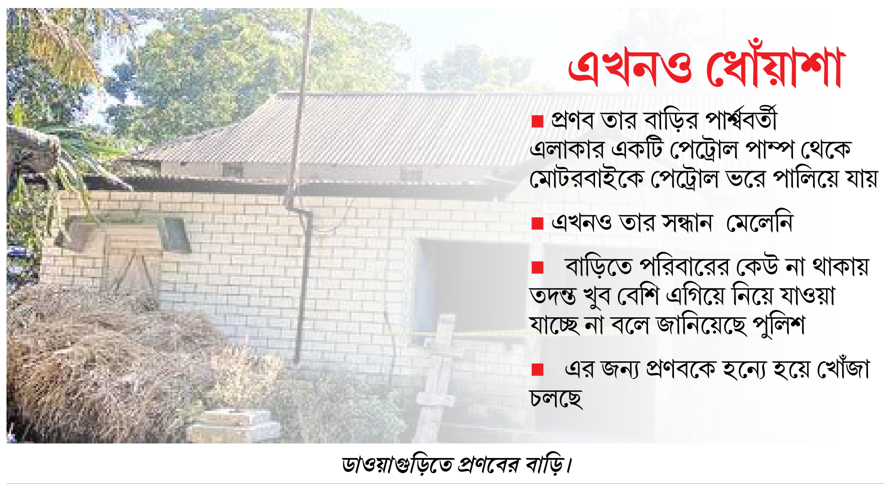

এখনও ধোঁয়াশা

- প্রণব তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প থেকে মোটরবাইকে পেট্রোল ভরে পালিয়ে যায়
- এখনও তার সন্ধান মেলেনি
- বাড়িতে পরিবারের কেউ না থাকায় তদন্ত খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ
- এর জন্য প্রণবকে হন্যে হয়ে খোঁজা চলছে

ডাওয়াগুড়িতে প্রণবের বাড়ি।

রহস্য বাড়ছে মালতীপুর কাণ্ডে

মালতীপুর, ২৯ ডিসেম্বর : এক বছর আগেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বাড়ি পরিত্যাগ। থাকতেন নিজের সঙ্গীর সঙ্গেই। মালতীপুরের আম বাগানে খুন করে দেহ পোড়ানোর ঘটনায় পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত আবু তালেব। এখনও পর্যন্ত পুলিশি তদন্তে জানা যাচ্ছে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই ঘটনা। তবে অপরাধস্থল নিয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। কেন বাবার বাড়ির এলাকায় মালতীপুরের সেই ঘনবসতিপূর্ণ আমবাগানকেই বাছা হল অপরাধস্থল হিসাবে।

কারণ ধৃতের বাড়ি পাশের জেলায়। এদিন ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযুক্তের দাবি, ওই ঘটনায় নিহত মহিলার স্বামী এবং ভাই জড়িত। তারপরেই আরও ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এই মহিলার। তবে কি ত্রিকোণ প্রেমের কারণে এই পরিণতি। উঠছে প্রশ্ন। যদিও ওই মহিলার ছেলের দাবি আবু তালেবের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই তার মা বাড়ি ছেড়েছিলেন। মায়ের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য আবু তালেব দায়ী।

ঘটনার রাতে নিজের সঙ্গীর সঙ্গে রায়গঞ্জ স্টেশন থেকে রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে সামসীতে এসেছিলেন ওই মহিলা। সেক্ষেত্রে কি কারণে তারা সামসীতে এসেছিলেন। তারপরে কি ঘটনা ঘটেছিল? অপরাধের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাফল্য মেলে পুলিশের। তবে এখনও কাটেনি জট। থেকে যাচ্ছে একাধিক প্রশ্ন। যদিও পুলিশসূত্রে খবর, খুব দ্রুত সমস্ত ঘটনার কিনারা হবে। তবে আধিকারিকরা আপাতত এই নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

মালতীপুর ব্লক লাগোয়া এক আম বাগানে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে অভিযুক্ত মূল পান্ডা আবু তাহেরকে রবিবার চাঁচল থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে। আদালত সে আবেদন মঞ্জুর করে। ধৃত তরুণের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ এলাকায় বলে পুলিশসূত্রে জানা গেছে। ওই মহিলা খুনের সাথে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা ধৃত আবু তাহেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনার তিনদিন পরেও ঘটনাস্থল ঘিরে রয়েছে পুলিশ। । উল্লেখ্য, মালতীপুর ব্লক লাগোয়া একটি আম বাগানে শুক্রবার সাতসকালে এক মহিলার জ্বলন্ত বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তবে লোমহর্ষক ঘটনার তিনদিন পরেও মালতীপুরের বাসিন্দাদের চোখে মুখে চরম আতঙ্কের ছাপ। মালতীপুরের এক গৃহবধূ মিনু দাসের কথায়, 'আমাদের এখানে যে এতবড় ঘটনা ঘটবে তা ভাবতেই পারছি না। প্রচণ্ড ভয়ে রয়েছি। সন্ধ্যার পরে বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না।'

রোজগারে রেকর্ড বেঙ্গল সাফারির

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : একদিনের রোজগারের নিরিখে রেকর্ড গড়ল বেঙ্গল সাফারি। রবিবার সাফারির কোষাগারে জমা পড়ল ১০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। এদিন ৬ হাজার ৭০০ জন মানুষ এখানে আসেন। একদিনে এত সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে উচ্ছ্বসিত সাফারি কর্তৃপক্ষ।

তাই সোমবারও পার্ক খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর ই বিজয়কুমার বলছেন, 'বড়দিনের ভিড়কেও ছাপিয়ে গিয়েছে এদিনের ভিড়। আশা করছি, আগামী দিনগুলিতেও প্রচুর মানুষ সাফারিতে আসবেন এবং আনন্দে মেতে উঠবেন।'

এদিন টিকিট কাউন্টার খোলার আগে থেকেই দেখা গিয়েছে লম্বা লাইন। বেলা যত বেড়েছে, লাইনও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা সকাল ১১টার গণ্ডি পেরোতেই বেঙ্গল সাফারির ভিতর থিকথিকে ভিড়। দেখা গিয়েছে বিদেশি এবং ভিনরাজ্যের পর্যটকদেরও। লম্বা লাইন ছিল সাফারির বাসগুলির সামনে। যা সামাল দিতে বেগ পেতে হয় এখানকার কর্মীদের।

দিনের শেষে পরিসংখ্যান সামনে আসতেই স্পষ্ট হল, মানুষের উপস্থিতি এবং রোজগারের নিরিখে রবিবার বেঙ্গল সাফারি অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আগে একদিনে কখনোই ছয় হাজার মানুষের আগমন ঘটেনি এখানে, তেমনই হয়নি ১০ লক্ষ টাকা রোজগারও। সাফারির বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রোজগারও বেশি হচ্ছে বলে মনে করছেন সাফারির ডিরেক্টর। গত বছর উৎসবের দিনগুলিতে বা এইসময় সাফারির জন্য ছিল ১২টি

রবিতে উপচে পড়া ভিড়

বাস। কিন্তু বর্তমানে ১৫টির বেশি বাস রয়েছে। লায়ন সাফারি শুরু হলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ আসবেন বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। লায়ন এনক্লোজারের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। আগামী এক মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষের পরিকল্পনা রয়েছে। ওই কাজ শেষ হলে এবং সেন্ট্রাল জু অথরিটি অনুমতি দিলে বেঙ্গল সাফারিতে শুরু হবে লায়ন সাফারি।

এমএলএ হস্টেলে ঘর পেতে আরও কড়াকড়ি

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগে কয়েকদিন আগেই এমএলএ হস্টেল থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একটি ঘর বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র নামে বুক করা হয়েছিল। ওই ঘরেই অভিযুক্তরা ছিল। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই বিধায়ককেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। একইসঙ্গে এমএলএ হস্টেলের সুপার সুশান্ত মণ্ডলকেও শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ তলব করেছে। কিন্তু এবার যাতে বিধায়কদের সুপারিশে অবাঞ্ছিত কেউ এমএলএ হস্টেলে থাকতে না পারে, সেদিকে নজর রাখছে বিধানসভার অধ্যক্ষের সচিবালয়। রাজ্য বিধানসভা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, এবার থেকে বিধায়কদের সুপারিশপত্র নিয়ে যাঁরা হস্টেলের অতিথিশালায় থাকবেন, তাঁদের অন্তত ৭ দিন আগে আবেদন করতে হবে। অতিথিদের সঙ্গে থাকা সুপারিশপত্র এবং অন্যান্য নথি ভালোভাবে খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই ঘর বরাদ্দ করা হবে। কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ভাড়া নিচ্ছেন বলে ধরা পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কলকাতার কিড স্ট্রিটে এমএলএ হস্টেলে বিধায়কদের সুপারিশ অনুযায়ী ৪১টি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। এরকম একটি ঘর বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র নামে বুক করেছিল ওই তোলাবাজির ঘটনায় অভিযুক্তরা। যদিও ওই বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। বরং তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা হচ্ছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হস্টেল-সুপারের রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। পুলিশের কাছেও বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে। কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ওই হস্টেলে ঢুকলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অধ্যক্ষ বলেন, 'বিজেপি বিধায়ক যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে তিনি আশঙ্কা করছেন, তাঁর সই জাল করে ঘরে থাকার সুপারিশপত্র বানানো হয়ে থাকতে পারে। এই বিষয়টিও পুলিশের তদন্ত করে বের করা উচিত।'

নিখিলকে তলব, অস্বস্তিতে পদ্ম

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : কলকাতায় বিধায়ক হস্টেল কাণ্ডে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানায় ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার রাত ৯টার পরে কোচবিহারের পুলিশ তাঁর বাড়িতে এসে নোটিশ দিয়ে গিয়েছে। তাতে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁকে শেক্সপিয়র সরণি থানায় যেতে বলা হয়েছে।

পুলিশের নোটিশ অনুযায়ী কলকাতায় থানায় হাজিরা দিতে রবিবার সন্ধ্যায় নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন থেকে পদাতিক ট্রেনে ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছেন নিখিল। বিষয়টি নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই কটাক্ষও শুরু করেছে। আর দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ককে এমন এক কাণ্ডের জন্য পুলিশ জেরার জন্য এভাবে ডেকে পাঠানোয় কোচবিহারে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি।

যদিও বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোচবিহারের জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, 'এটা পুরোপুরি তৃণমূলের চক্রান্ত। বিধায়ক হস্টেলের কাণ্ডে যারা ধরা পড়েছে তারা কাদের লোক? তারা তো সকলে তৃণমূলের। তাছাড়া আমাদের বিধায়ক নিখিলদা ঘরের বিষয়ে কাউকে সুপারিশ করলে সবসময় নিজের প্যাডে এবং নিজের হাতে লেখা চিঠি দেন। কিন্তু যা শুনেছি তাতে তো এটা টাইপ করা লেখা।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আর তাছাড়া ঘর দিলে কোচবিহারের লোক যাঁকে তাঁরা চেনেন তাঁর হয়েই সুপারিশ করেন। কলকাতার মানুষ যাঁকে তাঁরা চেনেন না তাঁকে কেন তাঁরা ঘর দেবেন। এটা কিছু না। তৃণমূল চক্রান্ত করে তাঁদের বিধায়ককে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। তদন্ত হোক। তাহলেই সত্যি বেরিয়ে আসবে।'

বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে নিখিলরঞ্জন বলেন, 'শনিবার রাত ৯টার পরে আমাকে বাড়িতে এসে পুলিশ নোটিশ দিয়ে গিয়েছে। এরপর আমি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে যেতে বলেছেন। রবিবার সন্ধ্যায় পদাতিকে আমি রওনা দিয়েছি।'

> এটা পুরোপুরি তৃণমূলের চক্রান্ত। বিধায়ক হস্টেলের কাণ্ডে যারা ধরা পড়েছে তারা কাদের লোক? তারা তো সকলে তৃণমূলের। তাছাড়া আমাদের বিধায়ক নিখিলদা ঘরের বিষয়ে কাউকে সুপারিশ করলে সবসময় নিজের প্যাডে এবং নিজের হাতে লেখা চিঠি দেন। কিন্তু যা শুনেছি তাতে তো এটা টাইপ করা লেখা।
>
> সুকুমার রায়, জেলা সভাপতি

এটা কি আপনার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে মনে করছেন? এ বিষয়ে নিখিলের বক্তব্য, 'ষড়যন্ত্র তো অবশ্যই। বিধায়ক হস্টেলের স্টাফরা অনেক সময়ই আমাদের কাছে নানা চিঠি নিতে আসেন। এতে যদি কোনও ষড়যন্ত্রমূলক কিছু ঘটেও থাকে তবে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। চিঠিটা না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারব না। আমি স্পিকারকে হোয়াটসঅ্যাপে এবং মেলে চিঠি পাঠিয়েছি।'

বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'যাঁরা নিখিলরঞ্জন দে'র চিঠি নিয়ে বিধায়ক হস্টেলের ঘরে থেকেছেন তাঁরা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন এবং বিধায়ক নিখিলের ঘনিষ্ঠ তো অবশ্যই। কারণ না চিনলে, না জানলে ঘরে থাকার জন্য তিনি তাঁদেরকে চিঠি দেবেন কেন? তবে এখন দেখতে হবে ঘরে থেকে তারা যে কাণ্ডটি করেছে, তার সঙ্গে নিখিল যুক্ত রয়েছে কি না। সেটা পুলিশ তদন্ত করলেই প্রমাণ হবে।'

রেলে এবার কবচ ৪.০

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : রেল ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে এবার মালদা থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ১৯৬৬ কিলোমিটারে উন্নত কবচ ৪.০ ব্যবস্থা বসানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যে সমস্ত লোকোমোটিভে কবচের পুরানো সংস্করণ স্থাপন করা হয়েছিল সেই জায়গাগুলিতে এখন উন্নতমানের ৪.০ কবচ ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে।

ভারতীয় রেলকে সুরক্ষিত করতে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কবচ নিরাপত্তা বসানোর তোড়জোড় চলছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কবচ সিস্টেম বসানোও হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে বেশকিছু ফাঁকফোকর ছিল। সেই সমস্যা মেটাতে রেল এবার অত্যাধুনিক ৪.০ কবচ সংস্করণ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যবস্থাটি প্রযুক্তিগতভাবে বেশ উন্নত। এই ব্যবস্থা দুর্ঘটনা কমাতে একদিকে যেমন ব্যবস্থা নেবে তেমই মানুষের ভুল ঠেকাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'মালদা থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ১৯৬৬ রুট কিলোমিটারে উন্নত কবচ ৪.০ ব্যবস্থা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে এবং দুর্ঘটনা কমবে।'

শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে কোচবিহার শহরের রামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন এলাকায় এক শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম লিপিকা রায় (৪৭)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাঁরা পেশায় শিক্ষক। বছর দশেকের একটি মেয়ে রয়েছে। এদিন সকালে ওই মহিলার স্বামী বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে যায়। বাড়িতে মা ও মেয়ে ছাড়া এক পিসি রয়েছেন। ঘুমোতে যাওয়ার অজুহাত দিয়ে মেয়েকে পিসির সঙ্গে খেলা করতে বলেন তিনি। দীর্ঘক্ষণ ঘর থেকে না বের হওয়ায় বাড়ির লোকের সন্দেহ হয়। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে ঘরের ভেতর থেকে মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

শীতবস্ত্র বিলি

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : দুঃস্থ বয়স্ক ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে শীতবস্ত্র বিলি করল কোচবিহার নিউটাউন প্রগ্রেসিভ অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল সার্ভিস। রবিবার দুপুরে কোচবিহার শহরের চাকির মোড় সংলগ্ন এলাকায় ওই বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি তাঁদের হাতে চারাগাছও তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মোট ৫০ জন মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছি। অনুষ্ঠানে সংগঠনের তরফে সুব্রত ব্রহ্ম সহ অন্যরা ছিলেন।'

মৃত ১৭৯

প্রথম পাতার পর

তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত উদ্ধারকর্মী, উপকরণ এবং চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট চই।

জেজু এয়ারলাইন্সের তরফে বলা হয়েছে, 'মুয়ান এয়ারপোর্টের দুর্ঘটনায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের সবার কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। যাত্রী ও পরিজনদের সাহায্যের জন্য যা যা করা প্রয়োজন আমরা সবকিছু করব। এই কষ্টের জন্য আমরা দুঃখিত।'

জয় ফিরলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর অমিল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : তাঁর মোবাইলও চুরি হয়নি এবং তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টাও হয়নি। তবে কী কারণে দুষ্কৃতীরা জয় অধিকারীকে মাদক খাইয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে তিনি তদন্তকারীদের যে বয়ান দিয়েছেন তাতে একাধিক অসংগতি উঠে এসেছে। রবিবার সকাল দশটা নাগাদ জয় একাই মুম্বই থেকে বিমানে বাগডোগরায় নামেন। বিমানবন্দর থেকে বাইরে বের হতেই তাঁকে এনজেপি জিআরপি কর্তারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যান। সেখানে তিন ঘণ্টা ধরে জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর জয়ের পরিবার-পরিজন তাঁকে আড়াল করে রাখেন। ঘটনাপ্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি কিছুই বলতে চাননি।

জয় শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা। আলিপুরদুয়ারে বাড়ি হলেও কাজের সূত্রে পরিবার নিয়ে হাকিমপাড়ায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন। পেশায় বেসরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার কর্মী। তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে প্রথম থেকেই রহস্য দানা বাঁধছিল। গত ২৪ ডিসেম্বর মালদা থেকে ট্রেনে ফেরার সময় স্ত্রী শ্রাবণী অধিকারীকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে নিখোঁজ হয়ে যান।

এদিন দুপুরে জয় বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের কারও সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। জয়ের ভাই অজয় অধিকারী বলেন, 'দাদা খুবই ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিশ্চিতভাবে ধকল কাটতে সময় লাগবে। দাদা মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ হলে সব কিছু জানাবেন।' পরে তাঁর স্ত্রী শ্রাবণীকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'জয়ের অনেক কথা মনে নেই। হয়তো দুষ্কৃতীদের বড় কোনও পরিকল্পনা ছিল। যা তারা করতে পারেনি। জয় ট্রেনে বাথরুমের সামনে ছিল। সেখানে তাকে মাদক দেওয়া জল খেতে দেওয়া হয়। সেই বিষয়গুলি নিয়ে সে কথা বলতে চাইছে না।' কী করে জয় এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে উঠে গেলেন? দুষ্কৃতীদের ফাঁদে পড়ার পরও কী করে স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলেন? ট্রেনের কামরায় তিনি কোথায় বসেছিলেন? অন্য যাত্রীরা তাঁকে কেন দেখতে পেলেন না বা সাহায্য করলেন না? দুষ্কৃতীরা কেনই বা জয়ের দামি মোবাইল সহ ব্যাগের অন্য সামগ্রী তাঁকে ফেরত দিয়ে দিল? এমন প্রশ্ন সামনে উঠে এসেছে। শিলিগুড়ি জিআরপি ডিএসপি অরিজিৎ পাল চৌধুরী বলেন, 'মালদা, হাওড়া, মুম্বইয়ের মতো এলাকায় তদন্ত হচ্ছে।'

গামছায় বেঁধে স্বামীকে নিয়ে থানায় প্রাক্তন স্ত্রী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ ডিসেম্বর : অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড। একেবারে ভরা হাট থেকে এক ষাটোর্ধ্ব মহিলা সমবয়সি আরেকজনকে গামছা দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে থানায় এনে হাজির। হতবাক থানার সকলে কী করবে বুঝে ওঠার আগেই মহিলার চিৎকার, 'রাতে স্বপ্নে প্রেম করবেন, আর দিনেরবেলা উনি আমাকে স্বীকার করবেন না, বিয়ে করবেন না। তা হয় না। আমার সঙ্গেই ওনাকে সংসার করতে হবে।' এক মাঝবয়সি মহিলার এমন কথাতেই হতবাক বালুরঘাট থানার পুলিশকর্মী-আধিকারিকরা।

একটু ধাতস্থ হতে ঘটনার বিবরণে জানা গেল, গামছায় জড়ানো ব্যক্তিটি ওনার প্রাক্তন স্বামী সন্তোষ মালি। ততক্ষণে থানায় উপস্থিত সকলেরই মুখে মিটিমিটি হাসি। কাঁচুমাচু মুখে গামছাবন্দি সন্তোষ মালির বক্তব্য, 'আমি ছাগলের ব্যবসা করি। রবিবার কামারপাড়া হাটে গিয়েছিলাম। গত ১৪ বছর আমি আমার স্ত্রীর মুখ দেখিনি। হঠাৎ এদিন হাটে আমার প্রাক্তন স্ত্রী আমাকে দেখতে পায়। দেখতে পেয়েই তার সঙ্গে আমাকে সংসার করতে হবে বলে জোরাজুরি করতে থাকে। অস্বীকার করায় হাটের মধ্যে মারধর করতে শুরু করে। এরপরে আমাকে গামছা দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে আসে। আমি কেন খামোখা ওর সঙ্গে আর সংসার করতে যাব। কিন্তু এখন কী করণীয় বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ জানিয়েছে, স্বামীকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে ওই মহিলা সংসার করেছেন ১৫ বছর। দ্বিতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পর বছরখানেক ধরে স্বপ্নে নাকি প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেই প্রেম করছেন তিনি। আর স্বপ্নের সেই প্রেমিক তথা প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে ফের ঘর বাঁধতে চেয়ে এদিন যে কাণ্ড বাধালেন ওই মাঝবয়সি মহিলা, তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ সকলের। ব্যবসায়ী প্রাক্তন স্বামীকে মারধর করে গামছা দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে সোজা বালুরঘাট থানা পর্যন্ত নিয়ে এলেন ওই মহিলা। আর এমন ঘটনা দেখে সকলেই তাজ্জব। তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছেন ওই মহিলার দাবি শুনে।

ছাগল ব্যবসায়ী সন্তোষ মালির অপরাধ, নিজের প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে স্বপ্নে তিনি নাকি প্রেম করেছেন। আর এই দাবিতে প্রাক্তন স্ত্রীকে মেনে নিতে হবে ওই ব্যক্তিকে বলে দাবি মহিলার। তবে বালুরঘাট থানায় আসার পর পুলিশ তাদের বুঝিয়ে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

ঘটনাপ্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, বছর ২০ আগে হিলি ব্লকের তিওর এলাকার সন্তোষ মালির সঙ্গে সান্ত্বনা ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়েছিল। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। তবে বছর ১৪ আগে বাবার কাছে মেয়েকে রেখে ছেলেকে নিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে মালদায় সংসার করতে চলে যান সান্ত্বনা। এরপর থেকে কার্যত আর তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না বলেই দাবি সন্তোষ মালির। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর সন্তোষবাবু আর বিয়ে করেননি। তিনি ব্যবসা করে সন্তানের খরচ চালান। বালুরঘাটের ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।'

রাজ্যে কি নতুন দল

প্রথম পাতার পর

শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, শুভেন্দু এখন নিজের মতো করে যেসব রাজনৈতিক কর্মসূচি নিচ্ছেন তা মূলত নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। বিজেপিকে ভরসা করে খুব বেশিদূর এগোনো যাবে এরকম ভরসা শুভেন্দুও করছেন না। তাহলে? শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহলে আলোচনা, 'দাদা নতুন দল তৈরি করে এবার এগোনোর চেষ্টা করবেন। সেরকমই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।' এখন প্রশ্ন কাকে নিয়ে নতুন দল করবেন শুভেন্দু। গত কয়েক বছরে বিজেপির ভিতরে নিজের একটি গোষ্ঠী বানিয়ে ফেলেছেন শুভেন্দু। গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে নিজের পছন্দের প্রার্থী দিয়ে বেশ কিছু এমপি, এমএলএ-কেও নিজের সঙ্গে পেয়ে গিয়েছেন তিনি। এঁরা শুভেন্দুর ডাকে সাড়া দিয়ে নতুন দল হলে সেখানে হাজির হতে পারেন।

আর? এই আলোচনায় চলে এসেছে রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরীর নামও। অধীর যতদিন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, ততদিন রাজ্য কংগ্রেসের গরিষ্ঠাংশ নেতা-কর্মী ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত ছিলেন অধীরের ওপর। তাঁদের বড় অভিযোগ ছিল, কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার দিকে নজর না দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশে ক্রমাগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে গিয়েছেন। এমন অভিযোগও এই কংগ্রেস নেতারা করেন, মমতা-বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজেপির সঙ্গে গা ঘষাঘষি করতেও তাঁর বাধেনি। এসব কারণে কংগ্রেস ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়েছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে নিজের এতদিনের কেন্দ্র বহরমপুরে পরাজিত হয়েছেন অধীর। রাজ্য সভাপতির পদটিও তাঁর হাতছাড়া। ফলে, নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করা এখন বড় দায় অধীরের। এমতাবস্থায় অধীর এবং শুভেন্দু যদি হাত মেলান অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার বিজেপির শুভেন্দু এবং কংগ্রেসের অধীর বেশ কিছুদিন ধরেই নিজেদের ভিতর একটি যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, এখন জল মাপার কাজ চলছে। '২৬ -এর নির্বাচনের আগেই সময় এবং সুযোগ বুঝে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

ভাঙন কি শুধুই বিজেপি এবং কংগ্রেসে ধরবে? বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা এবং তাঁর অনুগামীদের নিয়েও গুঞ্জন আছে। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে নতুন তৃণমূল, পরিচ্ছন্ন তৃণমূল, উন্নত তৃণমূল ইত্যাদি নানারকম আওয়াজ তোলা হচ্ছে। নেতৃত্বে নতুন মুখ দেখার বাসনাও প্রকাশ করে ফেলেছেন কেউ কেউ। তবে দলে তাঁর নেতৃত্বকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে বুঝতে পেরেই দলনেত্রী ডানা ছাঁটার কাজটিও শুরু করেছেন।

রাজনৈতিক মহলে আলোচনা, তৃণমূলের এই নেতাও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে '২৬ -এর নির্বাচনের আগে 'স্বচ্ছ তৃণমূল' গঠনের ডাক দিয়ে দল ছাড়তে পারেন। এঁরা মনে করছেন, নতুন দল গড়লে তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা অংশের সমর্থন পেয়ে যাবেন। তবে এ নিয়েও অনেক সন্দেহ এবং সংশয় রয়েছে। অভিজ্ঞরা বলছেন, সে ডাকে খুব একটা সাড়া মিলবে না। কারণ অধিকাংশ বিধায়ক, নেতা এবং গরিষ্ঠাংশ কর্মী মমতাকে ছেড়ে যেতে চাইবেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন, মমতা ছাড়া ভোটে জেতানোর ক্ষমতা দলের অন্য কোনও নেতার নেই। যদি মোটামুটি ভালো সংখ্যক বিধায়ক, এমপি এবং নেতাদের সঙ্গে না পান, তাহলে 'স্বচ্ছ তৃণমূল' করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে দলে থেকেও যেতে পারেন এই বিকল্পপন্থীরা।

রাজনীতি বরাবরই এক অনিশ্চয়তার খেলা। শেষপর্যন্ত কী হবে কেউই জানে না। নতুন বছরে নতুন দল কেমন হবে, কারা সেই দলের নেতা হবেন-- তা জানতে একটু অপেক্ষা করতে হবে হয়তো।

বুমরাহ-স্পেশালে জল ঢাললেন সতীর্থরা

ক্যাচ মিসের হ্যাটট্রিক যশস্বীর

টেস্টে ২০০ উইকেট ক্লাবের সদস্য হওয়ার পর জসপ্রীত বুমরাহ।

টেস্টে দ্রুততম ২০০ উইকেট
(বলের নিরিখে)

বল	বোলার
৭৭২৫	ওয়াকার ইউনিস
৭৮৪৮	ডেল স্টেইন
৮১৫৩	কাগিসো রাবাদা
৮৪৮৪	জসপ্রীত বুমরাহ

গালিতে দাঁড়িয়ে মার্নাস লাবুশেনের ক্যাচ ফসকালেন যশস্বী জয়সওয়াল।

অস্ট্রেলিয়া-৪৭৪ ও ২২৮/৯
ভারত-৩৬৯

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : রুদ্ধশ্বাস পরিণতির পথে বক্সিং ডে টেস্ট।

প্রথম দুইদিনে অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য। ভারতের প্রত্যাঘাতে সেই আধিপত্যে থাবা। চতুর্থ দিনের শেষে তিনটি ফলাফলের রাস্তাই খোলা! উঁকি মারছে ভারতের জয়ের সম্ভাবনাও। অস্ট্রেলিয়া ৩৩৩ রানে এগিয়ে। হাতে দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ উইকেট।

পঞ্চম দিনে দ্রুত অজিদের গুটিয়ে দেওয়ার পর ব্যাটারদের পালা। সুযোগ তিন বছর আগে ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক জয়ের (৩২৮ রান) স্মৃতি ফিরিয়ে আনার। আগামীকালের লক্ষ্য আরও কঠিন। মেলবোর্নের ১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ।

১৯২৮ সালে ৩৩২ করে মেলবোর্নে জিতেছিল ইংল্যান্ড। তারিখ ছিল ২৯ ডিসেম্বর। আরও এক ২৯ ডিসেম্বরে জয়ের মঞ্চটা ভারত মজবুত করে নিতে পারত। কিন্তু একঝাঁক ক্যাচ মিস, জঘন্য ফিল্ডিংয়ে রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে ভারতই।

যশস্বী জয়সওয়াল একাই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ মিসের হ্যাটট্রিক (উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, প্যাট কামিন্সের ক্যাচ) করে জল ঢালেন জসপ্রীত বুমরাহ (৫৬/৪)-মহম্মদ সিরাজের (৬৬/৩) প্রয়াসে। ধুঁকতে থাকা অজিদের যা অক্সিজেন জুগিয়ে দেয়। ক্যাচ পড়ে নাথান লায়োনেরও। নো বলেও একবার আউট হয়ে বেঁচে যান লায়োন।

ফলস্বরূপ একসময় ৯১/৬ হয়ে যাওয়া ক্যাঙারু ব্রিগেড চতুর্থ দিনের শেষে ২২৮/৯। জীবন পেয়ে লাবুশেন (৭০), কামিন্স (৪১), লায়োনরা (অপরাজিত ৪১) চাপ আলগা করে দেন। ৪০তম ওভারে লেগ গালিতে আকাশ দীপের বলে লাবুশেনের সহজ ক্যাচ যশস্বী ধরতে পারলে অস্ট্রেলিয়া ৯৬/৭ হয়ে যায়।

লাবুশেন ৪৬ রানে ব্যাটিং করছেন। কামিন্সের ক্যাচ পড়ে ১৩৬/৬ স্কোরে। নিজের বলে লায়োনের (৫ রানে খেলছিলেন) ক্যাচ না ফেললে ১৭৪-এ গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। সেক্ষেত্রে জয়ের লক্ষ্য (২৮০) তুলনায় সহজ হত। ভুলের মাশুল, প্রথম দুই সেশনে মেলবোর্নের দখল নিয়েও তা হাতছাড়া।

এর আগে দিনের চতুর্থ ওভারে নীতীশকুমার রেড্ডি (১১৪) আউট হন। ভারতের স্কোর ৩৬৯। ১০৫ রানে পিছিয়ে। তবে গতকালই ওয়াশিংটন সুন্দর জানিয়েছিলেন, ১৫০-র মধ্যে অস্ট্রেলিয়াকে আউট করা সম্ভব। যে আত্মবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি বুমরাহদের বোলিং বিক্রমে।

স্যাম কনস্টাসের (৮) স্টাম্প ছিটকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের খুশিতে ডানা মেললেন বুমরাহ। উচ্ছ্বাসে অজি-টিনএজারকেই নকল! প্রথম ইনিংসে কনস্টাসের হাতে বেধড়ক মার খাওয়ার জ্বালা জুড়োনোর আবেগ বলে কথা! সিরাজও প্রথম থেকে চেনা মেজাজে।

নতুন বলে বুমরাহর সঙ্গে সিরাজের বদলে আকাশকে আনেন রোহিত শর্মা। সিরাজকে পরে বল দেওয়ার আগে রোহিত-বিরাট রীতিমতো ক্লাসও নেন। সিরাজকে উৎসাহ জোগাতে গ্যালারিকেও তাঁতালেন বিরাট। 'ডিএসপি, ডিএসপি' আওয়াজ উঠল এমসিজিতে। ফল, খোঁচাখাওয়া বাঘের আগ্রাসন হায়দরাবাদ এক্সপ্রেসের বোলিংয়ে।

ঝোলায় খোয়াজা (২১), স্টিভেন স্মিথ (১৩), লাবুশেনের (৭০) গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। জারি ছিল অজি সমর্থকদের সঙ্গে সিরাজের 'তু, তু ম্যায় ম্যায়'-ও। খোয়াজা-লাবুশেনদের ফিরিয়ে অজি-দর্শকদের চুপ করিয়েও দেন।

বুমরাহ উলটো দিকে 'আনপ্লেয়বল'। যার ধাক্কায় ১১ বলের ব্যবধানে সাজঘরে ট্রাভিস হেড (১), মিচেল মার্শ (০), অ্যালেক্স ক্যারি (২)। কয়েক বল আগে স্মিথও আউট। ৮০/২ থেকে রাতারাতি ৯১/৬।

১৩ ওভারে ২৮ রান দিয়ে বুমরাহর ঝোলায় তখন ৪ শিকার। ২০০ উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে অ্যাভারেজে (১৯.৩৮) বিশ্বরেকর্ড। পিছনে ফেলে দিয়েছেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ম্যালকম মার্শাল (২০.৯৪), জোয়েল গার্নারকে (২০.৯৭)।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সিরিজের সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার কপিল দেবের (২৫ উইকেট, ১৯৯১-'৯২) রেকর্ডও ভেঙে খানখান। সেনা দেশে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট সহ বুমরাহর মুকুটে আরও একঝাঁক নজির।

বুমরাহ-স্পেশালের স্পর্শে টগবগিয়ে ফুটছে ভারত-আর্মি। যদিও যশস্বীর ক্যাচ মিসের হ্যাটট্রিকে ক্যাঙারুদের ম্যাচে ফেরা এবং জাঁকিয়ে বসা। ১৭৩/৯ থেকে অবিচ্ছিন্ন শেষ উইকেটে লায়োন (৪১)-বোল্যান্ড (১০) ৫৫ যোগ করে হতাশা আরও বাড়িয়ে দেন।

আগামীকাল লায়োন-বোল্যান্ডদের যে প্রয়াস ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিলে হাত কামড়াতে হবে রোহিতদের। মাঠের মধ্যেই হতাশা ঝড়ে পড়ল বিরাটদের শরীরী ভাষায়। যশস্বীর ওপর তো প্রকাশ্যেই রেগে আগুন রোহিত।

আগামীকাল ব্যাটার যশস্বী ক্ষতে কীভাবে প্রলেপ লাগান, সেটাই দেখার। অপেক্ষা রোহিতের থেকে অধিনায়কোচিত ইনিংস, বিরাট-স্পেশালেরও। নীতীশ বলছিলেন, একটা-দুইটি বড় পার্টনারশিপ দরকার। যে দায়িত্বে নীতীশের ক্রমশ চওড়া হওয়া ব্যাট বড় ভরসা।

প্রশ্ন উঠছে অস্ট্রেলিয়া আজ ইনিংস ডিক্লেয়ার না করায়। ভারতীয় ব্যাটিংকে কি ভয় পাচ্ছেন কামিন্সরা? আগামীকাল বাইশ গজের উত্তেজক দ্বৈরথে তারই উত্তর খোঁজার পালা।

টেস্টে সেরা বোলিং গড় (অন্তত ২০০ উইকেট)

বোলার	গড়	উইকেট
জসপ্রীত বুমরাহ	১৯.৩৮	২০২
ম্যালকম মার্শাল	২০.৯৪	৩৭৬
জোয়েল গার্নার	২০.৭৯	২৫৯
কার্টলে অ্যামব্রোস	২০.৯৯	৪০৫
ফ্রেড ট্রুম্যান	২১.৫৭	৩০৭
গ্লেন ম্যাকগ্রাথ	২১.৬৪	৫৬৩

সর্বনিম্ন রানে ২০০ উইকেট

রান	বোলার
৩৯১২	জসপ্রীত বুমরাহ
৪০৬৭	জোয়েল গার্নার
৪০৭৭	শন পোলক

উসমান খোয়াজার ক্যাচও দুই হাতের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ফেললেন যশস্বী জয়সওয়াল।

বাবাকে সাফল্য উৎসর্গ রেড্ডির

'হাততালি বেশি পেয়েছে সিরাজই'

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : দর্শকদের এরকম গর্জন আগে কখনও শুনিনি।

নীতীশ কুমার রেড্ডির শতরানের পর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের শব্দব্রহ্ম নিয়ে কথাগুলি বলছিলেন স্বয়ং অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নিক হকলে। বক্সিং ডে টেস্টে এমসিজি-র গ্যালারি প্রতিদিনই প্রায় হাউসফুল। সপ্তাহান্তে তা আরও বেশি।

ব্যাট-বলের দুরন্ত টক্করে শনিবার পড়ন্তবেলায় দর্শকদের প্রাপ্তি নীতীশের লড়াকু শতরান। মাহেন্দ্রক্ষণকে স্বাগত জানাতে কার্পণ্য করেননি ভারত, অস্ট্রেলিয়া নির্বিশেষে মাঠে উপস্থিত প্রতিটি দর্শক। নীতীশ যদিও মজা করে বলেন, বেশি 'হাততালি' পেয়েছে ব্যাটার মহম্মদ সিরাজই!

প্যাট কামিন্সের ওভারের তৃতীয় বলে জসপ্রীত বুমরাহ আউট। শেষ তিন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জ সিরাজের। নন স্ট্রাইকার প্রান্তে ৯৯ রানে দাঁড়িয়ে নীতীশ। কামিন্সের তিনটি বল আটকে দিয়ে সতীর্থের শতরানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সিরাজ। সিরাজের খেলা প্রতিটি বলে গ্যালারিতে শব্দব্রহ্ম।

সাংবাদিক সম্মেলনে যা নিয়ে মজা করেন নীতীশ। সাফল্য উৎসর্গ করেন বাবাকেও। সঙ্গে ম্যাচ পরিস্থিতি, জয়ের আত্মবিশ্বাস। বাইশ গজের মতো সোজা ব্যাটে একহাত নিলেন সমালোচকদেরও।

সিরাজের জন্য

যখন তৃতীয় বলটা ডিফেন্স করল, তখন মনে হয় আমার থেকেও বেশি হাততালি পেয়েছে সিরাজ। ওর নাম নিয়ে অনেক বেশি আওয়াজ উঠেছে গ্যালারিতে। সিরাজভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। ওর জন্য শতরান পেয়েছি।

স্মরণীয় মুহূর্ত

দেশের হয়ে প্রথম শতরান। তাও আবার বাবার সামনে। বিশেষ মুহূর্ত আমাদের জন্য। দলের যখন খুব প্রয়োজন ছিল, তখন সেঞ্চুরি করতে পারার অনুভূতি আলাদা। দেশের কাজে আসতে পেরেছি।

বাবাকে উৎসর্গ

আমি ভাগ্য এমন বাবা পেয়ে। আমার দক্ষতার ওপর ভরসা রেখে উনি চাকরি ছেড়েছিলেন। আমাকে নিয়ে মাঠে যাওয়া-আসা, সবসময় উৎসাহ জোগানো, আমার খেয়াল রাখা- সবকিছু করেছেন। বাবার জন্য আমি আজ এখানে।

সমালোচকদের জবাব

অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিল। বলেছিল তরুণ ক্রিকেটার, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা নেই। শুধু আইপিএল সফল। টেস্টের চ্যালেঞ্জ আদৌ কি নিতে পারবে? আমি এই দাবিগুলিকে ভুল প্রমাণ করতে চাই। প্রস্তুত নিজের ১০০ শতাংশ নিঙড়ে দিতে।

> অনেকেই সংশয় প্রকাশ করে। বলেছিল তরুণ ক্রিকেটার, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা নেই। শুধু আইপিএল সফল। টেস্টের চ্যালেঞ্জ আদৌ কি নিতে পারবে?
>
> **নীতীশ কুমার রেড্ডি**

পরিশ্রমের সুফল

গত ২-৩ বছর প্রচুর পরিশ্রম করছি। জোর দিচ্ছি ফিটনেসেও। আইপিএলের সুবাদে বুঝতে পেরেছিলাম, কী কী দরকার। এরজন্য কী করণীয়। পরিবর্তনটা রাতারাতি ১-২ মাসে হয়নি। ২-৩ বছর খাটতে হয়েছে।

প্রত্যাশার চাপ

দেশের হয়ে খেলার সময় প্রত্যাশার চাপ থাকবে। চাপ নিয়েই আস্থার মর্যাদা রাখতে হয়। ব্যাটিং, বোলিং উভয় বিভাগেই অবদান রাখতে চাই। এটাই আমার দায়িত্ব। তবে বোলিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। লক্ষ্য অলরাউন্ডারের জায়গায় নিজেকে সেট করে নিতে।

বিরাট-আবেগ

পারথে যখন বিরাটভাই শতরান করে, আমি নন স্ট্রাইকার। এখানে সেঞ্চুরি করে ফেরার পর বিরাটভাই আমাকে শুভেচ্ছা জানান। প্রশংসা করে বলে দলের প্রয়োজনে দারুণ ইনিংস। ছোটবেলার আদর্শের থেকে যে প্রশংসা আমার কাছে সেরা প্রাপ্তি।

জয়ের সম্ভাবনা

এক-দুইটি ভালো জুটি গড়তে হবে। পার্টনারশিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বাড়তি চাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথম ইনিংসের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে আরও সংঘবদ্ধ ব্যাটিং উপহার দিতে আত্মবিশ্বাসী আমরা।

১১৪ রানের ইনিংস খেলে ফিরছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। রবিবার।

সানিকে প্রণাম নীতীশের বাবার, কাঁদলেন দুইজনে

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : পুত্র নীতীশ কুমারের আদর্শ বিরাট কোহলি। বাবা মুতিয়ালা রেড্ডির 'ক্রিকেট ভগবানের' নাম কি সুনীল মনোহর গাভাসকার? আর মেলবোর্নে এদিন সেই ঈশ্বর দর্শনের পর হাঁটু মুড়ে তাই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম! নীতীশের পরিবারের সঙ্গে রবিবার ম্যাচ শুরুর আগে দেখা হয় গাভাসকার ও রবি শাস্ত্রীর।

বিশ্ব ক্রিকেটের আসল 'লিটল মাস্টারকে' পাশে পেয়ে আবেগতাড়িত সিনিয়ার রেড্ডি। নীতীশের মা ও বোন দুজনই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন কিংবদন্তিকে। তবে গাভাসকারের প্রতি মুতিয়ালা রেড্ডির সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গিমা রীতিমতো ভাইরাল।

আবেগতাড়িত গাভাসকারও। গতকাল নীতীশের শতরানের পর কমেন্ট্রি বক্সে চোখ চিকচিক করে উঠেছিল শাস্ত্রীর। বাকরুদ্ধ ছিলেন বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম দশ হাজার রানের মালিকও। এদিন নীতীশের বাবাকে বুকে টেনে নেওয়ার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি গাভাসকারও। দুজনের চোখেই জল।

নীতীশের বাবার উদ্দেশে গাভাসকার বলেছেন, 'কত বড় আত্মত্যাগ করেছেন আপনি। আপনার জন্য আমার চোখে জল চলে আসছে। আপনার জন্য আজ ভারতীয় ক্রিকেট এক হিরে পেয়েছে।'

বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা যে ভিডিওয় গাভাসকার আরও বলেছেন, 'আমাদের বাবা-মাও অনেক আত্মত্যাগ করেছেন। আর যখন বাবা-মা আত্মত্যাগ করেন এবং তাঁদের সন্তানরা সফল হয়, সেই আনন্দের অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা। আগামীকাল আপনি (নীতীশের বাবা) গ্যালারিতে বসে নীতীশের শতরান দেখেছেন। কমেন্ট্রি বক্সে বসে আমিও মুহূর্তটা উপভোগ করেছি।'

দাদার স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী বোন তেজস্বীও। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর কয়েক হাজার ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর মতো দেশে ফিরতে হয়েছিল মেডিকেল ছাত্রী তেজস্বীকে। বাকি পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে আপাতত উজবেকিস্তানে। দাদার জন্য মেলবোর্নে উড়ে আসা এবং স্বপ্নপূরণের সাক্ষী হওয়া। তেজস্বীর কথায়, 'গতকাল সারাক্ষণ ওর জন্য প্রার্থনা করছিলাম আমি ও মা। খুব টেনশনে ছিলাম। সিরাজভাই ওকে স্ট্রাইক দেওয়ার পর স্বপ্নপূরণ। ওয়াশিংটন সুন্দরভাই, সিরাজভাইয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গতকাল আনন্দের কারণে সারারাত ঘুমোয়নি বাবা-মা। সারাক্ষণ শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন করছিল সবাই। তবে এই রাতজাগার মজাই আলাদা।'

সুনীল গাভাসকারের পা ছুঁয়ে নীতীশ কুমার রেড্ডির বাবা মুতিয়ালা রেড্ডি। মেলবোর্নে রবিবার।

বিরাট কোহলির পর রোহিত শর্মা। ভারতীয় অধিনায়ককে অপমান করে দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা এই প্রচ্ছদ তৈরি করল।

নজরে পরিসংখ্যান

২৩ : মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে জসপ্রীত বুমরাহর টেস্ট উইকেটের সংখ্যা। যা অ্যাওয়ে ভেনুতে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক। আগের রেকর্ডটি ছিল অনিল কুম্বলের (সিডনি, ২০ উইকেট)।

১ : নীতীশ কুমার রেড্ডি প্রথম ব্যাটার যিনি কেরিয়ারের প্রথম ছয় ইনিংসের মধ্যে চারটিতে সাত বা তারপরে নেমে দলের পক্ষে সর্বাধিক রান করলেন।

৭৪৪ : মেলবোর্ন টেস্টে ৮ বা তারপরে নামা ব্যাটারদের বল খেলার সংখ্যা। যা ১৯৮০ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়া ২৪৮ টেস্টের মধ্যে সর্বাধিক।

২ : ভারতের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের পর থেকে টেস্টে দ্বিতীয়বার দশম উইকেটের পার্টনারশিপ ১০০ বলের বেশি স্থায়ী হল। উভয় পার্টনারশিপই চলতি সিরিজে এসেছে।

ভারতকে ভয় পাচ্ছে অজিরা : শাস্ত্রী

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : চলতি শতাব্দীতে আড়াইশোর বেশি রান তাড়া করে জেতার নজির নেই মেলবোর্নে। অথচ, তিনশো প্লাস লিডের পরও ইনিংস ডিক্লেয়ারের রাস্তায় হাঁটেনি অস্ট্রেলিয়া! প্যাট কামিন্সদের যে রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজিতে অনেকেই অবাক।

প্রশ্ন তুলছেন প্রাক্তনরাও। রবি শাস্ত্রী যেমন দাবি করলেন, ভারতকে কিছুটা ভয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তাই এদিন ইনিংসে ইতি টেনে রোহিত শর্মা ব্রিগেডকে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি। ভারতের ব্যাটিং গভীরতার কথা মাথায় রেখে লিড বাড়িয়েছে। মাইকেল ভনও মনে করেন, শেষবেলায় রোহিতদের কয়েক ওভার খেলানোর সুবিধা হাতছাড়া করেছেন কামিন্সরা।

শাস্ত্রীর দাবি, 'অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস চালিয়ে যাওয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওরা ভারতকে নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। অতীতে অস্ট্রেলিয়ায় (ব্রিসবেনে) তিনশো রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। দলে এমন কিছু ব্যাটার রয়েছে, যারা সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সক্ষম। সক্ষম পার্থক্য গড়ে দিতে।'

ব্রিসবেনে বছর তিনেক আগে ৩২৮ রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। সেই দলের হেডকোচ শাস্ত্রীর মতে, এদিন ব্যাটিং না করাটা ভারতের জন্য শাপে বর। যুক্তি, 'সারাদিন ফিল্ডিংয়ের পর দিনের শেষ ২০-৩০ মিনিট ব্যাটিং সহজ নয়। আলাদা খেলা চলে তখন। সেদিক থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে আজ ব্যাটিং করতে না হওয়ায় খুশিই হবে ভারত। আগামীকাল যখন মাঠে নামবে, তখন পরিবেশ আলাদা হবে। ব্যাটাররাও অনেক বেশি তরতাজা থাকবে।'

মাইকেল ভনের মতে, অফফর্মে থাকা রোহিতের ওপর চাপ বাড়ানোর সুযোগ ছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক সেই সুবিধা হাতছাড়া করল কামিন্সরা। রোহিত অফফর্মে রয়েছে। এদিন ভারতকে খেলালে রোহিত চাপেই পড়ত। একঝাঁক ক্যাচ ফেলে রোহিতের তোপের মুখে পড়ে মানসিকভাবে চাপে ছিল যশস্বী জয়সওয়ালও। সেদিক থেকে আজ ব্যাটিং করতে না হওয়ায় খুশিই হবে রোহিত-যশস্বীরা। এদিকে প্রাক্তন অজি অলরাউন্ডার স্টিভ ও'কেফি মনে করেন, রেকর্ড স্কোর তাড়া করতে হলেও ভারত কিন্তু শেষদিনের জয়ের জন্যই ঝাঁপাবে। প্রাক্তনের দাবি, 'ভারত ড্রয়ের জন্য ব্যাটিং করবে বলে আমি মনে করি না। পঞ্চম দিনে ওরা জেতার চেষ্টা করবে।'

শাস্ত্রীর দাবিতে কার্যত সিলমোহর মার্নাস লাবুশেনের। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে অজি ব্যাটার স্বীকার করে নেন, প্রাথমিকভাবে ভারতকে শেষ কয়েক ওভার খেলানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতি, পিচের হালহকিকত বিবেচনা করে লিড বাড়ানোকেই অগ্রাধিকার দেন তারা। ফলে শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনায় রদবদল।

তবে ৩৩৩ রানের লিড নিয়ে পিচের জুজুও দেখাতে ভুলচুক করছেন না অজি ব্যাটিংয়ের তিন নম্বর। লাবুশেনের দাবি, পিচের গতি কিছুটা কমলেও অসমান বাউন্স রয়েছে। ব্যাটারদের যা পরীক্ষার সামনে ফেলবে। আড়াআড়ি বল মুভও করছে। সেক্ষেত্রে পঞ্চম দিনে রান তাড়া সহজ হবে না।

শেষমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল : লাবুশেন

৭০ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয় আটকালেন মার্নাস লাবুশেন।

> সারাদিন ফিল্ডিংয়ের পর দিনের শেষ ২০-৩০ মিনিট ব্যাটিং সহজ নয়। আলাদা খেলা চলে তখন। সেদিক থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে আজ ব্যাটিং করতে না হওয়ায় খুশিই হবে ভারত।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

স্নায়ুর চাপে বাথরুমে লুকিয়েছিলাম : বাভুমা

ডব্লিউটিসির ফাইনালে আফ্রিকা • চাপ বাড়ল ভারতের

সেঞ্চুরিয়ান, ২৯ ডিসেম্বর : দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করল দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে চাপ বাড়ল ভারতের।

চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ১-১ ব্যবধানে ড্র হলে রোহিত শর্মাদের ফাইনালে ওঠার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আগামী দুই ম্যাচের অ্যাওয়ে সিরিজে অন্তত একটি ম্যাচ শ্রীলঙ্কাকে জিততে হবে। অন্যটি ড্র হতে হবে। ভারত চলতি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতলে অস্ট্রেলিয়াকে আগামী সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটির বেশি ম্যাচ জেতা যাবে না। রোহিতদের চলতি সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র হলে অস্ট্রেলিয়াকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচ হারতে হবে। তাহলে ভারত ফাইনালে যাবে। ভারত চলতি সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতলে সরাসরি ফাইনালের টিকিট পেয়ে যাবে।

চতুর্থ ইনিংসে প্রোটিয়াদের প্রয়োজন ছিল ১৪৮ রান। সেই রান তাড়া করতে গিয়েই মারাত্মক চাপে পড়ে গিয়েছিলেন টেম্বা বাভুমারা। ম্যাচের পর আফ্রিকার অধিনায়ক বাভুমা বলেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছানোটা মোটেই সহজ ছিল না। এটা শুধু আমার জন্য না, কোচ সহ গোটা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মরশুমের শুরুটা আমাদের খুব একটা ভালো হয়নি। তখন কেউই আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখেননি। তারপরও আমরা পেরেছি।'

শনিবার ২৭/৩ স্কোর থেকে শুরু করে নিয়মিত ব্যাবধানে উইকেট হারাতে থাকে আফ্রিকা। একসময় তাদের স্কোর ৯৯/৮ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নবম উইকেটে কাগিসো রাবাদা (৩১) ও মার্কো জানসেন (১৬) জুটি ম্যাচ জিতিয়ে ফেরান। তাঁদের অপরাজিত ৫১ রানের জুটিতে পরাস্ত হয় পাকিস্তান।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের পেসার মহম্মদ আব্বাস প্রায় তিন বছর পর টেস্ট দলে ফিরে এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন আফ্রিকার ব্যাটিংয়ে। ১৯.৩ ওভারের ম্যারাথন স্পেলের পর তাঁর কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার ৫৪/৬। দিনের শুরুতেই তিনি ফেরান আইডেন মার্করামকে (৩৭)। আব্বাসের দাপটে ১২ বলের মধ্যে মাত্র ৩ রানে ৪ উইকেট হারান বাভুমারা। এই পরিস্থিতি স্নায়ুর চাপ সামলাতে না পেরে বাভুমা লুকিয়ে ছিলেন সাজঘরের বাথরুমে। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'রাবাদা-জানসেনরা যখন খেলছিল আমি বেশিরভাগ সময়ই বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম। যখন আর ১৫ রান বাকি, তখন বাইরে আসি। গোটা ম্যাচটা রোলারকোস্টার রাইডের মতো ছিল।'

দুই উইকেটে উত্তেজক জয় আনার পর কাগিসো রাবাদা ও মার্কো জানসেন। রবিবার।

ভারতের অঙ্ক

চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ১-১ ব্যবধানে ড্র হলে রোহিত শর্মাদের ফাইনালে ওঠার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আগামী দুই ম্যাচের অ্যাওয়ে সিরিজে অন্তত একটি ম্যাচ শ্রীলঙ্কাকে জিততে হবে। অন্যটি ড্র হতে হবে।

ভারত চলতি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতলে অস্ট্রেলিয়াকে আগামী সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটির বেশি ম্যাচ জেতা যাবে না।

রোহিতদের চলতি সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র হলে অস্ট্রেলিয়াকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচ হারতে হবে। তাহলে ভারত ফাইনালে যাবে।

ভারত চলতি সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতলে সরাসরি ফাইনালের টিকিট পেয়ে যাবে।

সেমিফাইনালে সার্ভিসেসকে হারিয়ে মাঠেই উচ্ছ্বাসে মাতলেন বাংলার ফুটবলাররা।

৮ বছর পর সন্তোষ জয়ের সামনে বাংলা

রবির তেজে স্বস্তি শিবিরে

বাংলা – ৪ (মনোতোষ মাঝি, রবি হাঁসদা-২, নরহরি শ্রেষ্ঠা)
সার্ভিসেস – ২ (বিকাশ থাপা, জুয়েল আহমেদ-আত্মঘাতী)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : সংযুক্তি সময়েরও একেবারে অন্তিম লগ্নে রবি হাঁসদার শট জালে জড়াতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সঞ্জয় সেন। শেষ বাঁশি বাজতেই মুখে স্বস্তির হাসি। সার্ভিসেসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে লড়াই যে কঠিন হবে তা বোঝাই গিয়েছিল। তবে প্রথমার্ধের দাপুটে ফুটবলে তিন গোলে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ম্যাচটা জিততে যে বাংলার কালঘাম ছুটবে তা বোধহয় প্রত্যাশিত ছিল না। এদিন হায়দরাবাদের বালাযোগী স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে বাংলা। তারই ফসল ১৬ মিনিটে মনোতোষ মাঝির গোল। বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে সার্ভিসেসের জালে বল পাঠান তিনি। দাপট বজায় রেখে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান ৩-০ করেন রবি হাঁসদা ও নরহরি শ্রেষ্ঠা। ফলে মনে হচ্ছিল, হয়তো ম্যাচে ফেরার আর সুযোগই পাবে না সার্ভিসেস।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে আচমকাই খেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাংলা। একের পর এক ভুল পাস, সঙ্গে দিশাহীন ফুটবল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সঞ্জয়ের দলের রক্ষণে চাপ বাড়াতে থাকে সার্ভিসেসও। ৫৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করে তারা। এর মিনিট দশেক পর নরহরি চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তেই আরও এলোমেলো হয়ে যায় সঞ্জয় সেনের দল। ৭৪ মিনিটে সার্ভিসেসের সেন্টার বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জালেই বল পাঠিয়ে দেন জুয়েল আহমেদ মজুমদার। শেষদিকে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা যেভাবে চাপ বাড়ায় তাতে যে কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারত বাংলা। সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটেই গোললাইন থেকে একটি বল বিপন্মুক্ত করেন রবিলাল মান্ডি। এরপর ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে গোল করে স্বস্তি ফেরান রবি। ম্যাচের সেরাও তিনিই।

দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারালেও সঞ্জয়ের ব্যাখ্যা, 'বিশ্ব ফুটবলে এমন ঘটনা প্রায়শই হয়। দুই গোল খেলেও ছেলেরা চারটি গোল করেছে সেটাই আসল। কৃতিত্বটা ওদের প্রাপ্য।' ৩১ ডিসেম্বর সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে আট বছরের খরা কাটানোর লক্ষ্যে নামবে বাংলা। খেতাবি লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ কেরালা। দক্ষিণ দলটি সেমিফাইনালে ৫-১ গোলে মণিপুরকে হারিয়েছে।

বাংলা : সৌরভ, বিক্রম, রবিলাল, অয়ন, জুয়েল, চাকু (বিশাল), সুপ্রদীপ (আদিত্য), মনোতোষ (সুপ্রিয়), রবি হাঁসদা, ইসরাফিল (মদন) ও নরহরি (অরিত্র)।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রবি হাঁসদা। হায়দরাবাদে রবিবার।

বর্ষসেরার দৌড়ে অর্শদীপ, স্মৃতি

অর্শদীপ সিং

স্মৃতি মান্ধানা

দুবাই, ২৯ ডিসেম্বর : আইসিসি'র বর্ষসেরা টি২০ ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন ভারতীয় পেসার অর্শদীপ সিং। চলতি বছরে ভারতীয় দলকে টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। অর্শদীপ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা, অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও পাকিস্তানের বাবর আজম।

চলতি বছর টি২০ আন্তর্জাতিকে ১৮ ম্যাচে ৩৬টি উইকেট পেয়েছেন অর্শদীপ। তাঁর বোলিং গড় ১৩.৫।

ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহকে টি২০ ফরম্যাটে সেভাবে দেখা যায় না। ফলে অর্শদীপের কাঁধেই থাকে ভারতীয় বোলিং আক্রমণের দায়িত্ব। চলতি বছর টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে এই বাঁহাতি পেসারের দাপটে জয় পেয়েছিল ভারত। ইনিংসের শুরুতে আইডেন মার্করাম ও কুইন্টন ডি কককে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরিয়েছিলেন তিনি। এরপর ১৯তম ওভারে প্রবল চাপের মুখে বোলিং করে মাত্র ৪ রান দেন।

এদিকে, মহিলাদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা ওডিআই খেলোয়াড় হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। চলতি বছরে ১২ ইনিংসে প্রায় ৬২ গড়ে ৭৪৩ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ৯৬.৯৯। পাশাপাশি ১টি উইকেট নিয়েছেন এই ভারতীয় তারকা। গত জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন স্মৃতি। এছাড়া নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও শতরান করেছেন তিনি। তবে আইসিসি বর্ষসেরার লড়াইয়ে এই বাঁহাতি ওপেনার ছাড়াও রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারডট, শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু, অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড।

প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটরক্ষক সৈয়দ কিরমানির আত্মজীবনী প্রকাশ অনুষ্ঠানে অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ। তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন কিরমানির সতীর্থ ব্রিজেশ প্যাটেল। বেঙ্গালুরুতে রবিবার। - পিটিআই

জয়ী ২০১৫, ২০০৫

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রাম্ভোলিয়ান্সের ক্রিকেটে রবিবার ২০১৫ প্রাক্তনী ৩৪ রানে ২০১৬ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে প্রথমে ২০১৫ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। জবাবে ২০১৬ প্রাক্তনী ৯ উইকেটে ১০৪ রানে আটকে যায়। রামভোলা জুনিয়ার ২০ রানে ২০১৮ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে জুনিয়ার ৮.২ ওভারে ৯৩ রানে অল আউট হয়। জবাবে ২০১৮ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৩ রানে আটকে যায়। ২০০৫ প্রাক্তনী ১ রানে ২০১৪ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০০৫ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে। জবাবে ২০১৪ প্রাক্তনী ৭ উইকেটে ১৪৩ রানে আটকে যায়।

অমৃতর ৬৫

তুফানগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার নিউ প্রগতি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ১০৩ রানে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে নিউ প্রগতি ৩৫ ওভারে ২৬১ রানে অল আউট হয়। ৬৫ রান করে ম্যাচের সেরা হন অমৃত দাস। অঙ্কুর সাহার অবদান ৬৬। জবাবে বিবেকানন্দ ৩২.২ ওভারে ১৫৮ রানে গুটিয়ে যায়। সুমন বিশ্বাস ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। সোমবার খেলবে বালাকুঠি সৎসঙ্গ ক্লাব ও সিনিয়ার ক্রিকেটার্স ইউনিট।

চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : বিএসএফ-র গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের উদ্যোগে আন্তঃফ্রন্টিয়ার কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার। রানার্স জম্মু ফ্রন্টিয়ার। উশুতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছে যথাক্রমে জম্মু ও পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার। ছেলে ও মেয়ে দুইটি বিভাগের যোগাসনেই চ্যাম্পিয়ন হয় নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার। দুইটিতেই রানার্স হয়েছে জম্মু ফ্রন্টিয়ার। দেশের ১১টি ফ্রন্টিয়ারের ৫৪৭ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন।

এখনই অবসর নিয়ে ভাবছি না : জকোভিচ

ক্যানবেরা, ২৯ ডিসেম্বর : কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়াই মরশুম শেষ করেছেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। তবে এখনই অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই তাঁর। বরং ব্যর্থতা ভুলে নতুন মরশুমে শুরুটা ভালো করতে চান তিনি।

টেনিস জগতে রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল, অ্যান্ডি মারে ও জকোভিচকে একত্রে 'বিগ ফোর' বলা হয়। রজার আগেই অবসর নিয়েছিলেন। চলতি বছরে টেনিস কোর্টকে বিদায় জানিয়েছেন নাদাল ও মারে। বাকি থেকে গিয়েছেন জকোভিচ। তিনি জানিয়েছেন, আরও এক বছর খেলতে পারবেন। জোকার বলেছেন, 'আমার মনে হয়, আরও একবছর খেলতে পারব। তবে তারপর কতদিন খেলতে পারব বলতে পারছি না।'

চলতি সপ্তাহে ব্রিসব্রেন ইন্টারন্যাশনালে খেলতে নামছেন জকোভিচ। তারই প্রস্তুতির ফাঁকে তিনি বলেছেন, 'নতুন মরশুমে শুরুটা ভালো করতে চাই। আমাকে আরও ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে হবে। গত মরশুমের তুলনায় এই মরশুমে আরও বেশি প্রতিযোগিতায় খেলব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'যত বেশি খেলব তত খেলার উন্নতি হবে। আশা করছি বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় আমি চ্যাম্পিয়ন হব। সেইসঙ্গে টেনিস র‍্যাংকিংয়েও আমার উন্নতি ঘটবে।'

এদিকে, অজি টেনিস তারকা নিক কিরগিওস জানিয়েছিলেন, ডোপিং পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরেও জানিক সিনারের মতো তারকার এখনও খেলে যাওয়াটা টেনিসের পক্ষে ভালো খবর নয়। সেই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে জকোভিচ বলেছেন, 'কিরগিওসের কথায় যুক্তি রয়েছে। এপ্রিল মাসে সিনার ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইউএস ওপেনের আগে পর্যন্ত সেই সংবাদ জানানো হয়নি। আমরা প্রায় পাঁচ মাস এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। এটা টেনিসের পক্ষে মোটেও ভালো নয়।'

হাবিবকে স্পর্শ রবির

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৯-'৭০ সালে বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ের পথে ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হাবিব ৫ ম্যাচ খেলে ১১ গোল করে সর্বাধিক গোলস্কোরার হয়েছিলেন। সন্তোষের একটা আসরে বাংলার হয়ে এটাই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। রবিবার ৭৮ তম সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলার ৪-২ গোলে জয়ের পথে নিজে জোড়া গোল করে রবিও এগারোতে পৌঁছে গেলেন। এবং একই সঙ্গে ছুঁয়ে ফেললেন একজন অল টাইম ভারতীয় গ্রেটকে। রবি কি নিজে জানেন, কত বড় কাণ্ড তিনি এদিন ঘটিয়েছেন। বছরের শেষ দিন এর চেয়েও বড় কাণ্ড রবি ঘটাতে পারেন? এটা ঠিকই, রবি ১১ গোল করেছেন ১০ ম্যাচ খেলে। তবে তাঁর পারফরমেন্সের উজ্জ্বলতা কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি। কত ম্যাচে তিনি ১১ গোল করেছেন, সেটা নয়, আসল কথা হল, একজন বাঙালি ফুটবলার আজকের দিনে সন্তোষ ট্রফির মতো একটা টুর্নামেন্টে ১১ গোল করছেন। আর কি চাই। এবার অপেক্ষা, বছরের শেষ দিনের জন্য।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

জন্ম: 07-10-1943 * মৃত্যু: 22-12-2024

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই পৌষ ১৪৩১ বাংলা (ইং ২২শে ডিসেম্বর ২০২৪) রবিবার দুপুর ১২.১০ মিনিটে আমার স্বামী **বাদল চন্দ্র দাশ** ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। আগামী (ইং ১লা জানুয়ারি ২০২৫) বুধবার তাঁহার আত্মার শান্তি কামনায় পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সুসম্পন্ন হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে আপনি/আপনারা ইং ৩রা জানুয়ারি ২০২৫ শুক্রবার মধ্যাহ্নে নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিবেন।

স্ত্রী : মীরা দাশ
ভাগ্যহীন পুত্র : অর্ঘ্য দাশ, অরূপ দাশ
ভাগ্যহীনা পুত্রবধূ : অর্পিতা দাশ
নাতি : ওঁকার দাশ, আয়ুষ্মান দাশ।

স্থান : নিজ বাসভবন, গুরুনানক সরণি, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি।

দলের সামগ্রিক উন্নতি চাইছেন কোচ অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক অধরা। তবুও হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচ থেকে ইতিবাচক দিক খুঁজছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। শনিবার লাল-হলুদের হাতের মুঠো থেকে কার্যত তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে নিজাম শহরের দলটি। যদিও লাল-হলুদ কোচ তাতে খুব একটা হতাশ নন। বরং অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়াটাকে বড় করেই দেখছেন তিনি। বলেছেন, 'অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারছি। হতাশ হওয়ার কিছু নেই।' শুধু তাই নয়, দলের খেলাতেও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগের থেকে ধারাবাহিকও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের সামগ্রিক উন্নতির দিকেই নজর দিতে চাইছেন অস্কার। জানুয়ারির শুরুতেই স্কোয়াডে পরিবর্তন আসছে। ৩১ বছরের ইংরেজ স্ট্রাইকার অ্যাশলে কোফের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের কথাবার্তাও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই তাঁকে চূড়ান্ত করে ফেলতে পারে ম্যানেজমেন্ট। তবে সাউল ক্রেসপো নতুন বছরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাই আপাতত আর কোনও বিদেশি হয়তো নেবে না ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ রবিবার বাংলা বনাম সার্ভিসেস সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনাল দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন।

হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : লিগ শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নতুন বছরের শুরুতেই প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি। রবিবারে থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তার প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের জন্য সুখবর, এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনে দেখা গেল স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। হায়দরাবাদ ম্যাচে হয়তো তিনি দলে ফিরতে চলেছেন।

এদিন অনুশীলনে স্টুয়ার্ট বেশিরভাগ সময়টাই মূল দলের সঙ্গে গা ঘামালেন। তবে স্টুয়ার্ট ফিরলেও এখনও সুস্থ হননি দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তিনি সাইডলাইনে ছিলেন। আপুইয়া অনুশীলনে এলেও মাঠে চোট থাকায় মাঠে নামেননি।

রবিবার প্রথমে রিকভারি সেশনে অংশ নেন বাগান ফুটবলাররা। পরে নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবলও খেলেন তাঁরা। শেষ তিন ম্যাচে পাঁচটি গোল হজম করেছেন বাগান ডিফেন্ডাররা। তাই এদিন আপফ্রন্টের ডিফেন্সের দিকেও বাড়তি নজর দেন বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। হায়দরাবাদ লিগ তালিকায় শেষের দিকে থাকলেও ঘরের মাঠে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না বাগানের হেডস্যর। এদিন অবশ্য অনুশীলনে আসেননি মনবীর সিং ও আশিক কুরুনিয়ান। নতুন বছরের প্রথমদিন মনবীর অনুশীলনে যোগ দেবেন।

সানিকে প্রণাম নীতীশের বাবার, কাঁদলেন দুইজনে

এগারোর পাতায়

ইউনাইটেডের ট্রায়ালে শতাধিক

ট্রায়াল শেষে খুদে ফুটবলারদের পরামর্শ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের কোচ প্রত্যয় রায়ের। জলপাইগুড়ির এবিপিসি মাঠে।

জলপাইগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : এবিপিসি ময়দানে রবিবার অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ ফুটবলারদের ট্রায়াল নিলেন কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের কোচ প্রত্যয় রায়। ইউনাইটেড স্পোর্টস এবং এবিপিসি ফুটবল অ্যাকাডেমি যৌথভাবে আয়োজিত ট্রায়ালে শতাধিক ছেলে উপস্থিত ছিল। ট্রায়ালে থেকে দুই বয়স বিভাগের জন্য প্রত্যয় ২০ জন করে বেছে নেন। প্রত্যয় বলেছেন, 'এই ছেলেরা এবিপিসি মাঠেই অনুশীলন করবে। আমি সপ্তাহে একদিন এসে ওদের অগ্রগতি খতিয়ে দেখব। কেউ প্রভাবিত করলে তাকে কলকাতায় ইউনাইটেডের যুব দলের শিবিরে পাঠানো হবে।'

অ্যাকাডেমির কো-অর্ডিনেটর সৌমিক মজুমদার বলেছেন, 'স্থানীয়রা তো অবশ্যই ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলেরা ট্রায়াল দিতে এসেছিল। প্রত্যয় সপ্তাহে একদিন উপস্থিত থাকবেন। বাকি দিনগুলিতে অসীম রায়ের প্রশিক্ষণে ছেলেরা অনুশীলন করবে।'

ট্রায়াল শুরুর আগে সম্প্রতি প্রয়াত অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট আরতি রায়ের স্মরণে উপস্থিত ফুটবলার-কোচ-কর্মকর্তারা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা গারিব নায়াক - কে 03.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52J 48117 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার সমস্ত স্বপ্ন এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থের মাধ্যমে পুরন হবে যা আমি ডিয়ার লটারি থেকে জিতেছিলাম। জীবনে কোটিপতি হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমাকে এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।